নগর সংস্করণ

শুক্রবার

১৫ নভেম্বর ২০২৪

৩০ কার্তিক ১৪৩১, ১২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

চাকরি-বাকরি, প্র অন্য আলো, প্র গোল্লাছুটসহ মোট ২০ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১২

মন্ত্রীর একক ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিধান অবৈধ

বিদ্যুৎ খাত : হাইকোর্টের রায়

কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দিতে ১৪ বছর আগে বিতর্কিত আইনটি করেছিল তৎকালীন আ.লীগ সরকার।

> আদালতে যেতে পারবেন না, এমন দায়মুক্তি দিয়ে কোনো আইন হতে পারে না।
>
> **শাহদীন মালিক**, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকার কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দিতে ২০১০ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন করেছিল। এই আইনের অধীনে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যেত না। চুক্তি করার বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে কারণে এটি দায়মুক্তি আইন হিসেবে পরিচিতি পায়। আইনের এ-সংক্রান্ত বিধান দুটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এ রায় দেন। একই সঙ্গে জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং জনগণের বৃহত্তর সুবিধা নিশ্চিতে সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম পুরোপুরি চালানোর পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে দরপত্র ছাড়া কাজ দিতে প্রায় ১৪ বছর আগে এই দায়মুক্তি আইনটি করার সময় বলা হয়েছিল, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাময়িক সময়ের জন্য এটা করা হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দফায় দফায় এটির মেয়াদ বাড়িয়েছিল শেখ হাসিনা সরকার। এ আইনের অধীনে নেওয়া হয় শতাধিক প্রকল্প। কয়েক লাখ কোটি টাকার কেনাকাটা হয়েছে আইনটির আওতায়। দীর্ঘদিন ধরে এটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১৮ আগস্ট বিশেষ বিধান আইনটি স্থগিতের ঘোষণা দেয়। এতে বলা হয়, এ আইনের অধীনে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম আপাতত বন্ধ থাকবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনটি ২০১০ সালের ১২ অক্টোবর করা হয়। এই আইনের দুটি ধারা বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত আগস্টে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক ও মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম। ওই দুটি ধারায় এই আইনের অধীনে করা কাজ নিয়ে কোনো আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না এবং চুক্তি করার বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ধারা দুটি হচ্ছে ‘পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের প্রচার’-সংক্রান্ত ৬(২) ধারা ও ‘আদালত ইত্যাদির এখতিয়ার রহিত করা’-সংক্রান্ত ৯ ধারা।

প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট রুল দেন। সংবিধানের নির্দেশনার সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কাঞ্চনজঙ্ঘা ভোরের আলো ফুটতেই কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে দেখা দিয়েছে লাজুক কাঞ্চনজঙ্ঘা। হেমন্তের এ সময়ে মেঘ বা কুয়াশা না থাকলে পরিষ্কার আকাশে পঞ্চগড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ৮ হাজার ৫৮৬ মিটার উচ্চতার ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ এই পর্বতশৃঙ্গ। ছবিটি ১০ নভেম্বর পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা থেকে তুলেছেন হাসান মাহমুদ।

বাজারে সয়াবিন তেলের ঘাটতি, সরবরাহ বাড়াতে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের সরবরাহে বড় ধরনের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এর কারণ, দেশের ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী কোম্পানিগুলো এক সপ্তাহ ধরে সরবরাহকারীদের (ডিলার) কাছে বোতলজাত সয়াবিন তেল বিক্রি বন্ধ রেখেছে। এতে বিপাকে পড়েছেন ভোক্তারা।

ভোজ্যতেলের সরবরাহ বাড়াতে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। বৈঠকে ভোজ্যতেল আমদানিতে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের সরবরাহ বাড়াতে রাজি হয়েছে কোম্পানিগুলো।

গতকাল রাজধানীর শেওড়াপাড়া, মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট, কাঁঠালবাগান ও নিউমার্কেট কাঁচাবাজার ঘুরে দেখেন এই প্রতিবেদক। বাজারগুলোর অধিকাংশ দোকানেই বোতলজাত সয়াবিন কম ছিল। কাঁঠালবাগান বাজারের বিক্রেতা মাসুদুর রহমান বলেন, পাঁচ দিন ধরে দোকানে কোনো সয়াবিন তেল আসেনি। কবে নাগাদ তেল আসবে, তা-ও ডিলাররা জানাতে পারছেন না।

ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে খুচরা বাজারে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেলের দাম বর্তমানে ১৭০ থেকে ১৭২ টাকা। আর পাম তেলের লিটারপ্রতি দাম ১৬২-১৬৩ টাকা। সেখানে বাজারে বোতলজাত এক লিটার সয়াবিন তেলের দাম এখন ১৬৫-১৬৭ টাকা। গত এক মাসের ব্যবধানে খোলা সয়াবিনের দাম ১১ শতাংশ ও পাম তেলের দাম সাড়ে ১১ শতাংশ বেড়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায় দেশেও পণ্যটির দাম বেড়েছে।

খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতারা জানান, বাজারে খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের দাম অনেক বেড়েছে। এতে চাহিদা বেড়েছে বোতলজাত সয়াবিন তেলের; কিন্তু বোতলজাতের চেয়ে খোলা সয়াবিন তেলের দাম বেশি হওয়ায় সরবরাহ বন্ধ রেখেছে পরিশোধনকারী কোম্পানিগুলো। তারা এখন বোতলজাত সয়াবিনের দাম বাড়াতে চায়।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারের ডিলার মো. হাসনাইন বলেন, ‘মিলগেট থেকে সয়াবিন (বোতলজাত) তেল কেনার জন্য আমরা টাকা দিতে চাইলেও কোম্পানির লোকেরা টাকা নিচ্ছেন না, তেলও দিচ্ছেন না। ৮-১০ দিন ধরেই এ অবস্থা চলছে। গত পরশু বাজারে শুধু একটি কোম্পানির কিছু বোতলজাত তেল ঢুকেছে। আর কোনো কোম্পানির তেল বাজারে আসছে না।’

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

‘যা খুশি করার’ সুযোগ রেখে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভা

বিশ্লেষণ

হাসান ফেরদৌস, *নিউইয়র্ক থেকে*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেননি, প্রস্তুতি হিসেবে তাঁর আগামী প্রশাসনের সদস্যদের নাম ঘোষণা শুরু করেছেন। আর তাতেই গোল বেধেছে। নানা মহলে তাঁর ক্যাবিনেটের (মন্ত্রিসভা) প্রস্তাবিত সদস্যদের যোগ্যতা ও আগের ইতিহাস নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

বিতর্ক ও সমালোচনা অবশ্য ট্রাম্পের প্রথম ক্যাবিনেট নিয়েও বিস্তর ছিল। সে-যাত্রায় তাঁর ক্যাবিনেটের অন্তত ১৫ জন্য সদস্য আইনগত ও নৈতিক ঝামেলায় পড়েছিলেন। তাঁদের কেউবা উৎকোচ গ্রহণ, সরকারি অর্থের অপচয় ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, অথবা আইনভঙ্গ করে লবিং করার অভিযোগে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরিবেশবিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী স্কট প্রুয়িট ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে পদত্যাগে বাধ্য হন। তহবিল তছরুপের অভিযোগে পদত্যাগে বাধ্য হন অভ্যন্তরীণ দপ্তরের মন্ত্রী রায়ান জিঙ্কে। নিজের পরিবারের সদস্যদের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

» ফিলিস্তিন, আরব ভোট ও ট্রাম্প নিয়ে কিছু প্রশ্ন পৃষ্ঠা ১০

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী আবদুল্লাহর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আবদুল্লাহ

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ (২৩) মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মারা যান তিনি।

এ নিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন ঘিরে গত ১৬ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত ৭৬৭ জনের মারা যাওয়ার তথ্য পেয়েছে *প্রথম আলো*। সরকার এখন পূর্ণাঙ্গ তালিকা করছে। খসড়া তালিকায় নিহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত (৩০ অক্টোবর ২০২৪) উল্লেখ করা হয়েছে ৮৭২ জন।

আবদুল্লাহ পুরান ঢাকার সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল আলীম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, আবদুল্লাহর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

আহতরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন, কর্মসংস্থানও হবে

সচিবালয়ে বৈঠক

অভ্যুত্থানে আহতদের সঙ্গে ছয় উপদেষ্টার বৈঠক। প্রয়োজনে বিদেশেও চিকিৎসার ব্যবস্থা।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার পাশাপাশি পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁরা দেশের সব সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে সারা জীবন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন। চিকিৎসায় অগ্রাধিকার পাবেন। কারও যদি দেশে চিকিৎসা সম্ভব না হয় এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশ করা হয়, তাহলে সে ব্যবস্থা করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় উপদেষ্টা ও একজন বিশেষ সহকারী। বৈঠক শেষে সরকারের পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরা হয়। সিদ্ধান্তগুলো সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিশেষ সহকারী মো. সায়েদুর রহমান। তিনি এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য ছিলেন।

বৈঠকে অংশ নেওয়া ছয় উপদেষ্টা হলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» সম্পাদকীয় : এমন অবহেলার জবাব কী পৃষ্ঠা ১০

রংপুরের বদরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যমজ ২০ শিশু। সোমবার এই শিশুদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ছবি : প্রথম আলো

অন্য খবর

এক বিদ্যালয়েই পড়ে ১০ যমজ

আলতাফ হোসেন, *বদরগঞ্জ, রংপুর*

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইয়ের দিকে আঙুল তাক করে নিশাত মুনির (১০) বলল, ‘ভাই আমার সাথে খুব ঝগড়া লাগায়।’ ছোঁ মেরে বোনের কথা কেড়ে নিল মুনতাসির মুবিন (১০)। বলল, ‘আমি না, তুমিই বেশি ঝগড়া করো।’ নিশাত ও মুনতাসির যমজ ভাই-বোন, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।

দুজনের মধ্যে কে বেশি ভালো—এমন প্রশ্ন শুনে নিশাত দ্রুত জবাব দেয়, ‘আমি। ভাইকেও খাবার এনে দিই, কাজে সাহায্য করি। কিন্তু ভাই আমাকে সাহায্য করে না।’ বোনের কথা কেড়ে নিয়ে মুনতাসির বলে, ‘ও তো সবকিছুতে ভাগ বসায়।’ এরপর হাসিতে ফেটে পড়ে ভাই-বোন। বুঝতে বাকি থাকে না, ভাই-বোনের মধ্যে খুনসুটির পাশাপাশি ভালোবাসাও কম নয়।

যমজ এই ভাই-বোনের সঙ্গে কথা হয় রংপুরের বদরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এ সময় দেখা হয় ওই স্কুলের আরও ৯ যমজের সঙ্গে। সম্প্রতি স্কুলটিতে ১০ যমজকে নিয়ে ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে তাদের অভিভাবকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এক বিদ্যালয়ে এত যমজ শিশু পড়ার কথা শুনে গত সোমবার ওই স্কুলে আসেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিক উজ জামান। তিনি যমজ শিশুদের একটি কক্ষে জড়ো করে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শিক্ষা কর্মকর্তা এই শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর রাখার পরামর্শ দেন শিক্ষকদের।

এই ২০ শিশুর মধ্যে লিঙ্গ অভিন্ন শিশু রয়েছে ১৪ জন। তাদের মধ্যে মেয়েশিশু আছে আটজন, ছেলে ছয়জন। বাকি ছয়জন ছেলে ও মেয়ে।

এক স্কুলে এত যমজ এল কোত্থেকে—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ইতিবাচক কিছু খবর পাওয়া গেল। ২০১০ সাল থেকে সমাপনী ও বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান দখলে নেয় বদরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গত ১০ বছরে সেখান থেকে বৃত্তি পেয়েছে ২৫০ জন। এর মধ্যে মেধাবৃত্তি ছিল ১৮৩ জনের। পাশের হার শতভাগ। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও বিদ্যালয়টি সেরা। প্রধান শিক্ষক ময়নুল ইসলাম শাহ যোগ দেওয়ার পর থেকেই স্কুলটি সব ক্ষেত্রে সাফল্যের ছাপ রাখছে। চলতি বছর রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে ময়নুল ইসলাম শাহ শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন।

বর্ণা ও বৃষ্টি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। দুই বোনের চেহারায় এতই মিল যে তাদের শনাক্ত করতে দ্বিধায় পড়ে যান শিক্ষকেরা। বদরগঞ্জের শাহপাড়া গ্রামের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জনগণের প্রত্যাশা পূরণ বড় চ্যালেঞ্জ

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন সামনে রেখে প্রতিবেদন প্রকাশ। এতে আ.লীগ সরকারের দুর্নীতিসহ নানা বিষয় এসেছে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নানা সুপারিশ।

- সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ঐকমত্য দরকার।
- দুর্নীতি মোকাবিলা ও মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা জরুরি।
- সংস্কার বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ।
- দাতাদের প্রতিশ্রুত অর্থের অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া উচিত।

প্রথম আলো ডেস্ক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। এরপর ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন খুব সহজ নয় বলে উল্লেখ করেছে ব্রাসেলসভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি)। বৈশ্বিক এ সংস্থা বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-সংঘাত প্রতিরোধে কাজ করে এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে পরামর্শ দেয়। মারাত্মক ধরনের সংঘাতে আগাম সতর্কতাও দিয়ে থাকে আইসিজি।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে আইসিজি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ‘আ নিউ এরা ইন বাংলাদেশ? দ্য ফার্স্ট হানড্রেড ডেজ অব রিফর্ম’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, জনগণের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা পূরণ করা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ।

আইসিজির প্রতিবেদনে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নিয়ে নানা সংস্কার বাস্তবায়নে কিছু সুপারিশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

রাজনৈতিক ঐকমত্য তৈরি

প্রতিবেদনে বলা হয়, সংস্কার কর্মসূচির দিকে নজর দিতে চাইলে ড. ইউনূসকে রাজনৈতিক ঐকমত্য বজায় রাখতে হবে। আওয়ামী লীগ বড় পরিসরে মাঠে না থাকায় বিএনপি এখন সবচেয়ে বড় হুমকি। তবে দলটি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছে। তারা বলেছে, তারা সংস্কারের জন্য ড. ইউনূস ও তাঁর সহকর্মীদের সময় দিতে চায়।

তবে বিএনপির অনেকেই নির্বাচনী প্রচার চালাতে আগ্রহী। কারণ, আগামী নির্বাচনে তাদের জয়ের সম্ভাবনা আছে। নিজেদের দাবি পূরণে বিএনপি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

পল্লী বিদ্যুতের দ্বৈত ব্যবস্থার সংকট নিরসন কেন প্রয়োজন

গ্রাহকসেবা উন্নত করতে হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা ও সংকট দূর করতে হবে। সে ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে, তা নিয়ে লিখেছেন **মোশাহিদা সুলতানা**

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১২ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : টেকনাফের আমবাগানে ৩৩.৪° সে.
সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গলে ১৭.৩° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫৭	মাগরিব	৫:১৬
জুমা	১১:৪৭	এশা	৬:৩২
আসর	৩:৩৭	কাল ফজর	৪:৫৭

এএফপিকে প্রধান উপদেষ্টা

সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে, নির্বাচন কত দ্রুত হবে

এএফপি, *বাকু, আজারবাইজান*

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভোটের মাধ্যমে দেশে একটি নতুন সরকার নির্বাচিত করার আগে নানা সংস্কার দরকার।

গত বুধবার বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ কথা বলেন ড. ইউনূস। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের (কপ২৯) ফাঁকে এএফপিকে সাক্ষাৎকার দেন ক্ষুদ্রঋণের এই পথিকৃৎ।

শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূস বলেন, সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে, নির্বাচন কত দ্রুত হবে। তবে ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, তিনি দেশকে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবেন। প্রধান উপদেষ্টা, 'এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা আমরা দিয়েছি। আমরা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচন দেব এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরা ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংস্কারের পাশাপাশি সরকার, জাতীয় সংসদ ও নির্বাচনী বিধিমালার কাঠামোর বিষয়ে দেশে দ্রুত ঐকমত্য দরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা অন্তর্বর্তী সরকার। তাই আমাদের মেয়াদ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।'

শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন হয়। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারকে নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনূসের নাম ঘোষণা করা হয়।

ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্বোধন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন। পরে তিনি যাত্রীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ছবি : পিআইডি

বাংলাদেশের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক চায় আজারবাইজান

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু থেকে*

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ। গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির রাজধানী বাকুতে 'কপ২৯' সম্মেলনের ফাঁকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান।

ইলহাম আলিয়েভ বলেন, বাংলাদেশ-আজারবাইজান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে তিনি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান। এসব তথ্য দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ আগামী বছর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ পাঠাতে আগ্রহী। ওই প্রতিনিধিদল আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো যায়।

প্রধান উপদেষ্টাকে ইলহাম আলিয়েভ বলেন, তাঁরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী। ঢাকায় একটি আবাসিক দূতাবাস খোলার পরিকল্পনাও তাঁদের রয়েছে, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দুই দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়ানো যায়।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, এসডিজি-বিষয়ক প্রধান সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং তুরস্ক ও আজারবাইজানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আমানুল হক।

থেরেসা-ইউনূস বৈঠক

প্রধান উপদেষ্টা গতকাল সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন।

গতকাল প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেন ব্রাজিলের ভাইস প্রেসিডেন্টের স্ত্রী লু আলকমিন।

শাহজালালে প্রবাসীদের জন্য ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্বোধন

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী যাত্রী এবং তাঁদের স্বজনদের জন্য ওয়েটিং লাউঞ্জ উদ্বোধন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

গতকাল আজারবাইজান থেকে দেশে ফিরে প্রধান উপদেষ্টা এই লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন। এর আগে তিনি আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে যোগদান শেষে গতকাল রাত আটটায় দেশে ফেরেন।

বিমানবন্দরের মাল্টিলেভেল কার পার্কিং এলাকার দ্বিতীয় তলায় এই প্রশস্ত ও আরামদায়ক ওয়েটিং লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাউঞ্জটিতে নির্ধারিত অপেক্ষমাণ কক্ষ, বেবি কেয়ার কক্ষ, নারী-পুরুষের জন্য নামাজের স্থান ও সুলভ মূল্যের ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের স্বার্থে শেখ হাসিনার কথা বন্ধ রাখা জরুরি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে যাওয়ার পর যেসব রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন, তা বাংলাদেশ ভালো চোখে দেখছে না বলে নয়াদিল্লিকে জানিয়ে দিয়েছে ঢাকা। দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের নিরিখে তাঁর এসব বন্ধ রাখা জরুরি। শেখ হাসিনাকে এ ধরনের বক্তব্য ও বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ও জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক তৌফিক হাসান এ কথা বলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে ওই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ হাসিনা ভারতের মাটিতে বসে ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে যেসব দেশদ্রোহী বক্তব্য দিচ্ছেন, সে ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি না—এমন প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক। উত্তরে তৌফিক হাসান বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একাধিকবার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার এবং ভারত সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছে। তাদের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় ভারতে চলে যাওয়ার পর সেখানকার বিভিন্ন গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক বিবৃতি ও বক্তব্য দিচ্ছেন, সেটি বাংলাদেশ সরকার ভালোভাবে দেখছে না। এ ব্যাপারে সরকারের তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশের পাশাপাশি সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে এ ধরনের বক্তব্য ও বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত রাখতে ভারতকে আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, 'আমাদের দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্যও এ ধরনের বক্তব্য প্রদান থেকে তাঁকে (শেখ হাসিনা) বিরত রাখাটা খুবই জরুরি।'

শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে তৌফিক হোসেন বলেন, ফেরত আনার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। নির্দেশনা পেলে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা আমাদের দায়িত্ব, ভারতের বলার দরকার নেই

অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা **নাহিদ ইসলাম**। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গতকাল বৃহস্পতিবার প্রচার করেছে বিবিসি হিন্দি। হিন্দিতে প্রচারিত ওই সাক্ষাৎকারে তিনি সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি, তাদের নিরাপত্তা প্রদান এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন।

নাহিদ ইসলাম

প্রশ্ন : ভারত আপনাদের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়ে বারবার কথা বলছে। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

নাহিদ ইসলাম : এখানকার সংখ্যালঘুরা আমাদের নাগরিক। তাদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ বিষয়ে ভারতের কিছু বলার দরকার নেই। যেটা নিয়ে ভারতের বলা প্রয়োজন, সেটা হলো গত জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা। বরং এই প্রশ্ন করা যেতে পারে, বাংলাদেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারত কী ধরনের সাহায্য করতে পারে? এ বিষয়ে কথা বলা প্রয়োজন। আরও বলতে চাই, ভারতীয় গণমাধ্যম আমাদের সরকারকে নিয়ে ভুল সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। ভারতের উচিত এ বিষয়ে একটা সীমা টানা। আমরা চাই, তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনা হোক এবং সম্পর্ক উন্নয়নের প্রশ্নেও আলোচনা হোক।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, জুলাই-আগস্টে এখানে যা হয়েছে, সে বিষয়ে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করা, এর মধ্য দিয়ে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

নাহিদ ইসলাম : আওয়ামী লীগ জুলাই-আগস্টে যে গণহত্যা ঘটিয়েছে, সেটাকে ভারত কীভাবে দেখে। এটা ভারত এখনো স্পষ্ট করেনি। কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকার কথা জানিয়েছে। কিন্তু ভারত এ বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। উপরন্তু যাঁর ওপরে এই ঘটনার দায় বর্তায়, ভারত তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

প্রশ্ন : তার মানে কি এই যে ভারত বাংলাদেশে সংঘটিত খুনখারাবিকে এড়িয়ে যাচ্ছে?

নাহিদ ইসলাম : যে ব্যক্তি তার স্বজনকে হারিয়েছে, ভারত যদি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তাহলে বাংলাদেশের জনগণ সেটিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবে। আমি চাই, ভারত আমাদের সহায়তা করুক, যাতে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

প্রশ্ন : আগস্টে সহিংসতার সময় ভারত সব পক্ষকে সংযত থাকার কথা বলেছিল। সংখ্যালঘুদের অনেক সংগঠন বলেছে, গত তিন মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর অনেক নির্যাতন হয়েছে। আমরাও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এমন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা সহিংসতার শিকার হয়েছে। তারা বলছে, প্রশাসনের ওপর তারা আস্থা রাখতে পারছে না। বিষয়টি কি আপনি জানেন? যদি জানেন, তাহলে কীভাবে দেখছেন?

নাহিদ ইসলাম : এখানে যা কিছু হয়েছে, তা আমাদের নজরে আছে। মানুষের যে কষ্ট হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। এটাও মনে রাখতে হবে, যদি সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়া হতো, তাহলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো। দুর্গাপূজার কথাই ধরেন। বলা হচ্ছিল, আরও সহিংসতা হবে। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর্যাপ্তসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করেছি, শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমাদের সরকার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে কথা বলেছে, আশ্বস্ত করেছে। তাঁরাও এতে আশ্বস্ত হয়েছেন।

প্রশ্ন : সংখ্যালঘুরা বলছেন, কথা হয়েছে; কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নাহিদ ইসলাম : আমি তো বলব, অন্য কোনো সরকার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেনি, যা আমরা গত তিন মাসে করেছি। আগের সরকারগুলো এ বিষয়ে শুধু রাজনৈতিক ফায়দা নিয়েছে। তাদের ওপর থেকে সংখ্যালঘুদের আস্থা কমে গিয়েছিল। আমাদের এসব ঠিক করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি, তাদের কিছু বিষয় আছে, যা এখনই সমাধান হওয়ার নয়। এ জন্য আমাদের সময় দিতে হবে।

মন্ত্রীর একক ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিধান অবৈধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় ওই আইনের ওই দুটি বিধান কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়। এই রুলের ওপর ৭ নভেম্বর শুনানি শেষ হয়। সেদিন আদালত রায়ের জন্য ১৪ নভেম্বর দিন ধার্য করেন। আদালতে রিটের পক্ষে আইনজীবী শাহদীন মালিক শুনানি করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনজুর আলম শুনানিতে অংশ নেন।

রায়ে যা বলা হয়

উভয় পক্ষের বক্তব্য-তথ্যাদি পর্যালোচনা করে রায়ে আদালত বলেছেন, 'বলতে দ্বিধা নেই যে আইনের ৬(২) ধারা সংবিধানের ম্যান্ডেটের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বাতিল ঘোষণা করা হলো। দেশের মানুষ চূড়ান্তভাবে সার্বভৌম এবং সংবিধান আইনের শাসনের ঘোষণা দিয়েছে। আইনের ৯ ধারা অনুসারে চুক্তির বিষয়ে কেউ দায়ী হলে তাকে বিচারিক জবাবদিহির ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে। অথচ সংবিধানের ১৪৫(২) অনুচ্ছেদে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের ৯ ধারা সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হওয়ায় সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কাজেই ৯ ধারাটিও বাতিলযোগ্য। পাশাপাশি সারবত্তা থাকায় রুল অ্যাবসলিউট (যথাযথ) ঘোষণা করা হলো। সংবিধানের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ম্যান্ডেটের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আইনের ৬(২) ও ৯ ধারা বাতিল ঘোষণা করা হলো।'

সাময়িক মার্জনা, কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন করা যাবে

রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, আইনি জটিলতা এড়াতে এ ক্ষেত্রে ৬(২) ধারায় সংশ্লিষ্ট চুক্তির সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে মার্জনা করা হলো। তবে চুক্তির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কার্যক্রম কিছু শর্ত সাপেক্ষে রিভিজিট (পুনরায় দেখা বা পুনর্মূল্যায়ন) করার অধিকার থাকবে সরকারের। এ ক্ষেত্রে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে সাময়িক এই মার্জনা প্রযোজ্য হবে না।

অবশ্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তি পর্যালোচনায় গত ৫ সেপ্টেম্বর পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। এ কমিটি ইতিমধ্যে সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট সব নথি চেয়ে নিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে।

'এটা লুটপাটের বিশেষ বিধান'

গতকাল রায়ের পর আইনজীবী শাহদীন মালিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ওই আইনের ৬(২) ধারায় বলা ছিল যে উন্মুক্ত দরপত্র ছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী ইচ্ছেমতো যোগাযোগ ও দর-কষাকষির মাধ্যমে কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চুক্তির জন্য মনোনীত করতে পারবেন। অথচ সরকারের যেকোনো ক্রয়-বিক্রয় একটা দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হওয়ার কথা। আসলে এটা লুটপাটের বিশেষ বিধান। এই ধারার অধীনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে চুক্তিগুলো হয়েছে, সেগুলো সরকার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।'

আইনটির ৯ ধারার বিষয়ে শাহদীন মালিক বলেন, আদালতে যেতে পারবেন না, এমন দায়মুক্তি দিয়ে কোনো আইন হতে পারে না। এ ধরনের বিধান সংবিধানের অধীন হতে পারে না বলে রায়ে এসেছে।

রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

২০০৯-১০ সালের দিকে বিদ্যুতের লোডশেডিং পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সাময়িক সময়ের জন্য করা এই আইনকে সমর্থন দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও দায়মুক্তি নিয়ে আপত্তি ছিল সব সময়। আইনটি করার পর তিন বছর মেয়াদি দ্রুত ভাড়াভিত্তিক (কুইক রেন্টাল) বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেয় সরকার। এরপর পাঁচ বছর মেয়াদি ভাড়াভিত্তিক (রেন্টাল) বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন করতে থাকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। জ্বালানি তেলচালিত এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। তাই সাময়িক সময়ের জন্য চুক্তি করা হলেও পরে ব্যবসায়ীদের বাড়তি সুবিধা দিতে এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের মেয়াদ বাড়াতে থাকে আওয়ামী লীগ সরকার। একপর্যায়ে সমালোচনার মুখে 'বিদ্যুৎ নেই, বিল নেই' শর্তে মেয়াদ বাড়ানো হয়। বর্তমানে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সচল নেই। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি (১৫-২৫ বছর মেয়াদে) আরও বেশ কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি করা হয়। এতে পিডিবির উৎপাদন খরচ বাড়তেই থাকে।

পিডিবির সর্বশেষ নভেম্বরের তথ্য বলছে, দেশে এখন মোট বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে ১৪৩টি। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র ৬২টি। বাকি ৮১টি বেসরকারি খাতের। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ২৭ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে দিনে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৬ হাজার ৪৭৭ মেগাওয়াট। বিশেষ বিধান আইনে একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র করা হয়েছে জ্বালানির নিশ্চয়তা ছাড়াই। এর ফলে সক্ষমতা থাকলেও চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে না পারায় তিন বছর ধরে গ্রীষ্ম মৌসুমে লোডশেডিং করতে হচ্ছে। অথচ জনগণের করের টাকায় পিডিবিকে এ বাড়তি সক্ষমতার দায় গুনতে হচ্ছে।

কেন্দ্র ভাড়ার চাপে বিদ্যুৎ খাত

চুক্তি অনুসারে প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্রকে ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্র ভাড়া দিতে হয় পিডিবির। বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও এটি দিতে হয়, না করলেও এটি দিতে হয়। তবে অলস বসিয়ে রেখে কেন্দ্র ভাড়া দিলে পিডিবির লোকসান বেড়ে যায়। গত দেড় দশকে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়ার পেছনে। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া পরিশোধে পিডিবির খরচ হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই খরচ ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পিডিবির এখন খরচ হচ্ছে প্রায় ১১ টাকা। তারা এটি পাইকারি পর্যায়ে বিক্রি করছে ৭ টাকা ২ পয়সায়। এতে আয়-ব্যয়ে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে পিডিবির। গত দেড় দশকে পাইকারি পর্যায়ে ১২ বার ও খুচরা পর্যায়ে ১৪ বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। অথচ বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে নিয়মিত হিমশিম খাচ্ছে পিডিবি। সরকারের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি নিয়েও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

শুধু বিদ্যুৎ নয়, গ্যাস আমদানিতেও ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ বিধান আইন। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে বেসরকারি খাতে দুটি ভাসমান টার্মিনাল করা হয়েছে এই আইনে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই লাখ কোটি টাকার এলএনজি আমদানি করা হয়েছে এ আইনের অধীনে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তিগুলো ত্রুটিযুক্ত ছিল। প্রতিযোগিতামূলক দাম নিশ্চিত না হওয়ায় দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়নি। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া অযৌক্তিক হয়েছে। এখন আদালতের রায়ের মধ্য দিয়ে একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে, সরকার আইনটি বাতিল করতে পারে। একই সঙ্গে বিদ্যমান চুক্তিগুলো পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে।

আহতরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ, তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং মো. মাহফুজ আলম।

এর আগে গত বুধবার আহত ব্যক্তিদের দেখতে রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) যান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সবার সঙ্গে দেখা করেননি অভিযোগ করে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় তাঁর পথ আটকে বিক্ষোভ করেন আহত ব্যক্তিরা। পরে তাঁরা রাস্তায় নামেন। একপর্যায়ে পঙ্গু হাসপাতাল ও পাশের জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অর্ধশতাধিক ব্যক্তি ওই সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। তাঁদের কারও এক পা নেই, কেউ হুইলচেয়ারে, আবার কারও চোখে ব্যান্ডেজ ছিল। তাঁরা একপর্যায়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেন। পরে হাসপাতালে ফিরে যেতে চার উপদেষ্টাকে সেখানে উপস্থিত হওয়ার শর্ত দেন। অন্তর্বর্তী সরকারের চার উপদেষ্টা ও একজন বিশেষ সহকারী গভীর রাতে সেখানে যান। তাঁদের কাছ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস পাওয়ার পর আহত ব্যক্তিরা রাত সোয়া তিনটার দিকে হাসপাতালে ফিরে যান।

তারই ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণে গতকাল বেলায় দুইটায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় বেশ কিছুসংখ্যক আহত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এসেছিলেন ক্রাচে ভর দিয়ে। কারও চোখে ব্যান্ডেজ বা হাতে লাগানো নানা যন্ত্র। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা নানা ক্ষত নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি হাসপাতাল থেকে এসেছেন।

সভা শুরু হওয়ার আগে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। পঙ্গু হাসপাতাল ও চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের বাইরে অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া আহত ব্যক্তিরাও বৈঠকে যোগ দেন। মূলত এ নিয়েই ক্ষুব্ধ হন পঙ্গু হাসপাতাল ও জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এলাকায় বিক্ষোভ করা আহত ব্যক্তিরা। একপর্যায়ে এক পক্ষ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে বাইরে যায়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন।

পরে ছয় উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন আহত ব্যক্তিরা। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে গতকাল বৈঠকের আগে গণ-অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সময় সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করেন। ছবি : সাজিদ হোসেন

যেসব সিদ্ধান্ত হলো

প্রত্যেক আহত ব্যক্তির জন্য পরিচয়পত্র থাকবে, যেটি তাঁর সুবিধা নিশ্চিত করবে। আহত ব্যক্তিরা দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সারা জীবন বিনা মূল্যে চিকিৎসা পাবেন। তাঁদের জন্য সারা দেশের সব সরকারি হাসপাতালে সুনির্দিষ্ট শয্যা থাকবে। ঢাকার হাসপাতালগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে, যাতে দেখা যাবে কোন হাসপাতালে কয়টি শয্যা খালি আছে।

যেসব বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের চুক্তি হবে, সেসব প্রতিষ্ঠানেও বিনা মূল্যে চিকিৎসা অথবা চিকিৎসা ব্যয়ের আংশিক সরকারের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হবে। এ ছাড়া ইতিমধ্যে চিকিৎসার জন্য আহত ব্যক্তিরা যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন, যাচাই করে তা ফেরত দেওয়া হবে।

আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, সেগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

যাঁরা পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব বরণ করেছেন, তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমবেদনা এবং সহানুভূতি জানিয়ে অধ্যাপক সায়েদুর রহমান বলেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামর্থ্যের সঙ্গে মিলিয়ে প্রশিক্ষিত করে আহত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

এ ছাড়া যাঁরা পঙ্গু হয়ে গেছেন, তাঁদের প্রয়োজনীয় ফিজিওথেরাপি অথবা কোনো যন্ত্র লাগানোর প্রয়োজন হলে তা লাগানো হবে।

বিশেষ সহকারী সায়েদুর রহমান বলেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে কোনো গাফিলতি একেবারেই সহ্য করা হবে না।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন যা করছে

গত ১২ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন। শহীদ পরিবারকে পাঁচ লাখ ও আহতদের এক লাখ টাকা করে অনুদান দিচ্ছে এই ফাউন্ডেশন। এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক শহীদ পরিবার এবং পাঁচ শতাধিক আহত ব্যক্তিকে গড়ে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক এই সহায়তা কার্যক্রম শেষ বলে আশা করছেন ফাউন্ডেশনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন সারজিস আলম।

জরুরি আর্থিক সহায়তা শুরু করার জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর এই ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন তিনটি উইংয়ে কাজ করছে। একটি উইং 'শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ' শিরোনামে শহীদ পরিবারকে সহায়তার কাজ করছে, দ্বিতীয়টি কাজ করছে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে আর আরেকটি জরুরি বা কুইক রেসপন্স টিম।

ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কোলাবরেট করছি। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন একটা সেল খোলা হয়েছে। সেটার সঙ্গেও আমাদের একটা কোলাবরেশন আছে। সেলের পক্ষ থেকে আহত ও শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন, গুরুতর আহত ব্যক্তিদের বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।'

জনগণের প্রত্যাশা পূরণ বড় চ্যালেঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। অতীতে দাবি পূরণে সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এ কৌশল নিয়েছে।

বিএনপিকে ঠেকাতে পারে অন্তর্বর্তী সরকারের দুই প্রধান সমর্থক—শিক্ষার্থী ও সেনাবাহিনী। জুলাই-আগস্টের বিক্ষোভের পর বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের উত্থান হয়। আবার শেখ হাসিনা হাতে গোনা যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, তার একটি সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী গত ৪ আগস্ট হাসিনার দেওয়া কারফিউ কার্যকর না করার ফলে তাঁর পরিণতি ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যা-ই হোক না কেন, তিনি ড. ইউনূসের পাশে থাকবেন।

সরকারি একটি সূত্র বলেছে, সেনাপ্রধান অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর ক্ষমতা দেখান না, তবে কোনো না কোনোভাবে তিনিই এ সরকারকে টিকিয়ে রেখেছেন।

শেখ হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামপন্থীদের, বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামের প্রভাব বেড়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইসলামপন্থী পক্ষগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আন্দোলনে অংশ নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে ড. ইউনূসকে আপসও করতে দেখা গেছে।

হাসিনার ক্ষমতাকাল থেকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, দেশের রাজনৈতিক কাঠামো থেকে ইসলামপন্থী দলগুলোকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করাটা হিতে বিপরীত হতে পারে।

এক পর্যবেক্ষক বলেন, ইসলামপন্থী পক্ষগুলোকে মাঠের বাইরে ঠেলে দিয়ে তাদের আরও শক্তিশালী করে তোলার চেয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করাটা জরুরি।

এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারের এক সদস্যও একমত।

জনগণের প্রত্যাশা ধরে রাখা

জনসমর্থন ধরে রাখতে না পারলে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে হয়তো দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি উঠতে পারে। আর এটা হলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে বিএনপি। দলটি ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশ আবারও লেজুড়বৃত্তিক, পেশিশক্তিনির্ভর ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথেচ্ছ ব্যবহারের রাজনীতিতে ফিরে যেতে পারে। এতে ঝুঁকির মুখে পড়বে দেশটির ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা।

দীর্ঘ মেয়াদে সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে জনসমর্থন ধরে রাখতে হবে এ সরকারকে। এ জন্য ধীরগতিতে হলেও সরকার যে কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পেরেছে, তা দেখাতে হবে।

জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণই অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। সে ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। এর মধ্যে একটি হতে পারে, রাষ্ট্রীয় সেবাদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গেড়ে বসা দুর্নীতি মোকাবিলা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা, পুলিশকে ঢাকার সড়কে ফেরানো। বাসাবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। শেখ হাসিনার আমলে হওয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাগুলো প্রত্যাহার তা কেবল জনপ্রিয় হবে না, প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকদের জন্য সত্যিকারের দায়িত্ব পালনের পথ তৈরি হবে।

দৈনন্দিন কাজের গতি বাড়াতে অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত হবে উপদেষ্টার সংখ্যা আরও বাড়ানো। আরেকটি বিষয় হলো, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় ঘাটতি থাকা উপদেষ্টাদের সঙ্গে অভিজ্ঞ সহযোগী বা কর্মী যুক্ত করা, যা কাজে সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া সংস্কার কমিশনের সদস্যদের বিষয়টি পর্যালোচনা করা উচিত, যাতে সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।

অন্তর্বর্তী সরকার ও সংস্কার কমিশনগুলোর উচিত হবে, শিক্ষার্থী ও সেনাবাহিনীর মতো মিত্রপক্ষ ছাড়াও বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতো প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসা। সংবিধান ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে সব পক্ষের একমত হওয়াটা হয়তো সহজ হবে না। এ ক্ষেত্রে সব পক্ষকেই ছাড় দিতে হবে।

পাশাপাশি কবে নির্বাচনের আয়োজন করা হবে, দ্রুত এ-সংক্রান্ত একটি পথরেখা ঘোষণা করা উচিত অন্তর্বর্তী সরকারের। অনেকে দাবি করছেন, বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার যে রাজনৈতিক চাপের মুখে রয়েছে, তাতে দেড় বছরের সময়সীমা বেশি বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারকে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেটা সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময়ে হওয়া মামলা ও শেখ হাসিনার শাসনামলে পুরোনো মামলা—উভয় ক্ষেত্রে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষকে যুক্ত করা ভালো হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এসব মামলার বিচার করতে হলে ১৯৭৩ সালের যে আইনে এই ট্রাইব্যুনালের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, সেই আইনে সংস্কার আনতে হবে। এই ট্রাইব্যুনালে অন্তত একজন আন্তর্জাতিক বিচারক রাখতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে জাতিসংঘের সমর্থন অব্যাহত রাখা উচিত।

সরকারের উচিত হবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কথিত 'শুদ্ধি অভিযান' চলছে, তার লাগাম টেনে ধরা। শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অনেককে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে।

পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা সরকারকে সামাল দিতে হবে। দলটির নেতারা ও শেখ হাসিনা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিরা যে জঘন্য অপরাধে জড়িত ছিলেন, সেটা স্পষ্ট। তবু পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে থাকা দলটির নতুন নেতৃত্বের অধীন পুনর্গঠনের সুযোগ পাওয়া উচিত।

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

অবশেষে অন্তর্বর্তী সরকার একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা চালুর বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ড. ইউনূস নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন, সংস্কারের জন্য গঠিত ছয়টি কমিশনের মধ্যে পাঁচটিরই কাজ হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনবিষয়ক।

ভবিষ্যতে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে তার বিস্তৃত রাজনৈতিক সংস্কারের নীতি সফলভাবে এগিয়ে নিতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এমন একটি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে, যাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে। সেই সঙ্গে তাদের নির্দলীয় ব্যক্তি হতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ছেড়ে যাওয়া কমিশনাররা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার মতো কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। নির্বাচনী সংস্কার কমিশন সংস্থাটির ক্ষমতা ও দায়িত্বে পরিবর্তনের প্রস্তাব দিতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকার ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করবে বলেও জানিয়েছে।

একটি কথা উঠেছে, সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু করা গেলে আরও বেশি রাজনৈতিক দলের জন্য জায়গা তৈরি হবে। পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সময়মতো আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা কীভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

আন্তর্জাতিক সমর্থন সংহত করা

গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারকাজে অব্যাহত সমর্থন রাখার আশ্বাস দেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই রাজনৈতিক সমর্থন বেশ গুরুত্ববহ।

ড. ইউনূসের উচিত, সরকার ও এর সংস্কার পরিকল্পনায় আরও সমর্থন আদায়ে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি কাজে লাগানো। নতুন মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক চালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারকে যত্নশীল হতে হবে।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে ঢাকা। অন্তর্বর্তী সরকারকে দুর্বল করতে পারে, এমন পদক্ষেপ এড়াতে নয়াদিল্লির এখন সাবধানে পা বাড়ানো উচিত। বরং পানিবণ্টন চুক্তি, উন্নত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক চুক্তির পর্যালোচনার বিষয়ে নতুন আলোচনার প্রস্তাব দেওয়াসহ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধি অর্জনে সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ভারতের উচিত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা, যাদের সঙ্গে দেশটির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

এখন পর্যন্ত বিদেশি শক্তিগুলোর মৌখিক সমর্থন আশাব্যঞ্জক। যেমন কয়েক শ কোটি ডলার ঋণসহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা বাড়ানো উচিত। কারণ, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এ সরকারের জন্য বড় হুমকি। দাতারা প্রতিশ্রুত কয়েক শ কোটি ডলারের অতিরিক্ত সহায়তা দিলে তা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

শেখ হাসিনার আমলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এর কিছু সদস্যদেশ ব্যবসার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী ছিল বলে মনে করা হয়। এখন তাদের সেই ক্ষতি মেরামত করার সুযোগ এসেছে। ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেলে দেশটির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের উচিত অন্তর্বর্তী সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতাদের সঙ্গে কাজ করা।

বাংলাদেশ থেকে গত ১৫ বছরে সম্ভবত হাজার হাজার কোটি ডলার অবৈধভাবে সরানো হয়েছে। বেশির ভাগ সম্পদ গেছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যে। এসব দেশের বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থ জব্দে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কাজ করার দায় আছে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ যাতে এ সরকারের পেছনে দৃঢ়ভাবে থাকে, তা নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ফলাফল দৃশ্যমান করতে হবে। ভবিষ্যৎ সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য রাখার মতো সংস্কার ছাড়াই নির্বাচন হলে আরেকটি স্বৈরশাসনের উত্থান হতে পারে। আর সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করলে সেটা হতে পারে আরও বড় ধাক্কা। আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর উচিত, অন্তর্বর্তী সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যগুলোকে সমর্থন দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে নতুন যুগে নিয়ে যেতে সহায়তা করা।

“ চট্টগ্রাম নিয়ে ভারতীয় সাংবাদিকেরা মিথ্যাচার করছেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনবরত মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে।

লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা; গতকাল বরিশালে সংবাদ ব্রিফিংয়ে

সংক্ষেপে

জাবিতে নামানো হলো শেখ মুজিবের ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা ও সদস্যরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের বিভিন্ন কার্যালয় ঘুরে ঘুরে তাঁরা ছবি নামান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি অনুষদ ও আবাসিক হল থেকে দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামিয়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দেন নেতারা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্যতম সমন্বয়ক তৌহিদ সিয়াম *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘আমরা শুরু থেকে দাবি জানিয়ে আসছিলাম, বাংলাদেশে এই ফ্যাসিস্ট মুজিববাদের ঠিকানা হবে না। মুজিবের ওপর ভিত্তি করে যে ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল, তা ভেঙে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে মুজিববাদকে মুছে ফেলা হয়েছে। এ জন্য আমরা বলেছিলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও মুজিবের চিহ্ন রাখা যাবে না। তারই ভিত্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনকে মুজিববাদ ও ফ্যাসিবাদের চিহ্নমুক্ত করেছে।’

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

খড়

চলছে আমন ধান কাটার মৌসুম। ধানমাড়াই শেষে ট্রাক্টরে করে নেওয়া হচ্ছে খড়। গতকাল সিলেটের গোয়াইনঘাটের কমলাপুরে। ছবি : আনিস মাহমুদ

ডেঙ্গুতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসের ১৪ দিনে ডেঙ্গুতে ৮১ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ১০৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ডেঙ্গুতে বরিশাল বিভাগে দুজন, ঢাকা বিভাগে একজন, ময়মনসিংহ বিভাগে একজন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে সর্বোচ্চ ২৬৭ জন ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা বিভাগের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৪৩ জন।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ হাজার ১২৭ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে গত মাসেই ভর্তি হয়েছেন ৩০ হাজার ৮৭৯ জন। চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৫ হাজার ৩১০ জন।

নভেম্বরে সাধারণত এডিস মশাবাহিত এ রোগের প্রকোপ কমে আসে; কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম। চলতি মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার এই হার অব্যাহত থাকলে হাসপাতালে রোগী ভর্তি ও মৃত্যুর রেকর্ড হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ঢাকায় সাবেক দুই এমপি গ্রেপ্তার

হত্যা মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর হাজারীবাগ ও চকবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাবেক দুই সংসদ সদস্যকে (এমপি) গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাঁরা হলেন ঢাকা-৭ আসনের সোলাইমান সেলিম ও ভোলা-২ আসনের আলী আজম (মুকুল)।

গত বুধবার মধ্যরাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা দুজনই হত্যা মামলার আসামি। সোলাইমান আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে।

পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার জসিম উদ্দিন বলেন, চকবাজার এলাকা থেকে সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে চকবাজার থানায় হত্যা মামলা রয়েছে।

এদিকে র‍্যাব-২ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার রাতে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে আলী আজমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর মিরপুরে নাহিদুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় করা মামলার অন্যতম আসামি।

মাদকবিরোধী অভিযান

রাজধানীতে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় মাদকদ্রব্যসহ ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

‘যাত্রাটা সত্যিই দারুণ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠকদের জন্য আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার। এটি ছিল এবারের কুইজের দশম ও শেষ দিন। আগের দিনগুলোর মতো গতকাল সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজকেরা জানান, গত ১০ দিনের আয়োজনে প্রতিদিন ১৫ জন করে মোট বিজয়ী হয়েছেন ১৫০ জন। বিজয়ী প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে এই ১৫০ জনকে মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক দেওয়া হবে। বিজয়ীদের খুব শিগগির ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে তাঁদের গিফট চেক গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

দশম দিনের বিজয়ী ১৫ জন হলেন সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ; কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন ও এমদাদুল হক; ঢাকার মাসুদুর রহমান রনি, তানজিম আকরাম তানি, মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ ও মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন; চট্টগ্রামের মুহাম্মদ হাসনাত আলম হৃদয়, সোহরাব উদ্দীন সাগর, মো. মোর্শেদ ও রাশেদুল বারী; সিরাজগঞ্জের তানভীর রহমান; রংপুরের মো. শাহাদত হোসেন স্বপন; কক্সবাজারের এম এ হামিদ এবং ঝালকাঠির মারজান হোসেন অথৈ।

রাশেদুল বারী বলেন, ‘পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে। পাঠক থেকে প্রতিযোগী, অতঃপর বিজয়ী। যাত্রাটা সত্যিই দারুণ।’

শাহাদত হোসেন বলেন, ‘*প্রথম আলোর* পাঠক কুইজের মাধ্যমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে অনেক কিছুই বিস্তারিত জানতে পারছি।’

হাসনাত আলম হৃদয় বলেন, ‘প্রথম আলো কুইজে অংশগ্রহণ করে নতুনভাবে পত্রিকা পড়ার আগ্রহ খুঁজে পেয়েছি।’

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী এই কুইজ প্রতিযোগিতা ৫ নভেম্বর শুরু হয়েছিল। কুইজ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ, ফিচার থেকে। প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

পাঠক কুইজের শেষ দিন

শাহাদত হোসেন হাসনাত আলম রাশেদুল বারী

এক বিদ্যালয়েই পড়ে ১০ যমজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুকুল দাস ও শেলি রানী দম্পতির যমজ মেয়ে বর্ণা ও বৃষ্টি। আদর করে ডাকেন হাসি ও খুশি নামে।

শেলি রানী বলেন, তাঁর দুই মেয়ের চাহিদা ও পছন্দ একই রকম। দুজন একই রকম জামা পরে। দুজনেরই ডিম পছন্দ। অসুস্থ হলে দুজন একসঙ্গেই অসুস্থ হয়। ঝগড়া-অভিমান যে হয় না, তা নয়; তবে একে অন্যের জন্য খুব টান। কেউ কাউকে ছাড়া পড়তে বসে না, ঘুমাতেও যায় না।

প্রধান শিক্ষক ময়নুল ইসলাম শাহ বললেন, ‘একই লিঙ্গের যমজ শিশুরা দেখতে অভিন্ন হওয়ায় ক্লাসে শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যায়। তবে যমজ শিশুদের অন্য শিশুরা বেশ পছন্দ করে, ভালোবাসে। আমরা শিক্ষকেরাও তাদের প্রতি বাড়তি নজর রাখি।’

বিদ্যালয়ে কথা হয় যমজ শিশুর মা রাশিদা বেগমের সঙ্গে। তিনি বলেন, ২০০৭ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। ৯ বছরেও সন্তান না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসার পর ২০১৬ সালে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। পরের বছর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যমজ ছেলে ও মেয়ের জন্ম দেন তিনি। মেয়ের নাম রাখেন জারিন আইমান খান, ছেলের নাম জারিফ আহম্মেদ খান। তারা এখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে, বয়স সাত বছর।

যমজ সন্তান লালন-পালনের বিষয়ে রাশিদা বেগম বলেন, ‘যমজ সন্তান লালন-পালন করা কষ্টের। এদের জন্মের পর দুই বছর স্বামী-স্ত্রী রাতে ঘুমাতে পারিনি। খুব কান্নাকাটি করত। ছেলের চেয়ে মেয়েটা আমার বেশি মেধাবী। তাদের চাহিদা, রুচিবোধ আলাদা। যতই ঝগড়া করুক, একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে চায় না।’

যমজ শিশুদের সম্পর্কে নীলফামারীর সৈয়দপুর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের সিনিয়র শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ শাহ আলম আলবানী বলেন, একই লিঙ্গের যমজ শিশুর মধ্যে চেহারা, চাহিদা, রুচিবোধ ও চালচলনে সাধারণত মিল থাকে। মানুষের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে জিন থাকে। একটি বাবার, অন্যটি মায়ের। একই ভ্রূণ ভেঙে যমজ সন্তান হলে সবকিছুতে বৈশিষ্ট্য একই রকম হবে। আর দুটি শুক্রাণু ও দুটি ডিম্বাণু আলাদাভাবে মিলিত হয়ে যমজ সন্তান হলে তখন বৈশিষ্ট্য একই রকম হবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও ঘটে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এখানে বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ছে ৬০৭ শিশু। শিক্ষক আছেন ১৩ জন। রংপুর জেলায় ভালো ফলের জন্য সুনাম থাকায় অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের এখানে ভর্তি করানোর ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।

বাজারে সয়াবিন তেলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মূসক কমানোর সিদ্ধান্ত

এদিকে গতকাল বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন সচিবালয়ে ভোজ্যতেল পরিশোধনকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। বৈঠকে বাণিজ্যসচিব মোহা. সেলিম উদ্দিন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) চেয়ারম্যান মইনুল খান, এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল এবং সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ ও এস আলম গ্রুপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ভোজ্যতেলের সার্বিক দিক তুলে ধরে বিটিটিসি। ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা বলে দেশে মূল্যবৃদ্ধির দাবি জানান। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সয়াবিন ও পাম তেল আমদানিতে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর (মূসক) হার ১০ শতাংশের বদলে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও এক মাস আগেই (১৭ অক্টোবর) মূসক হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল। গতকাল মূসক কমানোর সিদ্ধান্তের পরে উৎপাদকেরা বোতলজাত তেলের সরবরাহ বাড়াতে রাজি হয়েছেন।

একটি কোম্পানির কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সয়াবিন তেলের দাম প্রায় ৩৪ শতাংশ বেড়েছে। ফলে সরকার মূসক পুরোপুরি প্রত্যাহার করলেও উৎপাদকেরা বাজার অনুসারে মূল্য সমন্বয় করতে পারছেন না।

বাড়তি পেঁয়াজ-আলুর দাম

বাজারে এখন বাড়তি রয়েছে পেঁয়াজ ও আলুর দাম। তিন দিন আগেই পণ্য দুটির দাম বেড়েছিল। গতকাল প্রতি কেজি আলু ৭০-৭৫ টাকা, দেশি পেঁয়াজ ১৪০-১৫০ টাকা ও আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজ ১২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। বাজারে স্বল্প পরিমাণে নতুন আলু আসতে শুরু করেছে। এ আলুর কেজি ১২০-১৪০ টাকা। বিক্রেতারা বলছেন, হিমাগারে আলু ও কৃষকের কাছে থাকা পেঁয়াজের সংগ্রহ শেষের দিকে। বাজারে নতুন আলু ও মুড়িকাটা পেঁয়াজ আসতে দেরি হচ্ছে। এ কারণে পণ্য দুটির দাম বাড়তি রয়েছে।

বাজারে শিম, ফুলকপি ও মুলার মতো শীতের কিছু সবজির সরবরাহ বেড়েছে। এতে পণ্যগুলোর দাম আরও কমেছে। যেমন দুই সপ্তাহের ব্যবধানে শিমের কেজি ২৩০-২৪০ টাকা থেকে কমে ১০০-১২০ টাকা হয়েছে। এভাবে ফুলকপি ও মুলার দাম কমে ৫০-৬০ টাকা হয়েছে। তবে সবজির মধ্যে পেঁপে কেজিতে ৫-১০ টাকার মতো বেড়েছে। গতকাল প্রতি কেজি পেঁপে ৪৫-৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

এ ছাড়া বাজারে অন্যান্য শাকসবজির দাম আগের মতোই স্থিতিশীল রয়েছে।

‘যা খুশি করার’ সুযোগ রেখে ট্রাম্পের মন্ত্রিসভা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যায়ভাবে ব্যবসায়িক সুবিধা জুগিয়েছেন, এমন অভিযোগে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মুখে পড়েন পরিবহনমন্ত্রী ইলেইন চাও।

নিজের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার জন্য ট্রাম্প এখন পর্যন্ত ডজনখানেক নাম প্রস্তাব করেছেন। সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের তিনি মনোনয়ন দিয়েছেন, এ কথা কেউ বলবে না। যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার বদলে তিনি জোর দিয়েছেন তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর। তাঁদের কেউ কেউ এতটা বিতর্কিত যে তাঁরা সিনেটের অনুমোদন না-ও পেতে পারেন। সে কারণে অনুমোদন এড়িয়ে সিনেটের বিরতির সময় তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিযুক্তি প্রদানের ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প।

এখন পর্যন্ত যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য ম্যাট গেটজ, যাঁকে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে যৌনাচার ও নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তিন বছর ধরে বাইডেন প্রশাসনের বিচার বিভাগ তদন্ত চালায়, কিন্তু কোনো অভিযোগপত্র দাখিল করেনি। অনৈতিক আচরণের জন্য রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসও তাঁর ব্যাপারে তদন্ত চালিয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করার পরপরই গেটজ নিজ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন, ফলে কংগ্রেসের সে তদন্তেরও ইতি পড়ে। কংগ্রেসে ট্রাম্পের সবচেয়ে অনুগত একজন সদস্য হিসেবে পরিচিত গেটজ সাবেক রিপাবলিকান স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থিকে বহিষ্কারে নেতৃত্ব দেন, সে জন্য দলের ভেতরে তিনি প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন।

রিপাবলিকান দলেরই একাধিক সদস্য গেটজের এই মনোনয়নে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন সিনেটের সুসান কলিন্স। তাঁর বিরুদ্ধে এত অভিযোগ রয়েছে যে সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে গেটজ সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হবেন কি না, সে ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। আরেক রিপাবলিকান সিনেটর লিসা মুরকাউস্কি এই মনোনয়নে নাখোশ হয়েছেন।

একই রকম বিস্ময় ও বিরক্তির কারণ হয়েছে জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের পরিচালক হিসেবে সাবেক কংগ্রেস সদস্য তুলসি গ্যাবার্ডের মনোনয়ন। ডেমোক্র্যাট হিসেবে নির্বাচিত এই কংগ্রেস সদস্য পরে রিপাবলিকান দলের সঙ্গে যুক্ত হন ও ট্রাম্পের মস্ত সমর্থক বনে যান। বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সব সামরিক অভিযানের বিরোধী গ্যাবার্ড ইতিপূর্বে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পক্ষে ওকালতির জন্য পরিচিত। কংগ্রেস সদস্য ড্যান কিল্ডি বলেছেন, ‘ওর নাম দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি।’

পরবর্তী সেক্রেটারি অব স্টেট বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ট্রাম্প মনোনীত করেছেন ফ্লোরিডার অতি রক্ষণশীল সিনেটর মার্কো রুবিওকে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বাছাইপর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সে সময় তিনি ট্রাম্পের বিচারবুদ্ধিসহ নানা বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। রুবিওর কথায় ট্রাম্প একজন প্রতারক। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় অবশ্য রুবিও ট্রাম্পের একজন অনুগত সমর্থক বনে গেছেন। সিনেটে রুবিও তাঁর চীনবিরোধিতার জন্য পরিচিত। তিনি তাইওয়ানে অস্ত্র পাঠানোর প্রস্তাব করে চীনের বিরাগভাজন হয়েছেন। বেইজিং রুবিওর ওপর এতটাই ক্ষিপ্ত যে চীনে তাঁর সফরের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন ফক্স নিউজের সুপরিচিত হোস্ট পিট হেগসেথকে। তিনি সাবেক সেনাসদস্য, আফগানিস্তান ও ইরাকে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দপ্তর পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই। একজন সাবেক জেনারেল হেগসেথের মনোনয়নের ব্যাপারে বলেছেন, পুরো ব্যাপারটাই একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো। তবে কেউ কেউ বলছেন, লোকটি সুদর্শন, ট্রাম্পের কাছে সেটাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

আরও একটি বিতর্কিত মনোনয়ন হলেন আরকানসর সাবেক গভর্নর মাইক হাকাবি। তাঁকে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন ট্রাম্প। ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসনের কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত হাকাবি পুরো ফিলিস্তিনের ওপর ইসরায়েলের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের সমর্থক। ইতিপূর্বে তিনি জানিয়েছেন, ‘ফিলিস্তিনি’ বলে কিছু আছে বলে মনে করেন না। তাঁর কথায়, পুরো ফিলিস্তিন প্রশ্নটি আসলে একটা ষড়যন্ত্র, যার একমাত্র লক্ষ্য ইসরায়েলের ন্যায্য ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া।

হাকাবির মনোনয়নে ব্যাপক ক্ষিপ্ত হয়েছেন ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত লুইস মরেনো। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালে হাকাবির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। মরেনো বলেন, ‘এই লোকটা ইসরায়েলের ব্যাপারে শুধু ফ্যানাটিক বা ধর্মান্ধ নয়, ও আস্ত পাগল।’

শুধু মাইক হাকাবি নন, ট্রাম্প এ পর্যন্ত যাঁদের নাম প্রস্তাব করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই ‘কট্টর ইসরায়েল সমর্থক’ হিসেবে পরিচিত। এ কথা জানিয়েছে ইহুদি পত্রিকা ফরওয়ার্ড। তারা বলছে, রুবিও, হাকাবি, সিআইএপ্রধান জন র‍্যাটক্লিফ অথবা সহকারী চিফ অব স্টাফ হিসেবে প্রস্তাবিত স্টিফেন মিলার—তাঁদের প্রত্যেকের পরিচয়, তাঁরা একদিকে ইসরায়েলের সমর্থক, অন্যদিকে ফিলিস্তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরোধী। তাঁরা সবাই কট্টর ইরানবিরোধী হিসেবেও পরিচিত।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, নিজের ক্যাবিনেট সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে ট্রাম্প নির্ভর করছেন দুজন মিত্রের ওপর। তাঁদের একজন সুজি ওয়াইলস, যাঁকে ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়জন বিশ্বের এক নম্বর ধনী ইলন মাস্ক, যাঁকে অপচয় রোধ ও প্রশাসন সংস্কারের লক্ষ্যে একটি নতুন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাঁরা অনেকেই একসময় ট্রাম্পের তীব্র সমালোচক ছিলেন। কিন্তু গত চার বছরে তাঁরা সবাই মার-এ-লাগোতে এসে ট্রাম্পের হস্ত চুম্বন করে তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছেন। ট্রাম্পের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এই ক্যাবিনেটে কেবল তাঁরাই অন্তর্ভুক্ত হবেন, যাঁরা ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির সমর্থক।

ট্রাম্প তাঁর প্রথম প্রশাসনে এমন অনেক ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁরা নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। তিনি যে ‘যা খুশি করার সুযোগ পাননি’, তার প্রধান কারণ এই লোকগুলো তাঁর খামখেয়ালিপনায় রাশ টেনে ধরেছিলেন। তাঁর চিফ অব স্টাফ জেনারেল জন কেলি বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল জন ম্যাটিস সেই রকম মানুষ ছিলেন, যাঁদের বলা হয় ‘অ্যাডাল্ট ইন দ্য রুম’। তবে মতান্তরের কারণে তাঁদের প্রায় সবাই অল্প সময় পরেই তাঁর প্রশাসন ছেড়ে চলে যান। এবারের ক্যাবিনেট মনোনয়ন থেকে স্পষ্ট, ট্রাম্প তাঁর আশপাশে কোনো ‘প্রাপ্তবয়স্ক’কে চান না। ফলে ‘যা খুশি করায়’ তাঁকে আটকানোর আর কেউ থাকবে না।

আবদুল্লাহর মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে পুরান ঢাকার বংশাল থানার সামনে আবদুল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর কপালে গুলি লাগে। তিনি দুই থেকে তিন ঘণ্টা রাস্তায় পড়ে ছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মিটফোর্ড হাসপাতাল নেওয়া হয়। পরে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। পরে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে তিনি বাড়িতে চলে যান। তবে বাড়ি যশোর যাওয়ার পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলে তাঁকে আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁর মাথার ভেতরে সংক্রমণ শনাক্ত করেন। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ২২ আগস্ট তাঁকে ঢাকার সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়।

আবদুল্লাহর বাড়ি যশোরের বেনাপোল।

পল্লী বিদ্যুতের দ্বৈতব্যবস্থার সংকট নিরসন কেন প্রয়োজন

বিদ্যুৎ খাত

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) আর পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) মধ্যকার বিদ্যমান দ্বৈত ব্যবস্থাপনার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই কিছু সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়েছে। গ্রাহকসেবা উন্নত করতে হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যা ও সংকট দূর করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে তা নিয়ে লিখেছেন মোশাহিদা সুলতানা

২০০৬ সালের ১২ এপ্রিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাটে বিদ্যুৎ-সংকট, উচ্চমূল্য ও অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর গুলি চালায় পুলিশ। এ ঘটনায় ১৪ বছর বয়সী বাবু, ১১ বছর বয়সী আনোয়ারসহ মোট ১৩ জন নিহত এবং বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছিলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষকেরা সে সময় দিনে মাত্র তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ পেতেন। এ কারণে সেচের অভাবে ধান শুকিয়ে যেত। ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহকদেরই খরচ বহন করতে হতো এবং বিদ্যুৎ না থাকলেও সংযোগ চার্জ ও মিটার ভাড়া দিতে হতো। এই অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বোর্ড বারবার আরইবিতে বোর্ড প্রস্তাব প্রেরণ করলে আরইবি তা নাকচ করে দেয়। ফলে সমাধান না পেয়ে কৃষকেরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন এবং পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। অবশেষে আন্দোলনের চাপে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড চাঁপাইনবাবগঞ্জে মিটার ভাড়া বাতিল এবং ট্রান্সফরমারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সারা দেশের অন্য এলাকায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মিটার ভাড়া বাধ্যতামূলক থেকে যায়।

কানসাটের সেই ঘটনার ১৪ বছর পর ২০২০ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) আওতাধীন ৪৬২টি উপজেলার গ্রিডভুক্ত এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্নের ঘোষণা আসে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ জনপদগুলোয় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়নি। ঘন ঘন লোডশেডিং এবং সঞ্চালন লাইনে ত্রুটির কারণে ভোগান্তি পোহাতে হয় গ্রামের মানুষদের। সেই সময় প্রশ্ন ওঠে, শতভাগ বিদ্যুতায়নের পরও গ্রামের মানুষ কেন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাচ্ছেন না। কেন ট্রান্সফরমার বারবার পুড়ে যায়? ঝড়-বৃষ্টি হলে কেন ঘন ঘন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়?

লক্ষণীয় হলো, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাওয়ার বিষয়টি গ্রামের মানুষের জন্য স্বপ্নই রয়ে যায়। আগে বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা কম—এই কারণ দেখিয়ে গ্রামীণ গ্রাহকদের প্রবোধ দিতে পারলেও শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা ও অলস পড়ে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ক্যাপাসিটি চার্জের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকদের আর প্রবোধ দিয়ে রাখা যায়নি। গ্রামে গ্রামে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আগেও চাপের মধ্যে ছিল, কিন্তু এরপর তাদের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

এ রকম অবস্থায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) আর পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বৈত ব্যবস্থাপনার সংকট আরও ঘনীভূত হতে থাকে। বাংলাদেশে আরইবি এবং পিবিএস একটি বিকেন্দ্রীভূত কাঠামোর অধীন পরিচালিত হয়, যা ১৯৭৮ সালে আমেরিকান রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন মডেল অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত। আরইবি গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম সরবরাহ ও বিতরণের তদারক করে, রেগুলেটরের (নিয়ন্ত্রক) ভূমিকা পালন করে এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে বিদ্যুৎ কিনে পিবিএসের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়।

অন্যদিকে পিবিএসের কাজগুলোর মধ্যে নতুন সংযোগ প্রদান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিল সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। তবে মিটার ভাড়া, লোডশেডিং, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গ্রাহকদের ক্ষোভ সাধারণত পিবিএসকর্মীদের ওপর পড়ে। সমিতি বোর্ড স্থানীয় গ্রাহকদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত এবং তাদের কাজ হলো নীতি প্রণয়ন, তদারকি ও সুপারিশ করা। পিবিএসের যদিও স্বাধীনভাবে কাজ করার কথা, বাস্তবে আরইবি তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বৈতব্যবস্থাপনার এ সমস্যার সমাধান না করে ২০২০ সালের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় দেশের শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে আরইবি আইন পাস করানো হয়। এর ফলে আরইবি আরও শক্তিশালী হয়। নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানটিকে মাথাভারী করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে পিবিএসে জনবলের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা থেকে যায় পূর্বের অবস্থায়।

পিবিএসগুলো শক্তিশালী করা তো দূরের কথা, মনগড়া নীতিমালা তৈরি করে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। আরইবির তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ বছরে পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ থেকে ৫ গুণ বেড়ে ৩ কোটি ৬০ লাখ হয়েছে ও বিতরণ লাইন প্রায় সোয়া ২ লাখ কিলোমিটার থেকে প্রায় ৩ গুণ বেড়ে ৬ কিলোমিটার হয়েছে। এই সময়ে আরইবির কাঠামোগত পরিবর্তন ও জনবল বৃদ্ধি পেলেও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে গ্রাহক ও লাইন অনুপাতে জনবল যথেষ্ট বাড়ানো হয়নি।

সমিতিগুলোতে আরইবির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাব প্রতিষ্ঠার কারণে পিবিএসের মধ্যে যেসব অসন্তোষ দিন দিন তৈরি হয়েছিল, সেগুলো প্রকাশ করা কিংবা সমাধানের মতো কোনো পরিবেশ ছিল না। যেমন বারবার ট্রান্সফরমার কেন পুড়ে যায়, বিনা কারণে ইনস্যুলেটর কেন ক্র্যাক করে এবং কেন এলাকাভেদে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া ভিন্ন হতে হবে—এগুলো নিয়ে যাঁরা মাঠপর্যায়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথাগুলো উচ্চপর্যায়ে পৌঁছানোর সুযোগ পাননি।

- সমিতিগুলোতে আরইবির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বপরায়ণ মনোভাবের কারণে পিবিএসের মধ্যে যেসব অসন্তোষ দিন দিন তৈরি হয়েছিল, সেগুলো প্রকাশ করা কিংবা সমাধানের মতো কোনো পরিবেশ ছিল না।
- স্বৈরাচারের আমলে যে ব্যক্তিদের 'উন্নয়নবিরোধী' আখ্যা দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই একই ব্যক্তিদের আবার 'আওয়ামী লীগের দোসর' আখ্যা দিয়ে কেন গ্রেপ্তার করা হলো?
- সংস্কার বিষয়ে সমিতির দাবির যৌক্তিকতা আরইবির চোখে দেখলে হবে না; যাঁরা মাঠপর্যায়ে দিন-রাত কাজ করে গ্রাহকসেবা দেন, তাঁদের বক্তব্য শুনতে হবে।

ক্রয় বিভাগের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব আরইবি নির্ধারিত একজন ইনভেস্টিগেটরের একদিনের পর্যবেক্ষণে পরিষ্কার হয় না। তাই দিনের পর দিন প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহের সমন্বয়হীনতার অভাবে সমস্যা সমাধান না হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পেশাগত দ্বন্দ্ব দিন দিন বাড়তে থাকে। আরইবি কর্তৃক সমিতির কর্মীদের জন্য অদৃশ্য এক ভীতির বলয় সৃষ্টি করা হয়, যে কারণে তাঁদের অভিযোগ, সমস্যা দিনের পর দিন আরও জটিল হতে থাকে।

সম্প্রতি ইউএসএইডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'দ্বৈত ব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিযোগিতা ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান করতে পারেন না ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে।' অর্থাৎ আমেরিকান মডেলে পল্লী বিদ্যুৎ পরিচালিত হয় বলা হলেও কার্যত সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ রাখা হয়নি।

পিবিএসের কর্মীরা প্রায় একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলেও তাঁদের একত্র হওয়ার বা একে অপরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা সমৃদ্ধ করার সুযোগ নেই। আবার ট্রেড ইউনিয়ন নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যোগাযোগহীনতা এক ধরনের শূন্যতা তৈরি করেছে। এ কারণে দিন দিন কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সরাসরি গ্রাহকসেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও কোনো ধরনের নীতি প্রণয়নের সুযোগ না থাকা, বোর্ড কর্তৃক সমিতির জন্য মনগড়া চাকরিবিধি প্রণয়ন, উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে অনীহা, সুযোগ-সুবিধা প্রদানে স্বেচ্ছাচারিতা এবং সর্বোপরি বোর্ডের দমন-পীড়নের কারণে স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে পদপদবির সমতা এবং অন্যান্য বৈষম্য নিরসনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন। সে সময় ভোলা পিবিএসের দুজন এজিএমকে (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তী সময় গ্রাহকসেবা চালু রেখে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্মবিরতি পালন করলে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে সমঝোতা এবং সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

এরপর প্রায় ৪০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি বোর্ড এবং বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রতিবার অধিকার আদায়ের আন্দোলন করা থেকে দূরে এসে পিবিএস মে মাসে দ্বৈতব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তন করে একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে ও একীভূতকরণের দাবি তুলে স্মারকলিপি প্রদান করে।

দীর্ঘ দুই মাস অতিবাহিত হলেও সমাধানের অগ্রগতি না হওয়ায় ১ জুলাই থেকে আবারও গ্রাহকসেবা চালু রেখে ১০ দিন কর্মবিরতি পালন করে পিবিএস। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগ ৯ সদস্যের একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির প্রথম সভায় আরইবি উপস্থিত না থাকায় ২৪ আগস্ট ৭২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে গণছুটির কর্মসূচি দেয় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। তবে ২৭ আগস্ট সরকারের আহ্বানে তা প্রত্যাহার করা হয়।

পরবর্তী সময় ওই কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হলেও বাস্তবে নিরপেক্ষ এবং দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি হয়নি। চলমান পরিস্থিতিতে সংকট নিরসনের ব্যবস্থা না করেই গত ১৭ অক্টোবর আকস্মিক সমিতির একজনকে গ্রেপ্তার এবং ২৪ জন কর্মকর্তাকে কোনোরূপ পূর্ব নোটিশ ছাড়াই চাকরিচ্যুত করা হয়। এ ছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

এসবের প্রতিবাদে বিভিন্ন সমিতিতে শাটডাউনের ঘটনা ঘটে। এই শাটডাউনের পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে রাজনৈতিক দল-মতের ঊর্ধ্বে গিয়ে। আরইবি কর্তৃক নির্বিচারে সমিতির ১৭১ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নামে মামলা, সাময়িক বরখাস্ত, স্ট্যান্ড রিলিজসহ সংযুক্তির মাধ্যমে ৬৩ জনকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া দূরবর্তী অঞ্চলে বদলির জন্যও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বর্তমানে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যাঁদের গ্রেপ্তার, চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, স্ট্যান্ড রিলিজ দেওয়া হয়েছে, মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি করার মাধ্যমে যে আতঙ্ক বিরাজ করছে, তা যথাযথ বিদ্যুৎসেবা প্রদানে বাধা তৈরি করছে। এখনই সংকটের টেকসই সমাধান না করলে সামনের দিনে এই বিশাল অভিজ্ঞ জনবলের কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা কমে যাবে এবং তার নেতিবাচক প্রভাব পুরো ব্যবস্থার ওপর পড়বে।

পিবিএসের দাবি অনুযায়ী, পিবিএস ও আরইবি একীভূত হলে ক্রয় বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ ও মাঠপর্যায়ে প্রকৌশলীরা যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রাহক সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবে। তখন এককভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে অন্যায্যভাবে দায়বদ্ধ থাকবে না।

আরইবির কেনা সামগ্রীর জন্য পিবিএসের যে দায় নিতে হয়, তা নিতে হবে না; বরং ক্রয় বিভাগ ও পিবিএস উভয়ই জবাবদিহির আওতায় থাকবে। অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারসাম্য সৃষ্টি হলে লোকসানও হ্রাস পাবে। এখন যেভাবে পিবিএস তার প্রয়োজনীয় লোকসান পূরণের বরাদ্দ চাইলে আরইবি ইচ্ছামাফিক বরাদ্দ দেয়, ঋণের অর্থ কেটে রাখে, অনুদান নিয়ে অস্বচ্ছ আদান-প্রদান করে, তা করতে পারবে না।

এতে পিবিএসের তারল্য-সংকট কমে যাবে, দিনের পর দিন লোকসান দেখিয়ে সমস্যা সমাধানে সময়ক্ষেপণ হবে না। গ্রাহক যেমন দ্রুত সেবা পাবেন, তেমনই কর্মচারীরাও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ পাবে। মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি রোধের একটা মেকানিজম তৈরি হবে এবং জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা থাকবে। মাঠপর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা নীতিনির্ধারণে কাজে লাগবে। সর্বোপরি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মান বাড়লে, বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের পরিমাণ কমবে ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটবে। এ ধরনের সমন্বয় গ্রাহকদের সেবাকেই নিশ্চিত করবে।

বর্তমানে আরইবি ও পিবিএসের সমস্যা যে মাত্রায় এসেছে, তা থেকে দ্রুত উত্তরণ প্রয়োজন। কানসাটের আন্দোলন দেখিয়ে দিয়ে গেছে, এ দেশে গ্রাহকেরা দিনের পর দিন শোষণ সহ্য করবেন না। অসন্তোষ কোনো না কোনোভাবে বের হয়ে আসবে। এর সমাধানে আলোচনা প্রয়োজন।

পল্লী বিদ্যুতের কাঠামো পুনর্মূল্যায়নে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, স্বৈরাচারের আমলে যে ব্যক্তিদের 'উন্নয়নবিরোধী' আখ্যা দিয়ে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই একই ব্যক্তিদের আবার 'আওয়ামী লীগের দোসর' আখ্যা দিয়ে কেন গ্রেপ্তার করা হলো?

সংস্কার বিষয়ে সমিতির দাবির যৌক্তিকতা আরইবির চোখে দেখলে হবে না; যাঁরা মাঠপর্যায়ে দিন-রাত কাজ করে গ্রাহকসেবা দেন, তাঁদের বক্তব্য শুনতে হবে। আগের মতো শুধু কমিটি গঠন করলেই হবে না, কমিটি যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পল্লী বিদ্যুতের সংস্কার ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হলে ভয় বা শঙ্কা সৃষ্টি করে নয়, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কর্মোপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

● **মোশাহিদা সুলতানা** সহযোগী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডায়াবেটিস থেকে সুরক্ষার মূলমন্ত্র

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. মো. আবদুল মান্নান, *বিভাগীয় প্রধান, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল*

দেশে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং এ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। আগামী চার বছরে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ কেন গুরুত্বপূর্ণ

ডায়াবেটিস যেন মহামারি আকার ধারণ করছে। এর জটিলতায় হার্টের রক্তনালি আক্রান্ত হয়। কিডনি বিকল হতে পারে। ডায়াবেটিসের কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি ছয় গুণ বাড়ে। এ ছাড়া হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে তিন গুণ, অন্ধত্বের ঝুঁকি ২৫ গুণ, কিডনি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি পাঁচ গুণ ও পা কেটে ফেলে দেওয়ার ঝুঁকি বাড়ে ২০ গুণ।

- এটা সারা জীবনের রোগ।
- এ রোগের জটিলতা পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেকোনো স্থানকে আক্রান্ত করতে পারে।
- বেশির ভাগ রোগী অর্থাৎ প্রায় ৬১ শতাংশের বেশি থাকেন উপসর্গ ছাড়াই।
- এ রোগ নীরব ঘাতক। নিয়ন্ত্রণে না রাখলে হার্ট, কিডনি, স্নায়ু, চোখ—সবকিছুর ক্ষতি হতে থাকে।
- ডায়াবেটিস এখন শিশু ও তরুণদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।
- প্রসূতির ডায়াবেটিস হলে বাচ্চা ও মায়ের নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়।
- দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে এটি একটি ক্রমবর্ধমান রোগে রূপ নিচ্ছে।

কীভাবে সুরক্ষা

শুরু থেকেই ডায়াবেটিস শনাক্ত করে সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখলে রোগী স্বাভাবিক মানুষের মতোই চলাফেরা ও জীবনযাপন করতে পারেন। ডায়াবেটিস রোগীর সুগার নিয়ন্ত্রণ খুব কঠিন কিছু নয়। শুধু চাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। ডায়াবেটিস ও এর জটিলতা থেকে সুরক্ষার মূলমন্ত্র :

- ডায়াবেটিস রোগীর জন্য সুশৃঙ্খল জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্যের ভূমিকা অনেক। সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মমাফিক খাওয়া জরুরি।
- যদি শৃঙ্খলা, খাবার, ব্যায়াম এবং ওজন কমানোর পরও যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না আসে, তবে রোগীর ওষুধের প্রয়োজন হয়। কার জন্য কোন ওষুধ প্রযোজ্য, তা চিকিৎসকের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।
- উপযুক্ত শিক্ষা পেলে দ্রুত ডায়াবেটিস শনাক্ত ও সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব।
- রোগীকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, এটি সারা জীবনের রোগ, কখনো একবারে নির্মূল হওয়ার নয়। তাই এর নিয়ন্ত্রণও সারা জীবন ধরে করে যেতে হবে। সারা জীবন ফলোআপে থাকতে হবে।
- শুধু চিকিৎসকের পরামর্শে প্রেসক্রিপশনের ওষুধ খেলে চলবে না। সঙ্গে মনিটরিং অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে।
- ব্যায়াম ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম চাবিকাঠি। কারণ, ব্যায়াম করলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে।

» আগামীকাল পড়ুন : ডেঙ্গু হলে খাবার ব্যবস্থাপনা

প্রতীকী ছবি। রয়টার্স

জাপানে 'কফিন ক্যাফে'

বিচিত্র

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

জন্ম নিলে মরতে হবে, এটাই চরম সত্য। মৃত্যু কেমন, এরপরই বা কী হয়—সে অভিজ্ঞতা আগে থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে জাপানে খোলা হয়েছে 'কফিন ক্যাফে' নামের একটি সেবা। সেখানে অর্থ খরচ করলেই কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে কফিনের মধ্যে। কফিনে শুয়ে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনা ঝালিয়ে নিতে পারবেন জীবিত ব্যক্তিরা।

কফিন ক্যাফে সেবাটি খোলা হয়েছে জাপানের চিবা অঞ্চলের ফুৎসু শহরে। কফিন ক্যাফের মালিক প্রতিষ্ঠান ১৯০২ সাল থেকে জাপানে শেষকৃত্য-সংক্রান্ত সেবা দিয়ে আসছে। এরই মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানটির এক কর্তার মাথায় কফিন ক্যাফে চালু করার বুদ্ধি আসে। তাঁদের যে ভবনে শেষকৃত্য-সংক্রান্ত সেবা দেওয়া হয়, সেটিরই দ্বিতীয় তলায় গেলে পাওয়া যাবে এই ক্যাফে।

কফিনে শুয়ে থাকার অভিজ্ঞতা পেতে খরচ করতে হবে ১৪ মার্কিন ডলার। সোনালি, সবুজ ও হলুদ—মোট তিন ধরনের কফিন সেখানে পাওয়া যাবে। প্রতিটি কফিনই সাজানো ফুলসহ বিভিন্ন নকশায়। সেগুলো আরামদায়কও বটে। এরই মধ্যে অনেকেরই নজর কেড়েছে এই কফিন ক্যাফে। এমনকি অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাকেও কফিনে শুয়ে সেলফি নিতে দেখা গেছে।

কফিন ক্যাফের পরিকল্পনা এসেছে ৪৮ বছর বয়সী কিয়োতাকা হিরানোর মাথা থেকে। তিনি বলেন, বেশির ভাগ তরুণ-তরুণী বিয়ে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন। সামান্য কয়েকজনকে মৃত্যু সম্পর্কে ভাবতে দেখা যায়। কফিন থেকে বের হওয়ার পর পুনর্জন্মের মতো অনুভূতি পেতে পারেন তাঁরা। এ থেকে নতুন করে জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যেতে পারে।

কফিন ক্যাফে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে জাপানের সংবাদপত্র *দ্য নিক্কেই*। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে এই সেবা। যেমন এ নিয়ে একজন মন্তব্য করেছেন, এটি খুবই ভালো হয়েছে। একেবারে জাপানি ধারায় তৈরি।' আরেকজন মজা করে বলেছেন, কফিনে শুয়ে থাকার সময় কি কফি পানের সুযোগ থাকবে?

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৮

কেমন আছেন? আমি বাসার। ইন্টারভিউয়ের জন্য ফোন করেছিলাম সকালে।
আচ্ছা আচ্ছা। চলেন, শুরু করি।
বসুন।
না না, ঠিক আছে। আমি দাঁড়িয়েই কমফোর্টেবল।
একটু পর
কী অদ্ভুত! আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউ দিল! ব্যাপার কী?
স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতা তো, এ জন্যই বোধ হয়...!
চলবে

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কোন কোন কারণে ড্রাই আই হয়?

বৃষ্টিতে ভিজলে কি সমাধান মিলবে?

যাঁরা বেশি সময় কম্পিউটারে কাজ করেন বা টিভি দেখেন, ভিডিও গেম খেলেন, তাঁদের অনেকেরই ড্রাই আইয়ের সমস্যা হয়। এসি বা ফ্যানের সরাসরি বাতাস, ঘরে আর্দ্রতা কম থাকা, শুষ্ক জলবায়ু ও বায়ুদূষণের কারণেও ড্রাই আই হতে পারে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১			২	৩		৪	
		৫					
৬	৭					৮	
	৯				১০		
১১				১২			১৩
১৪			১৫			১৬	
		১৭			১৮		
১৯					২০		

বাঁ থেকে ডানে : ১. কার্পাস, শিমুল প্রভৃতি ফুলের আঁশ। ২. তিন্দুক। ৪. আধা। ৫. অভিশাপ। ৬. ৯ সংখ্যার পূরক। ৮. পদাঘাত। ৯. দল, পাল। ১০. কিনারা। ১২. নিঃশেষ। ১৪. উপায়। ১৫. গলদেশ। ১৬. কম্পিত হওয়া। ১৭. ভয়ংকর। ১৯. স্বপক্ষীয় লোকজন। ২০. রুচিসম্মত।

ওপর থেকে নিচে : ১. প্রবল ঝড়। ২. গাই। ৩. শীতের পরবর্তী ঋতু। ৪. গভীর। ৫. ক্ষতি। ৭. খারাপ। ১০. পাওয়া গেছে এমন। ১১. বদনাম। ১২. বলপূর্বক অপহরণ। ১৩. উপস্থিত সময়। ১৫. শস্যাদি ওজনকারী। ১৭. ইহলোক। ১৮. কমে যাওয়া।

গত সমস্যার সমাধান

ক	ব	ন্ধ		শ	ং	স	ন
প	ল		বা	ণ		ভা	র
চা	ক	চি	ক্য		খ	ত	ম
নো		র	বি	ম	গু	ল	
	হি		শা		ন		সু
স	ং	স্কা	র	ক		ব	ক
	সু		দ	র	দ	স্তু	র
বি	ক	ল		বী		ত	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

কথা অমৃত

প্রকৃতিকে ভালোবাসতে চাইলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষকে ভালো না বাসলে প্রকৃতিকে ভালোবাসা যায় না।

দ্বিজেন শর্মা
বাংলাদেশি নিসর্গী ও লেখক (১৯২৯-২০১৭)

সুডোকু

	7					2		
		9		1	8	3		
					6		9	7
	1	2	3	4				
		3				6		
				6	2	5	3	
3	8		2					
		6	8	5		1		
		4					7	

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

8	1	7	2	4	3	6	5	9
9	5	2	6	7	8	3	4	1
4	3	6	5	9	1	2	8	7
7	9	3	8	1	4	5	2	6
5	4	8	9	6	2	1	7	3
6	2	1	7	3	5	4	9	8
1	7	4	3	5	9	8	6	2
2	6	5	1	8	7	9	3	4
3	8	9	4	2	6	7	1	5

চুটকি

বন্ধুর বিয়েতে একপাশে সরে গিয়ে দুই প্রোগ্রামার আড্ডা দিচ্ছিল। প্রথম প্রোগ্রামার বলল, 'আমরা সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ে কথা বলি! যেন আলাপ করার মতো আর কোনো বিষয় নেই।' দ্বিতীয়জন বলল, 'ঠিক! চল, আমরা অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি।' প্রথমজন বলল, 'আরে জানিস, গতকাল চুল কাটাতে গেলাম নতুন এক সেলুনে। একেবারে সুপার মডার্ন সেলুন! লাইটিং দারুণ, ডিসপ্লে বোর্ডে সব তথ্য, হালকা গান বাজছে, ওয়েট করার সময় কম্পিউটারে গেম খেলার সুবিধাও রেখেছে...!' দ্বিতীয়জন বলল, 'কোন অপারেটিং সিস্টেম?'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

চার্লি ব্রাউন, আমাদের লাগাতার পরাজয়ের কারণটা বোধ হয় ধরতে পেরেছি!

১০ হাজার টাকা জরিমানা | নারায়ণগঞ্জে পাঁচ সংস্থা যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ২৪২ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আংশিক কমিটি ঘোষণার সাড়ে আট মাস পর কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের এবারের কমিটি ছাত্রদলের সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে তারুণ্যনির্ভর কমিটি। আগের চেয়ে কম বয়সীরা এ কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন এ কমিটি অনুমোদন করেন। এর আগে গত ১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাত সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করেছিল বিএনপি। কমিটিতে গণেশ চন্দ্র রায়কে সভাপতি ও নাহিদুজ্জামান শিপনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি

আসিফ নজরুলের সঙ্গে অশোভন আচরণের নিন্দা

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ৭ নভেম্বর একদল ব্যক্তির অশোভন ও আক্রমণাত্মক আচরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছে তারা। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সমিতির ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কম্বল শীত আসতে শুরু করেছে। জমে উঠছে শীতবস্ত্রের বাজার। মান ভেদে এসব কম্বল বিক্রি হচ্ছে ২৫০ থেকে ৭ হাজার টাকায়। গতকাল রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মসজিদ এলাকায়। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

অক্সিজেনের প্রয়োজন এখন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মতো

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্মেলনে তৃতীয় দিনের মূল প্ল্যানারি অধিবেশনে এভাবেই অক্সিজেনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

শিশির মোড়ল, *বালি, ইন্দোনেশিয়া থেকে*

অক্সিজেনের প্রয়োজন এখন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের মতো। বহু মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। সচেতনতা ও বিনিয়োগ অক্সিজেনের ঘাটতি কমিয়ে বহু মৃত্যু ঠেকাতে পারে।

যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গতকাল বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনের মূল প্ল্যানারি অধিবেশনে এভাবেই অক্সিজেনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে পাঁচ দিনের এই সম্মেলন গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

অক্সিজেনবিষয়ক ল্যানসেট কমিশনের সদস্য স্টিফেন হো গতকাল প্ল্যানারি অধিবেশনে বলেন, প্রতিবছর বিশ্বের হাসপাতালগুলোয় ৩৭ কোটি ৩০ লাখ মানুষের মেডিকেল অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এদের ৮০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের মানুষ। এসব মানুষের ৭০ শতাংশ প্রয়োজনের সময় অক্সিজেন পায় না। তিনি বলেন, কোভিড মহামারির সময় মানুষ অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আর একটি মহামারির আগে অক্সিজেনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

স্টিফেন হো বলেন, অক্সিজেনের ঘাটতি হলে শরীরে শক্তি কমে যায়, কোষ কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে, একসময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা এ সমস্যায় পড়ে। অনেকেই তা বুঝতে পারে না। আবার বুঝতে পারলেও অনেক হাসপাতালে কৃত্রিম বা মেডিকেল অক্সিজেন থাকে না। এটার গুরুত্ব ওষুধের মতোই। এটা অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ।

এই প্ল্যানারি অধিবেশনটি ছিল শিশুদের নিউমোনিয়ার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে। নির্ধারিত আলোচক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিউমোনিয়া বিশেষজ্ঞ ইয়াসির বিন নাসের বলেন, সারা বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। ভারত, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও চীনে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেশি।

উপসর্গহীন যক্ষ্মা

একটি অধিবেশনে ছিল উপসর্গহীন যক্ষ্মা নিয়ে। এই অধিবেশনের নির্ধারিত সময়ের আগেই হল মানুষে ভর্তি হয়ে যায়। অধিবেশনে বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা বলেন, যক্ষ্মার যা সাধারণ লক্ষণ বা উপসর্গ ছাড়াই অনেকে যক্ষ্মা বয়ে বেড়াচ্ছে। দুই সপ্তাহের বেশি কাশি ছিল না, ওজন কমেনি কিন্তু ফুসফুস অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। এক্স-রেতে তা ধরা পড়ছে। শুধু ঘটনার উদাহরণ নয়, গবেষণায়ও বিষয়টি উঠে এসেছে।

অধিবেশনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন নাইজেরিয়ার চিকিৎসক এনাং ওয়ামা। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হয়ে নিজ দেশে কাজ করছেন। এনাং ওয়ামা *প্রথম আলো*কে বলেন, উপসর্গহীন যক্ষ্মা মানুষের জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে আসছে। উপসর্গ না থাকলে, কাশি না থাকলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে যাবে না, পরীক্ষা করাবে না। অজান্তে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

খাদ্য উপদেষ্টার আশাবাদ

আমন ধান বাজারে এলে দাম কমবে

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আলী ইমাম

আমন ধান বাজারে এলে দাম আস্তে আস্তে কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। তিনি বলেছেন, কৃষক যাতে ন্যায্য দাম পান, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাঁদের নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

গতকাল বৃহস্পতিবার খাদ্য অধিদপ্তরে এক সভায় খাদ্য উপদেষ্টা এ কথাগুলো বলেন। মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, ১৭ নভেম্বর থেকে আমন ধানের সংগ্রহ শুরু হবে। এ বছর উত্তরাঞ্চলে আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। এটা আল্লাহর রহমত এবং অশেষ মেহেরবানি। ধারণক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে।

আমদানির বিষয়ে খাদ্য উপদেষ্টা বলেন, কিছু খাদ্য আমদানি প্রক্রিয়াধীন। দেড় লাখ টন খাদ্য আমদানির জন্য এরই মধ্যে এলসি খোলা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ভালো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। গত এক সপ্তাহ পর্যন্ত চালের দাম যতটুকু বেড়েছে আপাতত তা স্থিতিশীল রয়েছে।

মিলমালিকদের সিন্ডিকেট বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, যারা সিন্ডিকেট করে, তাদের কালোতালিকাভুক্ত করে ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে আর চুক্তি করা হবে না। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সতর্ক থাকবে এবং প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এখন ছোট মিলগুলো বড় মিলে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে চুক্তি কমে যাবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুল খালেক বলেন, চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সাড়ে পাঁচ লাখ মেট্রিক টন, আতপ চাল এক লাখ টন ও ধান সাড়ে তিন লাখ টন। চালের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি ৪৭ টাকা, আতপ চাল ৪৬ টাকা আর ধান প্রতি কেজি ৩৩ টাকা।

রাষ্ট্র সংস্কারের ধারাবাহিকতা চলমান রাখতে হবে

গোলটেবিল বৈঠক

বক্তারা বলেন, এই রাষ্ট্র সংস্কার যেন পরবর্তী সময়ে কার্যকর করা হয়, সে জন্য সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি সমঝোতা থাকতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ শাসনের অবসানের পর জনগণের মনে রাষ্ট্র সংস্কারের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, সেই সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই সংস্কারকাজ সুসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এক গোলটেবিল বৈঠকে এসব কথা বলেন নাগরিক সমাজের নেতারা।

গোলটেবিল বৈঠকে নাগরিক সমাজের নেতারা আরও বলেন, এই রাষ্ট্র সংস্কার যেন পরবর্তী সময়ে কার্যকর করা হয়, সে জন্য সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি সমঝোতা থাকতে হবে। এরপরই জাতীয় নির্বাচন হতে পারে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দ্য হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সহায়তায় 'ভোটার সচেতনতা ও নাগরিক সক্রিয়তা কার্যক্রম : রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচন' শীর্ষক এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এই গোলটেবিলে সভাপতিত্ব করেন সুজনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন।

গোলটেবিল আলোচনায় সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করে সুজন। প্রস্তাবে বলা হয়, নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও পুলিশ প্রশাসন সংস্কারের জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়। এ ছাড়া পরে আরও চারটি কমিশন গঠন করা হলেও প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। আগের ছয়টি কমিশনকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের সুপারিশের প্রতিবেদন প্রদান করতে বলা হয়েছে। এরপর সরকার সেই সুপারিশের ওপর অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের উদ্যোগ নেবে এমন বলা হয়েছে। গোলটেবিল সঞ্চালনা ও সংস্কার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন সুজনের সমন্বয়কারী দিলীপ সরকার।

সভাপতির বক্তব্যে বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, 'দেশে একটি পরিবর্তন আনার জন্য আবু সাঈদ, মুগ্ধর মতো সূর্যসন্তানেরা প্রাণ দিয়েছেন। বহু মানুষ আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। ফলে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতেই হবে। একটা সত্যিকারের পরিবর্তন বা সংস্কার আনতে হবে। এ জন্য যে সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হবে, তা কার্যকর করার জন্য যাঁরা নির্বাচনে বিজয়ী হবেন, তাঁদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। যাঁরা বিরোধী দলে যাবেন, তাঁদেরও পূর্ণ সমর্থন থাকতে হবে। এ জন্য একটি "জাতীয় সনদ" করা যেতে পারে, যেখানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।'

সাবেক সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেন, ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনেই নয়ছয় করার কোনো সুযোগ থাকা চলবে না।

*প্রথম আলো*র যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান বলেন, 'সংস্কার প্রস্তাব আসার অপেক্ষায় না থেকে নির্বাহী আদেশে যেসব পরিবর্তন করা যায়, সরকার সেই পরিবর্তনগুলো করতে পারে। বলা হয়ে থাকে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে চারটি জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, সেগুলো সুষ্ঠু ছিল কিন্তু নির্বাচন যা-ই হোক, সুষ্ঠু গণতন্ত্র ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো পুরোপুরি সচেতন নয়। রাজনৈতিক দলের ভেতরেও সংস্কার করতে হবে।'

সাংবাদিক মাহাবুব কামাল বলেন, বাংলাদেশের যে সমস্যা, তার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদের কোনো সমাধান নেই। এ জন্য দীর্ঘ প্রক্রিয়া প্রয়োজন। জনসাধারণের মনোজগতের পরিবর্তন আনতে হবে।

জাতীয় স্বাধীনতা পার্টির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা মোয়াজ্জেম হোসেন খান মজলিশ এক ব্যক্তির দুই মেয়াদের বেশি সরকারপ্রধান না হওয়া, একই ব্যক্তির সরকার ও দলীয় প্রধান না হওয়া, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সীমিত করাসহ বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

বিদেশি হস্তক্ষেপে বিগত সরকার ফ্যাসিস্টে পরিণত হয়েছিল : আইন উপদেষ্টা

বাসস, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপের ফলে বিগত সরকার ফ্যাসিস্টে পরিণত হয়েছিল।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে আয়োজিত এক স্মরণসভায় তিনি এ কথা বলেন। ২০০৫ সালে বোমা হামলায় নিহত বিচারক জগন্নাথ পাঁড়ে ও সোহেল আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকীতে এ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

আসিফ নজরুল বলেন, 'জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট সরকারের নৃশংসতায় এত মানুষকে প্রাণ দিতে হলো, গণহত্যা চালানো হলো; এর সঙ্গে বিচারকদের নৃশংসভাবে হত্যার সেই ঘটনার একটি যোগসূত্র আছে।'

আইন উপদেষ্টা বলেন, '২০০৫-০৬ সালে মৌলবাদী ঘটনাগুলো যতটা ঘটেছে, তার থেকে অনেক বাড়িয়ে প্রচার করে আমাদের একটা তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিদেশি হস্তক্ষেপকারীরা। তারা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, যেন তাদের নিয়ন্ত্রিত একটি সরকার তারা এ দেশে স্থাপন করতে পারে। আর এর ফলাফল ছিল বিতাড়িত সেই ফ্যাসিবাদী সরকার।'

আসিফ নজরুল বলেন, 'তাদের সব সময় চেষ্টা থাকে বাংলাদেশকে হেয় করার। একটা ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তা নিয়ে ষড়যন্ত্র করার। তবে তাদের জানিয়ে দিতে হবে, এ দেশে আর কোনো দিন কোনো মূল্যে ফ্যাসিবাদ, জঙ্গিবাদ বা উগ্রবাদকে জায়গা করে নিতে দেওয়া হবে না।'

শুনানিতে জামায়াতের আইনজীবী

পঞ্চদশ সংশোধনীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। এই কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। এই সংশোধনী দেশের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তির সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল শুনানিতে জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এ কথাগুলো বলেন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন

হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশ কর্মকর্তা দুই দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বরিশালের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরীফুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন। এর আগে তাঁকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ।

ঢাবিতে রাজনীতির প্রকৃতি-ধরন নির্ধারণে বিশেষ কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে রাজনীতি চর্চার প্রকৃতি ও ধরন কেমন হবে, সে বিষয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট চার ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে ছাত্ররাজনীতির প্রকৃতি ও ধরন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ দেবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি গঠনের কথা জানানো হয়।

ক্যাম্পাসে রাজনীতির বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করা এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আবদুল মতিনকে। কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জেড এন তাহমিদা বেগম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা।

ব্যবসায়ী জসিমকে হত্যার পর লাশ ৭ টুকরা করেন এক নারী

নারায়ণগঞ্জে পুলিশের সংবাদ সম্মেলন

প্রতিনিধি ও সংবাদদাতা, *নারায়ণগঞ্জ*

জসিম উদ্দিন মাসুম

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ডাইং ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিন মাসুমকে (৬২) হত্যা করে লাশ সাত টুকরা করেন এক নারী (৩০)। এই নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার পরও অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় গত রোববার রাতে রাগ ও ক্ষোভে প্রথমে জসিমকে দুধের সঙ্গে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে অচেতন করেন ওই নারী। পরে তাঁকে চাপাতি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করেন এবং হত্যার পর তাঁর হাড়গুলো হ্যাকসো ব্লেড দিয়ে কেটে টুকরা করেন বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন আটক ওই নারী।

ওই নারীর দেখানো স্থান থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি চাপাতি, একটি হ্যাকসো ব্লেড ও পরনের সাফারি, জুতা জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) তরিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

নিহত জসিম নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কাঠেরপুল এলাকার মৃত আলেক চান ব্যাপারীর ছেলে। তিনি ফতুল্লার কাঠেরপুল চাঁদ ডাইং ও নিট কম্পোজিট গার্মেন্টসের মালিক। তিনি পরিবার নিয়ে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন।

আটক নারী ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার বাসিন্দা। জসিম রাজধানীর মিরপুর কাফরুল থানার শেওড়াপাড়া এলাকার একটি ফ্ল্যাটে ওই নারীকে রেখেছিলেন।

এর আগে ১৩ নভেম্বর সকালে রূপগঞ্জের পূর্বাচল ৫ নম্বর সেক্টরসংলগ্ন লেকপাড় এলাকায় হাত ধুতে গেলে পলিথিনে মোড়ানো মরদেহ দেখতে পান এক রিকশাচালক। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দিলে একটি কালো পলিথিনে বস্তাবন্দী অবস্থায় অজ্ঞাত ব্যক্তির টুকরা (মাথা, দুটি হাত, বিচ্ছিন্ন দুটি পা, বিচ্ছিন্ন বুকের পেছনের অংশ, পেটের ভুঁড়ি, ফুসফুস, কলিজা ও দেহের অন্যান্য অংশ একটি সাদা পলিথিনের ভেতর মোড়ানো অবস্থায়) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের পাশাপাশি সিআইডি ও পিবিআই ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করে।

৭৬ বছরে পা দিলেন চার্লস

যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস গতকাল বৃহস্পতিবার ৭৬ বছরে পা দিয়েছেন। এএফপি, লন্ডন

সংক্ষেপে

শ্রীলঙ্কা

পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত

শ্রীলঙ্কায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় ভোট গ্রহণ শেষে শুরু হয় গণনা। আজ শুক্রবার নাগাদ ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশটিতে ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখ। এবারের নির্বাচনে ৮ হাজার ৮৮০ জনের বেশি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। ২২টি নির্বাচনী এলাকা থেকে পাঁচ বছরের জন্য ২২৫ জন পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত করবেন ভোটাররা। দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে আগাম নির্বাচন দিয়েছেন। কারণ, ভেঙে দেওয়া পার্লামেন্টে তাঁর নির্বাচনী জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (এনপিপি) আসন ছিল মাত্র তিনটি। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই নির্বাচন অনূঢ়ার জন্য একটা 'পরীক্ষা'। পার্লামেন্টে তাঁর জোটের আসন বাড়লে তা তাঁকে শক্তিশালী করবে। তখন তিনি তাঁর অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নীতি বাস্তবায়নে গতি আনতে সক্ষম হবেন। আর নির্বাচনের ফলাফল আশানুরূপ না হলে তা অনূঢ়ার নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি করতে পারে। শ্রীলঙ্কায় ২০২০ সালের আগস্টে পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। সে হিসাবে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক বছর আগে দেশটিতে আজ পার্লামেন্ট নির্বাচন হচ্ছে।

রয়টার্স, *কলম্বো*

দরিদ্র দেশগুলোকে এক লাখ কোটি ডলার দেওয়ার আহ্বান

বাকুতে চলমান এই সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে জলবায়ু অর্থায়ন। এ নিয়ে চলছে দর-কষাকষি।

রয়টার্স, *বাকু*

জলবায়ু অর্থায়নের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দরিদ্র দেশগুলোকে এখনই অর্থসহায়তা দেওয়া উচিত। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বেশি অর্থ গুনতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার আলোচকেরা এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

একই সময়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবেশবান্ধব জ্বালানির দিকে এগিয়ে যেতে এবং চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা পেতে চলতি দশকের শেষ পর্যন্ত দরিদ্র দেশগুলোর বছরে অন্তত এক লাখ কোটি ডলারের (এক ট্রিলিয়ন) প্রয়োজন হবে।

গত সোমবার থেকে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ২৯ (কপ২৯) সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই জলবায়ু সম্মেলনে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে জলবায়ু অর্থায়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বছরে ধনী দেশগুলো, উন্নয়ন কর্মসূচিতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাত কী পরিমাণ অর্থ দেবে, সে বিষয়ে সদস্যদেশগুলো একমত হবে কি না, তার ওপর এ সম্মেলনের সফলতা নির্ভর করছে।

এর আগে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল, যার মেয়াদ ২০২৫ সালে শেষ হতে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করার দুই বছর পর ২০২২ সালে তা পূরণ হয়েছিল। চলতি বছরের শুরুতে উন্নত দেশগুলোর সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক করপোরেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এ কথা জানিয়েছে। যদিও অনুদানের পরিবর্তে এই অর্থের বেশির ভাগই ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করছে অর্থ পাওয়া দেশগুলো।

ইনডিপেনডেন্ট হাই-লেভেল এক্সপার্ট গ্রুপ অন ক্লাইমেট ফাইন্যান্সের এক প্রতিবেদনেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, তহবিলের পরিমাণ ২০৩৫ সাল পর্যন্ত বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়নে উন্নীত করতে হবে। অর্থের পরিমাণ বাড়াতে এখনই যদি সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, পরে তাহলে সম্ভবত আরও বেশি বাড়াতে হতে পারে।

প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়, '২০৩০ সালের আগে বিনিয়োগে যেকোনো ধরনের ঘাটতি পরবর্তী বছরগুলোতে আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করবে। জলবায়ু স্থিতিশীলতা আনতে আরও মাত্রাতিরিক্ত এবং সম্ভবত আরও ব্যয়বহুল পথ তৈরি করবে। বিশ্বের অর্জন এখন যত কম হবে, পরবর্তীতে আরও বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।'

পর্দার আড়ালে আলোচকেরা একটি চুক্তির খসড়া তৈরিতে কাজ করছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত খসড়ার প্রাথমিক যে নথি জাতিসংঘের জলবায়ু সংস্থা প্রকাশ করেছে, তাতে আলোচকদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নমত দেখা গেছে। শেষ পর্যন্ত এ আলোচনা কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা সেভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কয়েকজন আলোচক বলেছেন, জলবায়ু অর্থায়নের সর্বশেষ খসড়া নিয়ে এখনো অনেক কাজ বাকি।

তবে পশ্চিমা দেশগুলোর অনাগ্রহের কারণে যেকোনো চুক্তিতে পৌঁছানো কঠিন হবে।

গণহত্যা, যুদ্ধ ও সামরিকায়নে অর্থায়ন বন্ধে অধিকারকর্মীদের বিক্ষোভ। গতকাল আজারবাইজানের বাকুতে জাতিসংঘ আয়োজিত কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলনস্থলের বাইরে। ছবি : রয়টার্স

গাজার বাসিন্দাদের এলাকা ত্যাগে বাধ্য করা 'যুদ্ধাপরাধের' শামিল

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

এএফপি, *জেরুজালেম*

ফিলিস্তিনের গাজায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চলমান যুদ্ধের সময় উপত্যকাটির বাসিন্দাদের বারবার এলাকা ত্যাগে বাধ্য করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। প্রাণভয়ে এই মানুষগুলো ছুটে বেড়িয়েছে গাজার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। ইসরায়েলের এই কর্মকাণ্ডকে 'যুদ্ধাপরাধ' বলে উল্লেখ করেছে নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

এ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এইচআরডব্লিউ। এতে বলা হয়েছে, গাজার বাসিন্দাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার মধ্য দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর কর্মকর্তারা যুদ্ধাপরাধ করছেন। এইচআরডব্লিউ এ-সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে। এ ছাড়া গাজার অনেক এলাকায় ফিলিস্তিনিদের আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এটি 'জাতিগত নিধনের' সংজ্ঞার সঙ্গে মিলে যায়।

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনটি ১৭২ পৃষ্ঠার। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত গাজাবাসীর সাক্ষাৎকার, স্যাটেলাইট থেকে ধারণ করা ছবি এবং লোকজনের কাছ থেকে নেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মানবাধিকার সংগঠনটির গবেষক নাদিয়া হার্ডম্যান।

জাতিসংঘের দেওয়া তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। এর আগে উপত্যকাটিতে ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষের বসবাস ছিল। তখন থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাঁদেরই একজন উত্তর গাজার জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরের বাসিন্দা ৬৩ বছর বয়সী রাগেব আল রুবাইয়া।

ইসরায়েলি নির্দেশ ও হামলার হুমকির মুখে গাজার বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছেন। গত সোমবার গাজা নগরীতে। ছবি : রয়টার্স

কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদও রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি। উচ্চকক্ষ সিনেটের পর এবার নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদেরও নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে দলটি।

জন থুন

গত বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান পার্টিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভোট গণনা শেষে সিএনএন ও এনবিসির হিসাব অনুযায়ী ৪৩৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ২১৮টি আসন পেয়েছে রিপাবলিকান পার্টি। ডেমোক্রেটিক পার্টি পেয়েছে ২০৮টি। এখনো ৯টি আসনের ফল ঘোষণা বাকি আছে।

এর আগে ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিনিয়ে নেয় রিপাবলিকান পার্টি। ১০০ আসনের সিনেটে ৫২টি আসন পেয়েছে দলটি। অবশ্য সিনেটে গুরুত্বপূর্ণ বিল বা সিদ্ধান্ত পাসের ক্ষেত্রে ৬০টি ভোট পেতে হয়।

সিনেটের নেতা হলেন জন থুন

এদিকে সিনেটের নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসেবে সাউথ ডাকোটার প্রবীণ সিনেটর জন থুনকে বেছে নিলেন দলটির সিনেটররা। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে আইনপ্রণেতাদের জোর প্রস্তুতি চলার মধ্যেই গত বুধবার ভোটাভুটিতে থুনকে বেছে নেন তাঁরা।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সিনেট যেকোনো মাত্রায়ই হোক স্বাধীনভাবে কাজ করবে—থুনের এ জয় সে ইঙ্গিতই বহন করছে। সিনেটের বাইরে থেকে প্রভাবশালী যেসব ব্যক্তি স্কটকে সমর্থন করছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ধনকুবের ইলন মাস্ক ও রক্ষণশীল ধারাভাষ্যকার সিন হ্যানিটি।

বিশ্বে ৮০ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত

ল্যানসেটের গবেষণা প্রতিবেদন

রয়টার্স, *লন্ডন*

বিশ্বজুড়ে ৮০ কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আগের হিসাবের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণ। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ৩০ বছর বয়সী রোগীর অর্ধেকের বেশি চিকিৎসা নিচ্ছেন না। নতুন এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ল্যানসেট সাময়িকীতে প্রকাশিত ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে ১৮ কিংবা এর বেশি বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৮২ কোটি ৮০ লাখ ডায়াবেটিক রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা ডায়াবেটিসের টাইপ-১ কিংবা টাইপ-২ ধরনে আক্রান্ত।

ডায়াবেটিস হলো রক্তের শর্করার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপাকীয় রোগ। এ রোগের চিকিৎসা না নেওয়া হলে হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, স্নায়ু ও অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আগের এক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ডায়াবেটিকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ কোটি ২০ লাখ।

গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বে ডায়াবেটিসের হার ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে আক্রান্তের হার বাড়ার প্রবণতা বেশি দেখা গেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আক্রান্তের হার বাড়লেও ওই সব অঞ্চলে চিকিৎসা নেওয়ার হার তেমন একটা বাড়েনি। তবে কিছু উচ্চ আয়ের দেশে অবস্থার উন্নতি হতে দেখা গেছে।

এনসিডি রিস্ক ফ্যাক্টর কোলাবোরেশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যৌথভাবে গবেষণাটি করেছে। এটি প্রথম কোনো বৈশ্বিক বিশ্লেষণ, যেখানে সব দেশের আক্রান্তের হার এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক হাজারের বেশি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে নতুন গবেষণাটি করা হয়েছে। ওই এক হাজারের বেশি গবেষণায় কোনো না কোনোভাবে ১৪ কোটির বেশি মানুষ জড়িত ছিলেন।

সাধারণত হাই ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজের মাত্রা ও হাই গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন—এ দুই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ডায়াবেটিস শনাক্ত করা হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস আক্রান্তের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ নির্ধারণেও এ পরীক্ষাগুলো করা হয়।

গবেষকেরা বলছেন, বিশ্বের কিছু অংশে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের যেখানে শুধু ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ ব্যবহার করা হয়, সেখানে অনেক সময় রোগ নির্ণয় হয় না। এসব ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে রোগ শনাক্তে এ দুটি পরীক্ষাই জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন গবেষকেরা।

তবে গবেষণা প্রতিবেদনটিতে টাইপ-১ ও টাইপ-২ ধরনের মধ্যে পার্থক্য কী, তা উল্লেখ করা হয়নি। এর আগের গবেষণায় পাওয়া তথ্য থেকে ইঙ্গিত মেলে যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের বেশির ভাগই টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এটি স্থূলতা ও অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

জো বাইডেন

সি চিন পিং

এপেক সম্মেলন

পেরুতে বাইডেন-সি বৈঠক আগামীকাল

এএফপি, *লিমা*

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেকে) সম্মেলনে যোগ দিতে পেরুর রাজধানী লিমায় পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। আগামীকাল শনিবার এই দুই নেতার বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে। ট্রাম্পের কাছে বাইডেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সম্ভবত এটিই তাঁদের শেষ বৈঠক। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব নেওয়ার আগেই ট্রাম্প বেইজিংকে একটি কঠোর বার্তা দিয়েছেন। এপেক সম্মেলনের আগে গত বুধবার সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এ সময় তিনি বলেন, বৈঠকে প্রতিযোগিতাকে দায়িত্বশীলভাবে সামাল দেওয়ার বিষয়ে বাইডেন-সি কথা বলবেন।

আঞ্চলিক বাণিজ্য সহজ করতে ১৯৮৯ সালে এপেক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই জোটের সদস্য ২১টি দেশ। বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৬০ শতাংশই এসব দেশ থেকে আসে। এ ছাড়া ৪০ শতাংশের বেশি বিশ্ব বাণিজ্য হয় এসব দেশে। এবারের এপেক সম্মেলনে সদস্যদেশগুলোর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নতি ও উদ্ভাবনীর জন্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া হবে। তবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, সেটি এজেন্ডা হতে পারে। একই পরিস্থিতি আজারবাইজানের কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলনেরও।

এ ছাড়া আগামী সপ্তাহে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জি-২০ সম্মেলনে এর প্রভাব পড়তে পারে। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ভিক্টর চা বলেন, এপেক ও জি-২০ সম্মেলনে বিশ্বনেতারা একজন বিশ্বনেতাকে নিয়ে আলোচনা করবেন, যিনি সেখানে অনুপস্থিত। তিনি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই সম্মেলনে সবার একটিই প্রত্যাশা থাকবে। সেটি হচ্ছে, বাণিজ্য ও জোটের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে কী আশা করা যায়।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম বদল | চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের নাম বদলে রাখা হয়েছে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

ঢাকায় ৬টি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে

ঢাকায় তিন দিনব্যাপী নির্মাণ, আবাসন ও বিদ্যুৎ খাতের ছয়টি আন্তর্জাতিক পণ্য প্রদর্শনী গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এসব প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস বা সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ। প্রদর্শনীগুলো হলো ২৯তম বিল্ড বাংলাদেশ, ২৩তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো, ষষ্ঠ ওয়াটার বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এক্সপো, ২৬তম পাওয়ার বাংলাদেশ, ২১তম সোলার বাংলাদেশ এবং ষষ্ঠ ঢাকা আন্তর্জাতিক লাইটিং এক্সপো। এসব প্রদর্শনীতে ২০টি দেশের ১৯৫টি কোম্পানি পাঁচ শতাধিক স্টলে অংশ নিয়েছে। প্রদর্শনীগুলোর উদ্বোধন করেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন ইসলাম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সেমস-গ্লোবালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এস এস সারওয়ার, নির্বাহী পরিচালক তানভীর কামরুল ইসলাম প্রমুখ। আয়োজকেরা জানান, কাল শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আইসিসিবির চারটি হলে প্রদর্শনীগুলো দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রদর্শনী চলাকালে তিনটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই দিনের ব্যবধানে সোনার দাম কমছে

দুই দিনের ব্যবধানে সোনার দাম ভরিতে কমছে ১ হাজার ৬৮০ টাকা। এতে করে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়াবে ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। সোনার নতুন দাম আজ শুক্রবার থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সোনার দাম কমানোর এই ঘোষণা দিয়েছে এর আগে জুয়েলার্স সমিতি গত বুধবার সোনার দাম ভরিপ্রতি ২ হাজার ৫৭৮ টাকা কমিয়েছিল। আজ থেকে কমছে আরও ১ হাজার ৬৮০ টাকা। দুই দফায় সোনার দাম কমছে ৪ হাজার ২৫৮ টাকা। দাম কমায় হলমার্ক করা প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫০৯ টাকা, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ২৮ হাজার ৩৯৭ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ১০ হাজার ৬২ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা বিক্রি হবে ৯০ হাজার ২৩৩ টাকা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জনতা ব্যাংকের নতুন এমডি মজিবর রহমান

মজিবর রহমান

জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে যোগ দিয়েছেন মো. মজিবর রহমান। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে এ পদে নিয়োগের কথা জানায়। এর আগে তিনি প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের এমডি ছিলেন। মজিবর রহমান ১৯৯৮ সালে রূপালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি এ ব্যাংকে বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক, জোনাল হেড, বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান এবং প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জিএম পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে তিনি সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি হন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ থেকে অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনমিকসে বিএসসি সম্মান এবং অ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশন ইকোনমিকসে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি) থেকে জেএআইবিবি ও ডিএআইবিবি ডিগ্রি অর্জন করেন।
বিজ্ঞপ্তি

সাতসকালে কাজে পোশাকশ্রমিকেরা সকাল আটটায় উৎপাদন শুরু। তার আগেই সারিবদ্ধ হয়ে পোশাকশ্রমিকেরা কারখানায় প্রবেশ করছেন। এসএম সোর্সিং নামের এ কারখানা সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়া বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক কারখানা। প্রতিষ্ঠানটিতে কাজ করেন ৮০০ শ্রমিক। গত অর্থবছরে এ কারখানা থেকে দেড় কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মির্জা শামস মাহমুদ। বর্তমানে দেশে সনদপ্রাপ্ত পরিবেশবান্ধব পোশাক ও বস্ত্র কারখানা রয়েছে ২৩০টি। গতকাল সকালে গাজীপুরের কোনাবাড়ী এলাকায় এসএম সোর্সিংয়ের কারখানা চত্বরে। ছবি : দীপু মালাকার

জুলাই আন্দোলনের প্রভাবে বিক্রি কমেছে স্কয়ার ফার্মার

জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক

গত বছরের একই প্রান্তিকের চেয়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির বিক্রি ৬ কোটি টাকা কমেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিক্রি কমলেও মুনাফা বেড়েছে

	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪
বিক্রি	১,৭৮১	১,৭৭৫
মুনাফা	৬০৬	৬৮৪
সুদ আয়	১০৯	১৪৬
মুনাফা *	৯	৭২

*শেয়ারবাজার হিসাব : কোটি টাকায়

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও দেশের কয়েক জেলার ভয়াবহ বন্যার প্রভাব পড়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবসায়। প্রথমবারের মতো গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানিটির বিক্রি আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬ কোটি টাকা কম হয়েছে। কোম্পানিটির সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে স্কয়ার ফার্মার বিক্রির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বিক্রি কমেছে ৬ কোটি টাকার বা শূন্য দশমিক ৩৬ শতাংশ। একদিকে বিক্রি কমেছে, অন্যদিকে বেড়েছে উৎপাদন, বিপণন ও প্রশাসনিক খরচ। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১ হাজার ৭৮১ কোটি টাকার পণ্য বিক্রির বিপরীতে উৎপাদন খরচ ছিল ৮৬৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই প্রান্তিকে ১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকার পণ্য বিক্রির বিপরীতে উৎপাদন খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮৩ কোটি টাকা। সেই হিসাবে উৎপাদন খরচ আগের বছরের তুলনায় ১৭ কোটি টাকা বেড়েছে।

একই সঙ্গে বেড়েছে বিপণন খরচও। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে কোম্পানিটির এই বাবদ খরচ হয়েছে ৩০৬ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ২৪৮ কোটি টাকা।

এদিকে বিক্রি কম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পরও প্রান্তিক শেষে প্রকৃত মুনাফা বেড়েছে স্কয়ার ফার্মার। গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে কোম্পানিটি মুনাফা করেছে ৬৮৪ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৬০৬ কোটি টাকা। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, শেয়ারবাজারের বিনিয়োগ ও ব্যাংকে রাখা অর্থের সুদ আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুনাফা বেড়েছে। ব্যাংক জমা অর্থের বিপরীতে সুদ ও শেয়ারবাজারের বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশ বাবদ আয় করেছে ১৪৬ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ১০৯ কোটি টাকা। সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে ৫৭ কোটি টাকা আয় হয়েছে স্কয়ার ফার্মার। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে প্রায় ২৭ কোটি টাকা আয় বেড়েছে সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে।

জানতে চাইলে স্কয়ার ফার্মার নির্বাহী পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি) মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'জুলাই-আগস্টের আন্দোলন ও বন্যার কারণে প্রথমবারের প্রান্তিক ভিত্তিতে আমাদের বিক্রি কমেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের মুনাফা বেড়েছে। কারণ, ব্যাংকের সুদ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো আয় হয়েছে। পাশাপাশি শেয়ারবাজার থেকেও ভালো মুনাফা যুক্ত হয়েছে। তাই গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে মুনাফা বেড়েছে।'

সরকার বেতন দিয়ে বেক্সিমকোর কারখানা চালু রাখতে চায়

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বেতন দিতে না পারায় বেক্সিমকো গ্রুপের একাধিক কারখানায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ওই সময় বেতন দিতে রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক ৫৫ কোটি টাকা ঋণ ছাড় করে। যদিও জনতা ব্যাংকে গ্রুপটির ২৩ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকার ঋণের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকাই এখন খেলাপি।

এ ছাড়া ১ হাজার ১০০ কোটি টাকার রপ্তানি আয় দেশে আনছে না গ্রুপটি। বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা। বর্তমানে তিনি কারাবন্দী।

বেক্সিমকোর শ্রমিকেরা এখন আবার বেতনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। এমন সময় গ্রুপটির ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে আলোচনায় বসেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে গঠিত 'সংকটে থাকা প্রতিষ্ঠান প্রোফাইলিং তৈরিবিষয়ক কমিটি'। এতে গ্রুপটির কারখানা পরিচালনায় ও শ্রমিকদের বেতন দিতে নতুন করে ঋণসুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

সরকার পরিবর্তনের পর বেক্সিমকো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে তিনটি প্রস্তাব জমা দেয়। প্রথম প্রস্তাবে তারা জনতা ব্যাংকে থাকা ২৩ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকার ঋণ সুদবিহীন ব্লক হিসাবে রাখার অনুরোধ জানায়। সেই সঙ্গে দায় পরিশোধের জন্য ১০ বছর সময় ও ঋণ পরিশোধে ২ বছরের ছাড় চেয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের অক্টোবর মাসের বেতন দিতে মঙ্গলবারের মধ্যে ৬০ কোটি টাকা চেয়েছে। পাশাপাশি আরও ৭০০ কোটি টাকার ঋণসুবিধা চায় গ্রুপটি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বেক্সিমকোর সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থের সংস্থান, গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থসংস্থানের জোগান ও পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে অর্থের জোগান নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় প্রস্তাবে কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোম্পানি বন্ধ করতে হলে ২৪ হাজার ৪৮৪ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে।

খেজুরের আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম কর হ্রাসের সুপারিশ

ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

বর্তমানে সব ধরনের খেজুর আমদানিতে মোট শুল্কের পরিমাণ ৬৩.৬০%। এতে দাম বাড়ছে বলে মনে করে ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন।

■ আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে এবং অগ্রিম কর ১০ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার সুপারিশ করেছে ট্যারিফ কমিশন।

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে খেজুরের আমদানি শুল্ক ও অগ্রিম কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। রোজায় খেজুরের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে কমিশনের সুপারিশ হলো, এটির ওপর আরোপিত আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে এবং অগ্রিম কর ১০ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে।

রোজা উপলক্ষে খেজুর আমদানিতে শুল্ক-কর ও শুল্কায়ন যৌক্তিকীকরণ নিয়ে সম্প্রতি ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন গতকাল বৃহস্পতিবার একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। তাতে এই সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে ট্যারিফ কমিশন আরও বলেছে, খেজুর আমদানির সমুদয় আগাম কর (৫ শতাংশ) আগামী ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।

এ ছাড়া শুল্কস্টেশন কর্তৃক নির্বাহী আদেশে খেজুর আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃত বিনিময়মূল্যকে ভিত্তি এবং টিসিবি কর্তৃক সাম্প্রতিক এলসি মূল্য বিবেচনায় নিয়ে শুল্কস্টেশনগুলোকে শুল্কায়নের নির্দেশনা দিতে পারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ বিষয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিদ্যমান আমদানিনীতি আদেশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ০৭ অনুযায়ী, খেজুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোড়কজাত করা পণ্য আমদানিতে আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও ইটিআইএন, বিআইএন লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ট্যারিফ কমিশনের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ট্যারিফ কমিশন শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব দিয়েছে। সেই সঙ্গে আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও ইটিআইএন, বিআইএন লিপিবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা শিথিল করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে খেজুরের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে।

ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের পর্যবেক্ষণ, দেশে বর্তমানে খেজুরের চাহিদা ১ লাখ থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টন। রমজান মাসে খেজুরের চাহিদা ৫০ থেকে ৬০ হাজার টন। খেজুর মূলত সৌদি আরব, আরব আমিরাত, তিউনিসিয়া, মিসর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানি করা হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সব ধরনের খেজুর আমদানিতে সিডি ২৫ শতাংশ, ভ্যাট ১৫ শতাংশ, এআইটি ১০ শতাংশ, আরডি ৩ শতাংশ, এটি ৫ শতাংশসহ মোট শুল্কের পরিমাণ ৬৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। খেজুর আমদানিতে উচ্চ হারে অগ্রিম আয়কর (১০ শতাংশ) ও আগাম কর (৫ শতাংশ) বাস্তবতার নিরিখে যৌক্তিক নয় বলে মনে করে ট্যারিফ কমিশন। উচ্চ হারের বাড়তি করের কারণে পণ্যের দাম বাড়ছে।

এদিকে পণ্য বিপণনকারী সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে মান ভেদে আমদানি করা খেজুর ২৫০ থেকে ৫০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে।

চেয়ারম্যানসহ ৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

এনআরবিসি ব্যাংক

তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বিএফআইইউ।

এস এম পারভেজ তমাল

আদনান ইমাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

■ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের নিকটাত্মীয়কে এনআরবিসি ব্যাংকের শীর্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে নানা অনিয়মের পরও ব্যাংকটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান এস এম পারভেজ তমাল ও ব্যাংকের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) জাফর ইকবাল হাওলাদার এবং সাবেক পরিচালক আদনান ইমামের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। আদনান ইমাম বর্তমানে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি জেনেক্স ইনফোসিসের চেয়ারম্যান। তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের তথ্যও চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) গতকাল বৃহস্পতিবার এ নিয়ে নির্দেশনা দিয়েছে।

এস এম পারভেজ তমাল ছিলেন রাশিয়া আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর এনআরবিসি ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলে ফরাছত আলীকে সরিয়ে চেয়ারম্যান হন এস এম পারভেজ তমাল। এরপর ব্যাংকটিতে পূর্ণকালীন অফিস করে তিনি এটাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সূত্র জানায়, ২০১৮ সালের পর ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিদের ব্যাংকটির শীর্ষ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে খোলা হয় আলাদা কোম্পানি। গড়ে তোলা হয় বিশেষ গ্রুপ, যারা ব্যাংকের সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। আবার ঋণ দেওয়া হয় পরিচালকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে। এ ছাড়া বাজেয়াপ্ত শেয়ার কেনার পাশাপাশি ব্যাংকের উপশাখার সব ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় এনজিওকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের নিকটাত্মীয়কে নিয়োগ দেওয়া হয় শীর্ষ পদে। ফলে নানা অনিয়মের পরও ব্যাংকটির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এখন ব্যাংকটির দিকে নজর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর ব্যাংকের পর্ষদ পুনর্গঠনের পর পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন জেনেক্স ইনফোসিসের চেয়ারম্যান আদনান ইমাম। সম্প্রতি তিনি ব্যাংকের পরিচালক পদ ছাড়েন। তাঁরা দুজনে মিলে নানা ব্যবসায়ে যুক্ত হন। ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে অর্থ বের করার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

এদিকে ব্যাংকটির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) জাফর ইকবাল হাওলাদার হলেন তাঁদের দুজনের ঘনিষ্ঠ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাফর ইকবাল ব্যাংক থেকে নানা সুবিধা নেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিজ্ঞাপন | ৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ এয়ারপোর্ট এবং লা-ম্যারিডিয়ান হোটেল ও এলিভেটেড ওয়ে সংলগ্ন ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০২৬, ০১৭৫৫-৫১১০২৩। মো.বু-৬০৫৪৭৩

✱ এখনই বসবাস উপযোগী কন্ডমিনিয়াম প্রকল্পে, প্রধান রাস্তাসংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে, আদাবর, মনসুরাবাদ হাউজিং এ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় এবং অত্যাধুনিক ফিটিংসসহ ১০০% রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। সাইজ : ১৩০০, ১৪৬০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৪, ০১৭৬২৬৮৫১২৩। ডি-৬০৫৫৮৯

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০৫৫৫৩

✱ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৮১০-০৩২৫১২, ০১৮১০-০৩২৫১৪। মো.বু-৬০৫৪৭৮

✱ আধুনিক সকল সুবিধাসহ ধানমন্ডি, সাত-মসজিদ রোড সংলগ্ন জাফরাবাদে (১১০০-১৩৩০ ব.ফু.) রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০-০৩২৫০৭, ০১৮১০-০৩২৫১৫। মো.বু-৬০৫৪৭৯

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩; ০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০৫৫৫৪

✱ টিকাটুলি কামরুন্নেসা স্কুলের সাথে ১১৭৫, ২০১৫ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন : ০১৭২২৫৬৮৪৬০। ডি-৬০৫৩৭২

✱ মনোরম পরিবেশে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এফ-ব্লকে দক্ষিণমুখী চার তলায় সিঙ্গেল ফ্লোর চার বেডরুমের একটি নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৭৬৬০৩৪৪। সি-৬০৫৫৩১

✱ ৩০০ ́ পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের প্রথম ১৩০ ́ প্রবেশ পথের সন্নিকটে এল-ব্লকে, বসুন্ধরায় এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। সরাসরি-০১৮১০০০৮০১০। ডি-৬০৫৩১০

✱ বসুন্ধরায় ও ওয়ারীর কে এম দাস লেনে ১৭০০-৪৪০০ এবং ১৩৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৪-১১৮২০০। মহাবু-৬০৫৫১৭

✱ ধানমন্ডিতে ২১৫০ বর্গফুট (পুরাতন) ও শ্যামলীতে ১৪৪৫ বর্গফুট (নতুন) পূর্ব দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৯১৯-০৪৫৩৩৬, ০১৮১৮-০৪৫৩৩৬। মহাবু-৬০৫৫১৮

✱ নিকেতন এ-ব্লকে (গুলশান-১) ১৭০০ বর্গফুটের লেকভিউ পার্কিংসহ, মূল্য-২ কোটি ৫০ লক্ষ (এককালীন), নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৩২২২৯৬৭৯। মহাবু-৬০৫৫২০

✱ বনানী রোড নং-৭, ব্লক-এফ, একটি ব্যবহৃত ২০১৯ এসএফটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। পার্কিংসহ। # ০১৯৪৪৬৬৯৯০০, ০১৯২৩৬৪৬৯৩৩। সি-৬০৫২৬৬

✱ আদাবরে আকর্ষণীয় লোকেশনে স্বল্পমূল্যে ১২৫০-১৫৫০ বর্গফুটের ব্যাংকলোন সুবিধাসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। কাশেম প্রপার্টিজ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ। ০১৯৪৪৭৯৭৫৭৯, ০১৭২৮৪৫৯৫২২। ডি-৬০৫৩৬১

✱ উত্তরা ১৩নং সেক্টরের পার্ক ও লেক সংলগ্ন ১৫০০ ব.ফু. ও ১৪নং-সেক্টরে ১৮০০ ব.ফু.-এর ৩ বেড ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি মালিক : ০১৭১১২০৩৮২৮, ০১৭৬৫৯২২৯৮৬। ডি-৬০৫৪৬৯

✱ উত্তরা ৯নং সেক্টরের ৬নং রাস্তায় অবস্থিত ৬তলায় ২টি ফ্ল্যাট মোট ১৯০০ ব.ফু. একত্রে/আলাদা প্রতিটি ৩ বেড ২ বাথ, ২ বারান্দা, ড্রয়িং কাম ডাইনিং ইউটিলিটি সুবিধাসহ বিক্রয়। প্রতি ব.ফু. ৭৫০০/-, আলোচনা সাপেক্ষে। ০১৭৫৪৩০০৬৮০। সি-৬০৫৫০৯

✱ ১৬৮০ বর্গফুট স্বল্পব্যবহৃত লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। লিফট, জেনারেল, গ্যাসসুবিধাসহ ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, সার্ভেন্টবাথ দোতলা। ঠিকানা : প্লট-৫, রোড-১৩, সেক্টর-১৪ উত্তরা আবাসিক এলাকা। যোগাযোগ : ০১৯১১৩৪১৪৬৮। মিবু-৬০৫৫০৩

✱ শেখেরটেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের সকল সুযোগ-সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। সি-৬০৫৫০৬

✱ তাজমহল রোড মোহাম্মদপুরে ১৬০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। যোগাযোগ : ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৫৫০৮

✱ গুলশান-২ এর ৪৪৪৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। মোবা : +৮৮০১৩০২৫৩৫৫২২। ডি-৬০৫৬৫২

প্লট বিক্রয়

✱ ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন রাজউক ঝিলমিল আবাসিক এলাকায় ৩ কাঠা প্লট রেজিস্ট্রি নামজারী এবং খাজনা হালনাগাদ আছে। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন : ০১৭৮৭৬১৭৫০৩। সি-৬০৫৫১৪

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগরে এম-ব্লকে সেক্টর-১, ৩ কাঠার বাউন্ডারিকৃত নিষ্কণ্টক নির্ভেজাল প্লট বিক্রয়। মালিক সরাসরি : ০১৩১৪৯৯৬১৩৩। মগবু-৬০৫৫২৮

✱ রাজউক ঝিলমিল প্রকল্পে ৪নং সেক্টর, ১৯নং রোড, ৭৩নং ২.৫ কাঠা প্লটটি জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হইবে। ০১৮১৫৫৫৮১৫৫। ধাবু-৬০৫২৯১

✱ বসুন্ধরা রিভারভিউ এ ব্লকে ৫০ ফুট পাকা রোড সংলগ্ন দক্ষিণমুখী চার কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে। প্রতি কাঠা ৬১ লক্ষ টাকা। মালিক : ০১৮৮৩৫৭৩৮৪৯। সি-৬০৫৩৬৩

✱ বসুন্ধরা এম-ব্লকে রাজউক হতে 'জি+৯' প্ল্যান পাস করা, ৫ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট জরুরি বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫১৪৪০৭০, ০১৩০৪০৪৫৮৮১। মিবু-৬০৫৫১০

✱ আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের আশুলিয়া মডেল টাউনের বি-ব্লকে ৫ কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে। যোগাযোগ-০১৭২৭৩৯১২৪৫। ডি-৬০৫৫৪১

✱ আফতাবনগর ব্লক-এ ৩.৫, ব্লক-সি ৩.৫, ই-৫, এইচ-৩, এল-৫.৫, কে-৫, বনশ্রীতে ৩.৫, এফ-৩.২৮। ০১৯৪৪৫৪৪৬০০। ডি-৬০৫৬৪৬

✱ উত্তরা সেক্টর-১৭, ব্লক-ডি, ৬০ ফিট রোড, মেট্রোস্টেশনের নিকটে, চমৎকার লোকেশনে, ৩ কাঠার ১টি প্লট বিক্রয়। শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৩০১৬৬১১১২। ডি-৬০৫৬৩১

✱ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিকে এন ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তাসংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও পি ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩, ৪ কাঠার প্লট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০৫৬৪২

✱ রাজউক পূর্বাচল আবাসিক এলাকা, সেক্টর-০৮, রোড-১০৮এ, প্লট-২০, পরিমাণ ৭.৫ কাঠা, ব্যবসায়ী কোঠা, ক্রয়-ইচ্ছুকগণ যোগাযোগ : ০১৯৭৭৫৪৪৫৪৪। সি-৬০৫৫৬৮

✱ রাজউক নিবন্ধনকৃত আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির সাথে বালু ভরাটকৃত রেডি প্লট। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪৩৩৯২৬। সি-৬০৫৫৬৯

✱ ঢাকা-মাওয়া ৪০০ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৩৭। টিবু-৬০৫৫৮৬

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন বালিভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩২৯৬৯৩০৫৮। টিবু-৬০৫৫৮৪

✱ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৮৯৪৯৩৯২৩৫। টিবু-৬০৫৫৮৭

✱ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার উপর, খেলার মাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০৫৫২৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটিতে ১১০০-১২৮০ বর্গফুটের ৩ বেডের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৩-৫০২৪৭৬, ০১৭১৩-৫০২৩৯২। মো.বু-৬০৫৪৭৭

✱ বসুন্ধরা এল ব্লকে একই বিল্ডিংয়ে ৩টি ১৫২০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪-১৭০০৭৬, ০১৭০৪-১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৫৪৭৫

✱ বসুন্ধরায় এল-ব্লক ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেড, ৩ বাথ, ২ বারান্দা, ২য় ও ৬তলা। ৩০০ ফুট মাদানী এভিনিউর সংলগ্ন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৩২৬৫৩-৪৫৮০। যাবু-৬০৫৬৪৭

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়, ব্লক-আই, জমি ৫ কাঠা, ২২০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট। প্রতি বর্গফুট ৬৫০০ টাকা। মার্চ হোমস লি.। ০১৯২৭-৯২৫০৮৮। ডি-৬০৫৬৩৪

✱ ধানমন্ডি ১৫/এতে ২৩৩৬ বর্গফুট অ্যাপার্টমেন্ট। একসাথে ২টি গ্যারেজ, ৫ তলায় দক্ষিণ। একদাম : ৩.২৫ কোটি। মালিক বিদেশগামী, শুধুমাত্র মেসেজ। ০১৭১০-৫৮৪২৬৫, হোয়াটস অ্যাপ : +৯০৫৩৪৮৫৬৮৭৭৯। মহাবু-৬০৫৬৬৬

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ী ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০৫৬৩৫

✱ মোহাম্মাদপুর মনসুরাবাদ হাউজিংয়ে ১০নং রোডে ১৩২০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় বেজ কনসালটেন্ট লি.। মোবাইল : ০১৭২৮৫৮৫০৮৬। ডি-৬০৫৬৩০

✱ শ্যামলী আদাবরে বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটির ২নং রোডে ৬ তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় বিক্রেতার নিজ মালিকানাধীন ১৪৯৫ বর্গফুটের একটি পূর্বমুখী ব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধা এবং গ্যাস সংযোগসহ বিক্রয়। মূল্য : ৯৭ লক্ষ। প্রপার্টি কানেক্ট। ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯, ০১৯৩৩৩০১০১০। সি-৬০৫৭১৮

✱ মোহাম্মদপুরের বসিলাতে আধুনিক সকল সুবিধাসম্পন্ন ১২৯৫ বর্গফুটের ২টি রেডি ফ্ল্যাট জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়। ০১৩২৯২৬৭০০৩, ০১৭৪০৭৫১৪৭৬। ডি-৬০৫৬২৯

✱ ধানমন্ডি আ/এ ৬/এ রোডে ৫ম তলায় ২০৫৫ ব.ফু. একটি অল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরী বিক্রয়। ৩ বেড, ১ পার্কিং। ০১৭১৩৯০৯০৪৮। ডি-৬০৫৬৪৯

✱ মোহাম্মদপুর শাহজাহান রোডে ১৭৩০ বর্গফুট ও ১৬৭০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট ও বায়তুল আমান হাউজিং-এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৫৬১২

✱ জিগাতলা শেরে-ই-বাংলা রোডে তিন দিক খোলামেলা লাক্সারিয়াস ২২২০ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের নতুন রেডি ফ্ল্যাট। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৫৬১৩

✱ ধানমন্ডি ২৮নং রোডে ৪ বেড রুমের ফুল ইন্টেরিয়রকৃত ২৮৫৬ বর্গফুট ও ৯/এ-তে ২৭৮০ ব.ফু. ও ১৩নং রোডে ১৯৬০ ব.ফু. ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ ব.ফু. ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৫৬০৭

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৯০ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৫৬০৮

✱ উত্তরা ১৪নং সেক্টরে ১৯ নং রোডে দক্ষিণমুখী ১৫৯৭ বর্গফুট ও উত্তরা ০৪নং সেক্টর ১৬ নং রোডে ৪২৪২ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৫৬০৯

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৫৬১০

✱ সেন্ট্রাল রোডে ১৫তলা ভবনের ১২ ও ১৪ তলায় ব্র্যান্ডনিউ ৩ বেডের ১৫৭০ বর্গফুট ও ১৫৬৫ ও ২০৭০ বর্গফুটের খোলামেলা নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৫৬১১

✱ উত্তরা সেক্টর-১৫, পার্ক ফেসিং অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ২৫০০ ও ১৬০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭১১২৮৮১৩৮। উবু-৬০৫৫৩৫

✱ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইনরোড ও মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায় রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০-৪৬৪৩৩১। ডি-৬০৫৬৬০

প্লট বিক্রয়

✱ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবা : ০১৮৪৪-২৪৩৮৫৮। টিবু-৬০৫৫৫৭

✱ বসুন্ধরায় এম-ব্লকে ৭.৫ কাঠার ৫০ ́+২৫ ́ এর কর্নার প্লট এবং পূর্বাচলে ১নং সেক্টরে ৭৫ ́+৩০ ́ এর কর্নার প্লট বিক্রয় হবে। ০১৯৭৮১৬৭১৬৮, ০১৭৮৯৯০২৮১০। ডি-৬০৫৬৬২

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এম-ব্লকে ৫০ ফিট রোডে ১০ কাঠা। সি-ব্লকে ৩.৫ কাঠার প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৭৮৭২৪৬৯৯, ০১৯১৭০৮৩৯৩৯। ডি-৬০৫৬৭৬

✱ রাজউক পূর্বাচলে কমদামে ১০ ও ২৩নং সেক্টরে পূর্বমুখী ৫ কাঠা ১৩ ও ২২ নং সেক্টরে ৩ কাঠা প্লট বিক্রয়। ০১৮১৫-৫৫৭৪৩০। ডি-৬০৫৭২৪

✱ বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে জে-ব্লকে ৫ কাঠা ও আই-এক্সটেনশনে ৪ কাঠা উত্তরমুখী প্লট বিক্রি। মোবাইল : ০১৭৮০-৮০৮০৮৫। ডি-৬০৫৭১৭

✱ রাজউক পূর্বাচল ৭ নাম্বার সেক্টরে ১টি ৫ কাঠা প্লট বিক্রি হবে। ০১৭৫২-৯৯৬২৬৬। ডি-৬০৫৭১৫

জমির শেয়ার বিক্রয়

✱ উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে ১৭/এইচ সেক্টরে ৩ কাঠা জমির ২টি শেয়ার বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৩৮৬৮৩৩৪। ডি-৬০৫৬৪৮

✱ বসুন্ধরায় দক্ষিণমুখী এম-ব্লকের চমৎকার লোকেশনে প্লটের শেয়ার বিক্রয়। শেয়ার মূল্য ৫৮ লক্ষ। ২০৫০ বর্গফুট, ৫ কাঠা। মোবা : ০১৬১৬৬৯৪৫১৬। ডি-৬০৫৫৬৪

বিবিধ

✱ **টেকনোলজি সার্ভিস :** সিসি টিভি ক্যামেরা লিফট, জেনারেল, সাপ্লাই ও সার্ভিসিং করি। অফিস : ধানমন্ডি রোড ৬/এ, বাড়ি ৬৯/বি। টেকনোলজি সার্ভিস। # ০১৭৬৬৯৫৮৪১৯, ০১৭১১০০৬০০৫। মিবু-৬০৫৫১১

✱ **পিস্তল ক্রয়-বিক্রয় :** নতুন শর্টগান রিভলবার, রাইফেল ক্রয়-বিক্রয় মেরামত। আহম্মদ ফায়ার আর্মস কোম্পানি। বাইতুল মোকাররম সুপারমার্কেট। ৯৫১৩৪৭৫, ০১৭১১-৫৩৪২৬৩। ডি-৬০৫৬২৭

✱ **সাবলেট চাই :** ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় এক রুম সাবলেট নিতে চাই। যোগাযোগ : ০১৭৩০-২২১৩০৩। ডি-৬০৫৬২৪

✱ **জমি ক্রয় :** রাজউক পূর্বাচল সিটিতে (নিজেদের ব্যবহারের জন্য) ৫/৩ কাঠা জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। শুধুমাত্র প্রকৃত মালিকগণ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ : ০১৭৩০০৫৩৭৭৯, ০১৭৩০৫৩২৯২৯। টিবু-৬০৫৪২৫

অফিস ভাড়া

✱ ধানমন্ডি রোড নম্বর ৬/এ : ২০০০ বর্গফুট ও ১২৫০ বর্গফুট অফিস ভাড়া হবে। যোগাযোগ মোবাইল : ০১৭০৮৫১৯০৮৮। ডি-৬০৫৫৮৫

✱ হাইজ-১২/এ, রোড-৮, গুলশান-১ ছয়তলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় ২৫০০ বর্গফুটের ৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট। অনান্য ফ্লোরে দেশি-বিদেশি অফিস রয়েছে। ০১৭১১-৮৭৭৮৩৭। মহাবু-৬০৫৬৭০

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ আফতাবনগর, সি-ব্লকে, দক্ষিণমুখী, কর্নার প্লটে ১৩৭৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি : ০১৭৫৩-৮৮৯১৯১, ০১৬১৬-১৬৬৬০০। সি-৬০৫৩৯৬

✱ বসুন্ধরা ডি ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪-১৭০০৭৭, ০১৭০৪-১৭০০৭৬। মো.বু-৬০৫৪৭৬

✱ উত্তর মুগদা জরুরি ভিত্তিতে ব্যান্ডনিউ ১৩৬৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৯২৬-৩৯১০৮৫, ০১৩১০-৩২০৮৬১। ডি-৬০৫৬৬১

✱ ধানমন্ডিতে ২৫৬৫, বনানীতে ৩৬০০, ডিওএইচএস বারিধারায় ২৮৪৩ এবং বসুন্ধরায় ২২২০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৯৫৫৪৪৩৩২২। সি-৬০৫৬০৫

✱ শ্যামলীসহ আদাবরে ১৫৫০ ও মিরপুরসহ মনিপুরে ৮৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মালিক বিদেশগামী। ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ : +৮৮০ ১৮১৫-৩৩৬৮৬৭। মহাবু-৬০৫৬৬৭

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯তলায় সামনে কর্নারে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০৫৫৬৭

✱ বসুন্ধরা আ/এ ই ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ২টি ফ্ল্যাট অবিশ্বাস্য ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫৬০৫০৭১। টিবু-৬০৫৫৭৪

✱ লালমাটিয়া ই-ব্লকে মহিলা কলেজের সন্নিকটে উত্তর-পশ্চিমমুখী কর্নার প্লটে বিক্রেতার নিজ মালিকানাধীন ১৪৫০ বর্গফুটের একটি নতুন অব্যবহৃত ফ্ল্যাট পার্কিং সুবিধাসহ বিক্রয়। মূল্য : ১.৯৫ কোটি। প্রপার্টি কানেক্ট : ০১৯৩৩৩০১০১০, ০১৯৩৩৩২৩৩৩৯। সি-৬০৫৭২০

✱ আধুনিক সকল সুবিধাসহ শেখেরটেক শ্যামলী হাউজিং সোসাইটিতে (১২৪৫-১০৭৫ ব.ফু.) নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৩০৬৩১৯৮৪৮, ০১৭১০৩৯৭৪৮৭। সি-৬০৫৫৬২

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ ৩৮৪০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট ব্র্যান্ডনিউ ৪ বেড ২ পার্কিং জরুরি বিক্রয়। মোবা : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০৫৪৯৯

✱ ধানমন্ডি, নর্থ রোডে তিতাস গ্যাস, গ্যারেজসহ ১৪৭৫ বর্গফুটের ৩ বেডের ব্যবহৃত আধুনিক ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রি। বিস্তারিত জানতে ০১৭৫৯৩৫২৭৬৫, ০১৭২৬৮১৮৬৯১। সি-৬০৫৬২০

✱ উত্তরা সেক্টর-০৪, রোড-২০/সি ১৭৩৭ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৭৫৫৫৫৮০৯০, ০১৭৫৫৫৫৮০৯১। টিবু-৬০৫৫৯৩

✱ জলসিঁড়িতে (৪০ ́-১০০ ́ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। টিবু-৬০৫৫৮৩

✱ উত্তরা ৬নং সেক্টরের ১নং রোডে, ২৪০০ বর্গফুটের ৪ বেডের নির্মাণাধীন দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিট এপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫। টিবু-৬০৫৫৮০

✱ আগারগাঁও তালতলা শেরেবাংলা নগরে ২ বেড ড্রয়িং-ডাইনিং ২ বাথ, ১ বারান্দা। দোতলায় তিতাস গ্যাস গ্যারেজ সুবিধা। ৩৩ লাখ। সরাসরি : ০১৬০৮৭৫৯০৪০। ডি-৬০৫৬৬৮

✱ আফতাবনগর এল-ব্লকে সেক্টর-২ ফরেন ফিটিং ১৫৫০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী ব্র্যান্ডনিউ ফ্ল্যাট সুলভে বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতাগণের জন্য। সরাসরি : ০১৯৭৩০৪৭৭৪২। ডি-৬০৫৬৫৭

✱ আফতাবনগরের ডি-ব্লকে ৩ বেডরুমের প্রায় রেডি ১৬০০ বর্গফুটের ও বনশ্রীর এম-ব্লকে ১৬৫০ বর্গফুটের ৩ বেডরুমের ১০০% রেডি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। ০১৭৩১-২৫৮৯৫১, ০১৭০৮৫২৬৬০৪। ডি-৬০৫৬৮১

✱ ধানমন্ডিতে ১৬৪৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ও মোহাম্মদপুরে ১৪৩৫ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ, পার্কিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৯০৬-১৯৮১০৩, ০১৯০৬-১৯৮১০৪। মো.বু-৬০৫৬৩২

✱ মনোরম পরিবেশে মতিঝিল আরকে মিশন রোডে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণাধীন ১৪৬১ ব.ফু. ফ্ল্যাট আধুনিক সুবিধাসহ জরুরী বিক্রয়। ০১৭৭১২২৫৫৪৪। ডি-৬০৫৬৯১

বিবিধ বিক্রয়

✱ অফিস স্পেস : ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায়চালিত মতিঝিল-এ অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৫৫-৫১১০২০, ০১৭৫৫-৫১১০২৬। মো.বু-৬০৫৪৭৪

✱ **বিক্রয় হইবে :** খুলনা সোনাডাঙ্গায় জি+৯ বিলাসবহুল হোটেল ও রেস্তোরাঁ, ৪৮টি রুম ও স্যুইট, ৪০০ জন ধারণক্ষমতার কনভেনশন হল, ১০০+ অতিথির ছাদ রেস্তোরাঁ, সম্পূর্ণ সিটি টিভি কভারেজ, আরএফআইডি লক, স্বাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ওয়েবসাইটসহ আন্তর্জাতিক বুকিং সংযোগ। পর্যটনবান্ধব এলাকায় চমৎকার ব্যবসায়ীর সুযোগ যোগাযোগ এ্যাডভান্সড ফ্যাসিলিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সল্যুশন লিমিটেড। ০১৩২২৯১৬৭৩৪। সি-৬০৫৩৯২

✱ **কমার্শিয়াল স্পেস :** উত্তরা, মতিঝিল, ধানমন্ডি, গুলশান প্রগতি সরণি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাথে কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়। প্রোপ্রার্টি বাই/সেল। # ০১৭১১০০৬০০৫, ০১৬২১০১৮৪৩৩। মিবু-৬০৫৫১২

✱ **বাণিজ্যিক স্পেস :** বাংলামটরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭৭২ ও ১৮২৮ ব.ফু. ও ধানমন্ডি ২৭নং রোডে ব্র্যান্ডনিউ ৫০০০-১০৮৫০ ব.ফু. ও ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে রেস্টুরেন্ট অনুমোদনসহ ৩৫০০-১০৩৭৫ ব.ফু. বাণিজ্যিক স্পেস বিক্রয়। মোবা : ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০৫৬১৫

✱ **গাছ :** সম্পূর্ণ পরিপক্ক ৬০টি মেহগনি গাছ বিক্রি করা হবে। বিক্রির স্থান : মতলব-দক্ষিণ, চাঁদপুর। যোগাযোগ : ০১৭১৭৭৬২০৩৪ (ম্যানেজার)। ডি-৬০৫৬৫৯

✱ **ফ্যাক্টরী :** ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে চালু অবস্থায় পি.ভি.সি পাইপ ও ফিটিংস ফ্যাক্টরী বিক্রয় হইবে। বিদেশী মেশিনারীজসহ জমির পরিমাণ ২ (দুই) একর। সরাসরি যোগাযোগ : ০১৭৬৫-৪৬৬২৯৪। ডি-৬০৫৭১৩

আবশ্যক

✱ আকতার গ্রুপ প্রা. লি. এ ব্যাংকিং/জেনারেল ও অ্যাডমিন ডিভিশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নিয়োগ। সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১৫ বৎসর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত আবেদন করতে পারবে। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষে। আগ্রহীগণ ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ২৫-১১-২০২৪ ইং মধ্যে ই-মেইলে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। Email : aktar.bdhrd@gmail.com, বাড়ি-৮৭, রোড-৪৭, বনানী, ঢাকা। সি-৬০৫৫৭১

✱ একটি ছোট ফ্যামিলির জন্য একজন পুরুষ কেয়ারটেকার আবশ্যক, রান্নার কাজ জানতে হবে। বেতন ১২ হাজার টাকা (থাকা-খাওয়া ফ্রি)। ঠিকানা : ৩৩/১, রোড-১০, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, যোগাযোগ : ০১৯০৬১৪৩৭৯৬। টিবু-৬০৫৫৫৬

✱ মেডিকেল সেন্টারের জন্য নার্স ও রক্ত সংগ্রহকারী আবশ্যক। যোগাযোগ : হেলথ কেয়ার সেন্টার, ট্রপিক্যাল মোল্লা টাওয়ার, ৩য় তলা শ-১৫/১-১৫/৪ প্রগতি সরণি, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২ সিভি পাঠানোর ই-মেইল :info@healthcaremedicalbd.com ফোন : ০১৭৭৬-৪৯০৯৮২। মহাবু-৬০৫৬৭১

✱ ঢাকায় অবস্থিত একটি স্বনামধন্য আবাসিক হোটেল ম্যানেজমেন্টের জন্য ১০ বছর অভিজ্ঞ ২ জন ম্যানেজার আবশ্যক। যোগাযোগ : এফএআর, বাড়ি-১১, রোড নং-১২, ব্লক-এফ, গুলশান, নিকেতন, ঢাকা। ০১৭১১৫৪৮৮৩৩। ডি-৬০৫৭৩৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা সি ব্লকে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী কর্নার ২০৮২ বর্গফুটের তিতাস গ্যাস সংযোগসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৬৭৩৩৭৩৪৪১। সি-৬০৫৩৫৯

✱ সেগুনবাগিচা হাইস্কুল-সংলগ্ন ১৩০০ ব.ফু. নতুন ও কর্নার প্লট পার্কিংসহ ১টি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। # ০১৭৫২৭৭০৫৭৭। ডি-৬০৫৬৭৩

✱ মিরপুর-১, দক্ষিন বিশিল-এ অত্যাধুনিক ১৫৭৫ ও ১৫৬৫ বর্গফুট ও মধ্য পাইকপাড়া আনসার ক্যাম্প স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন ৯০০/১৮০০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ফোন-০১৮৪৫-৭৭৭৮২৮। ডি-৬০৫৬৯০

✱ মিরপুর-১, মাজার রোডে ২৫ ́ রাস্তার ৪ বেড ১৭০০ বর্গফুট-এর অত্যাধুনিক ১টি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৫-৭৭৭৮২৮। ডি-৬০৫৬৮৫

✱ ফ্ল্যাট শেয়ার : উত্তরা ১৭, ওয়ার্ল্ড ও শান্ত মারিয়ম ইউনিভার্সিটি ও বিজিএমইএ ভবন সংলগ্ন মেট্রোরেল স্টেশন সন্নিকটে ফ্ল্যাট শেয়ার বিক্রয়। ০১৯১৭৩৩৯০৪৬। ডি-৬০৫৬৯৫

✱ পূর্বাচল সংলগ্ন ইউএস বাংলা প্রকল্পে নান্দনিক ও অত্যাধুনিক স্থাপনায় এভিনিউ রোডে (৬০টি) সহজ কিস্তিতে (মেয়াদ শেষে ১০০% লাভের নিশ্চয়তায়) বিবিধ সাইজের কমার্শিয়াল স্পেস/ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৩৭৭৭০০২১, ০১৯১২১০০৪৪৮। ডি-৬০৫৭০৮

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর কে-ব্লকে দক্ষিণমুখী লেকভিউ প্লটে ১৩৫০/২৭০০ ব.ফু. প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়। ০১৭১১০২৯৯১৩। ডি-৬০৫৬৭৫

✱ হাতিরঝিলের সাথে নান্দনিক পরিবেশে মহানগর প্রজেক্টে রেডি ১৬০০ ব.ফু. ও দক্ষিণ বনশ্রীতে ১৩০০ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৪২৪৭৪৭২৫, ০১৬৭৬৭৮৫২৭১। ডি-৬০৫৬৭২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা ডি-ব্লকে ৮নং রোডে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ৪ বেডরুমের ২২০০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। মিউচুয়াল প্রপার্টি লিঃ। ০১৭৬৬৬৭৯৪৩১। ডি-৬০৫৬৫০

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছু সংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১-২১৮৪১৫, ০১৭১১-২১৮৪৪১। ডি-৬০৫৭২৬

✱ দক্ষিণ বাড্ডায় লিংক রোডে বৈশাখী সরণি গেইট সংলগ্ন প্রজেক্টে ১১৯৫ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৬৭৪-৩৫০৪৭০, ০১৭১৬-৩০৫৬১৪। ডি-৬০৫৭০৯

✱ গুলশানে ২০১৫-২৩১৫ ব.ফু. সুনামধন্য কোঃ দ্বারা তৈরি সুন্দর মনোরম পরিবেশে অভিজাত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিজিক প্রপার্টি # ০১৮১০-০৭৭৮৭৭। ডি-৬০৫৭২৭

✱ সুনামধন্য কোম্পানির তৈরি লালমাটিয়া ৮তলা বিল্ডিংয়ের ৩য়তলায় ২১০০ ব.ফু. উত্তরা ৪ নাম্বার সেক্টরে মাঠের সন্নিকটে ১৮৯০ ব.ফু. লাক্সারিস ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৩১-০১১১৭১। ডি-৬০৫৭২৮

✱ লালমাটিয়া ২১৯০ বর্গফুটের ৯ম তলায় ১টি নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১-২৯২২৮৯। ডি-৬০৫৭১৯

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি বাংলাদেশ আই হসপিটালের পিছনে, সাইজ ১২৫০, ১৩৫০, ১৬৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৮৮১-৬৫৫০৪৩। ডি-৬০৫৭২১

✱ ধানমন্ডিতে প্রাইম লোকেশনে ১৯০৫ বর্গফুটের ২য় তলায় গ্যাস সংযোগসহ ১টি পুরাতন ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৭১১-২৯২২৮৯। ডি-৬০৫৭২২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্র্যান্ড নিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০৫৭১১

✱ বেইলী রোডে রূপায়ণ স্বপ্ন বিলাস প্রশস্ত ৩০০০ বর্গফুটের ২টি কার পার্কিংসহ রেডী ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৬৮২৮৩৮০৩৩। মহাবু-৬০৫৭৫৭

✱ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট/কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়-উত্তরা, মিরপুর, আফতাবনগর, মতিঝিল, মাদানী এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ও যশোর। যোগাযোগ : ০১৬১৬৯৯৯২১০। ডি-৬০৫৭৭২

✱ ৫ বিঘা জমিসহ গার্মেন্টস করার ফ্যাক্টরি দ্রুত বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৭৭৭৩৪৭১৪। ডি-৬০৫৭৭৩

বাড়ি বিক্রয়

✱ মগবাজারে ৪ কাঠার উপর সাড়ে ৪ তলা বাড়ি। ভাড়া ২ লক্ষ টাকার বেশি আসে। মেইন রাস্তার উপর। (নো-মিডিয়া) # ০১৭১৩৪০৯১৩১। ডি-৬০৫৬২৩

✱ মোহাম্মদপুর বাবর রোড জহুরী মহল্লাতে ১.৭৫ কাঠা জমির উপর ২ ইউনিটের ৪ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮১১-৪৭৮৯৫১, ০১৯৭১-৪৪১০০৭। ডি-৬০৫৬২৫

✱ পূর্বাচল ৩০০ ফিট সংলগ্ন পিংকসিটি আ/এ ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা ও ৬.৫০ কাঠা জমির উপর ৩টি ডুপলেক্স বাড়ি ও পূর্ব শেওড়াপাড়ায় ৩.৩২ কাঠায় ৪ তলা বাড়ি বিক্রয়। ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৫৬১৪

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পৃষ্ঠা-১২

সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস
জরুরী মেরামত বিজ্ঞপ্তি

১। এতদ্বারা প্রকৃত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি মেরামতকারী ব্যবসায়ী/প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারীগনকে (যারা প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তরের তালিকাভুক্ত) জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ইউনিটের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রসমূহ অকেজো হওয়ায় মেরামত করা প্রয়োজনঃ

টেন্ডার নং-১৯৫/২০২৪-২০২৫
BAF Base Birsreshto Matiur Rahman, Jashore

Ser	PVMS No	Name Eqpt	Faults/Requirement
1.	210015-	500 MA X-RAY MACHINE WITH STANDARD ACCESSORIES, MODEL:FDR SMART F, SER: GBB 1981510A	a. HT Control Board Faulty

টেন্ডার নং-১৯৬/২০২৪-২০২৫
CMH Chattogram

Ser	PVMS No	Name Eqpt	Faults/Requirement
1.	210007	500 MA X-RAY MACHINE WITH ALL STD ACCESSORIES, MODEL:RADIOGRAPHY SYSTEM RADSPEED SIT (SHIMADZU), SER: MP41EBA55007, MADE IN JAPAN	a. MP4 Magnet Relay-US b. Fit Control PCB Faulty

টেন্ডার নং-১৯৭/২০২৪-২০২৫
CMH Dhaka

Ser	PVMS No	Name Eqpt	Faults/Requirement
1.	100202/A	SIMULTANEOUS ULTRASOUND PNEUMATIC LITHOTROPSY SYSTEM, FT-128#B1004	a. Main PCB of Swiss Lithoclast Master Faulty b. Amplifier Board-US c. Lithopump Venture Cartridge -US d. Venture Manifold-US
2.	091451	ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATOR CUSA/ USA, BRAND:INTEGRA, MODEL:CUSA EXCEL-9, SER NO:HGC-19036041E, MADE IN IRELAND & USA	a. Hand Piece 36 KHZ Defective
3.	080279	SURGICAL TISSUE MANAGEMENT SYSTEM (STMS) ,BRAND: OLYMPAS,SER:B003113,MADE IN GERMANY	a. Generator PCB Faulty b. Inner Sheath (A22041A), Qty:01 c. Telescope 4mm 12^0 (A22001A), Qty:01 d. Light Guide Cable (WA03300A), Qty:01

২। উল্লিখিত মেশিনসমূহ পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারক দেশ এবং মেরামতের নির্দিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ উল্লেখ করতঃ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভে রিপোর্টসহ দরপত্র আগ্রহী দরদাতা কর্তৃক সীল মোহরকৃত খামে **আগামী ২০ নভেম্বর ২০২৪** তারিখের মধ্যে এই মহাপরিদপ্তর এর মেডিক্যাল স্টোর শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা দিতে হবে এবং একই তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।

৩। উল্লেখ্য যে, বিষয়োল্লিখিত মেশিনের মেরামতকৃত অথবা মেরামতের জন্য প্রদানকৃত খুচরা যন্ত্রাংশের কমপক্ষে ০১ (এক) বছরের ওয়ারেন্টি (Warranty) প্রদান করতে হবে।

৪। কর্তৃপক্ষ কারন ছাড়াই যে কোন দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন।

মোঃ তানজির হাসান
মেজর
পক্ষে মহাপরিচালক

আই এস পি আর/বিবিধ/ ২০২৪/৫২১
১৩/১১/২৪

IBA Institute of Business Administration

MBA ADMISSION TEST

Regular Program | Session: 2024-2025

Required Academic Qualifications

- Bachelor's degree in any dicipline with a minimum CGPA of 2.50 (in a 4.00-point scale) or 2nd class;
- Minimum GPA of 3.00 out of 5.00 (or 2nd division) in both SSC and HSC exams separately.
- Minimum GPA of 2.00 in both O Level and A Level separately. For details, please visit our admission portal.
- No 3rd division/class at SSC/HSC/bachelor's level of education.
- In order to be eligible for the test, an applicant must obtain published official result of his/her bachelor's degree on or before **21 November 2024.** An applicant obtaining his/her result at a date later than this shall be considered as 'disqualified' from the admission process.

■ MBA Admission Test (2024-2025) of the Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka will be held on **Saturday, 30 November 2024, at 10:00 am.**

■ The test has two components: Written test and Interview. The written test component evaluates applicant's aptitude in English Language & Communication, Mathematics, and Analytical Ability. An applicant must obtain a minimum qualifying score in each of the above areas to pass the written test. After qualifying in the written test, short listed applicants must appear before an interview board.

■ An applicant with a foreign nationality and foreign university degree(s) may be exempted from taking the written test if s/he has a GMAT/GRE score of minimum 75 percentile. However, s/he is required to appear before an interview board.

■ For all foreign certificates/degrees (excluding O Level and A Level), equivalence will be determined by the Equivalence Committee of IBA. Without such equivalence, the applicant will not be eligible to apply for the admission test.

■ An applicant with a degree from UGC unapproved program of any university is not eligible to apply for the admission test.

■ Total application fee is Tk. 2080/- (including online processing fee). The application must be submitted online by **Thursday, 21 November 2024.** For detailed application procedure, please visit:

www.mba.iba-du.edu

■ For further information, please call 01764119001 or 01764119002 between 10:00 am to 06:000 pm on any working day till **Thursday, 21 November 2024.**

Director
Institute of Business Administration
University of Dhaka

সংকট সমাধানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে

Cry My beloved Country, Cry! Manipur Still

ভারতের মণিপুরে নতুন সহিংসতায় প্রাণহানির ঘটনায় দেশটির *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা

এমন অবহেলার জবাব কী

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ১০০ দিন পূর্ণ হতে যাচ্ছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে সহায়তা এবং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের বিষয়টি তাদের অগ্রাধিকার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এত দিনেও তারা নিহত ও আহতদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি। এর ফলে সহায়তা ও পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে, ৭ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত খবরে ১৮ হাজারের বেশি আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গণ-অভ্যুত্থানে ৮৭৫ জন নিহত হয়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী, নিহত ও আহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবার ও আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার কথা রয়েছে। বলা হয়েছিল, সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের ব্যয়ও সরকার বহন করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আহতদের চিকিৎসায় অবহেলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ পেলেও সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কার্যকর পদক্ষপ নেওয়া হয়নি।

সরকারের অবহেলার প্রতিবাদে গত বুধবার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিরা দফায় দফায় বিক্ষোভ করেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে ঘেরাও করেও যখন প্রতিকার পাননি, তখন তাঁরা হাসপাতাল ছেড়ে রাজপথে অবস্থান নেন। এতে ওই এলাকার যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আহত ব্যক্তিরা রাত ১০টার মধ্যে উপদেষ্টাদের তাঁদের অবস্থানস্থলে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কোনো উপদেষ্টা সেখানে যাননি। এই সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন প্রতিনিধি হাসপাতালস্থলে গিয়ে আহতদের বোঝাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে মধ্যরাতে সরকারের চারজন উপদেষ্টা ঘটনাস্থলে যান এবং নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বৃহস্পতিবারের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সে সময়ও আহত ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। তাঁদের কেউ চোখ হারিয়েছেন, কেউ হাত-পা হারিয়েছেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার প্রতি আহতদের ক্ষোভের কারণ, তিনি হাসপাতালের পঞ্চম তলায় গেলেও অন্যান্য তলায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের দেখতে যাননি।

আহত ব্যক্তিরা যে উন্নত চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবিতে রাজধানীর পঙ্গু হাসপাতালের সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন, সেই দাবি অন্যায্য নয়। তাঁদের অভিযোগ, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনে গিয়েও তাঁরা সাক্ষাৎ পাননি তাঁর।

অন্তর্বর্তী সরকারের নীতিনির্ধারকেরা আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদক্ষেপে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা পদে এমন একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, শুরু থেকেই তাঁর কার্যক্রম তেমন দৃশ্যমান নয়। তিনি এর আগেও একটি কর্মসূচিতে গিয়ে চিকিৎসকদের তোপের মুখে পড়েছিলেন। বুধবার জুলাই আন্দোলনে আহতদের বিক্ষোভ থেকে রেহাই পেতে তাঁকে নিজের গাড়ি রেখে অন্য গাড়িতে হাসপাতাল ত্যাগ করতে হয়েছে। আহতদের এক লাখ টাকা করে যে সহায়তা দেওয়ার কথা, তা-ও অনেকে পাননি। এই অবহেলার জবাব কী।

আমরা আশা করব, সরকারের চার উপদেষ্টা আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে যে ওয়াদা করেছেন, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের উচিত অবিলম্বে জুলাই বিপ্লবে নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা এবং আহতরা কে কোন অবস্থায় আছেন, সেটাও দেশবাসীকে জানানো। প্রয়োজনে তাঁদের বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুন্দরবনে দস্যুদের উৎপাত

বন বিভাগকে কঠোর হতে হবে

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিছু জায়গায় পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। যেমন সুন্দরবনে ডাকাতের উৎপাত বেড়ে গেছে। নতুন ডাকাত দলের আবির্ভাব হয়েছে। ডাকাতি ছাড়াও ঘটছে অপহরণের ঘটনা। নজরদারির অভাবে সুন্দরবনে নতুন করে এ আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক।

২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ধাপে ধাপে সুন্দরবন অঞ্চলের ৩২টি দস্যু বাহিনীর ৩২৮ জন দস্যু ৪৬২টি অস্ত্র, ২২ হাজার ৫০৪টি গোলাবারুদসহ আত্মসমর্পণ করেন। পরে ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর প্রাণবৈচিত্র্যে ভরা সুন্দরবনকে 'দস্যুমুক্ত' ঘোষণা করা হয়। যদিও সুন্দরবনে ডাকাত দল ও চোরাচালান চক্রের তৎপরতা কখনো থেমে ছিল না। গত ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর খুলনার কয়রা, দাকোপ ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলাজুড়ে বিস্তৃত পশ্চিম সুন্দরবনে আসাবুর বাহিনী, শরিফ বাহিনী, আবদুল্লাহ বাহিনী, মঞ্জুর বাহিনী, দয়াল বাহিনী নামে বনদস্যুদের নতুন কয়েকটি দল তৎপরতা শুরু করেছে। দস্যুতায় যুক্ত হয়েছেন জেল পালানো কয়েদি ও চিহ্নিত অপরাধীরাও।

ডাকাত দল সুন্দরবনে মৎস্য আহরণে যাওয়া জেলেদের কাছ থেকে মাছ, টাকা, মুঠোফোনসহ সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। এমনকি বনে ঢুকলে জেলেদের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের চাঁদাও দাবি করছে। গত তিন মাসে পশ্চিম সুন্দরবনে অন্তত তিনটি অপহরণের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর বাইরেও অপহরণের ঘটনা ঘটলে জেলেরা ঝামেলা এড়াতে প্রকাশ করতে চান না। বন বিভাগ জানাচ্ছে, ডাকাত দলের বিরুদ্ধে তারা অভিযান চালাচ্ছে। কোথাও ডাকাত দলের মুখোমুখি হয়েছে তারা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি গুলি ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

সুন্দরবন সুরক্ষা আন্দোলনের সংগঠকদের বক্তব্য, ডাকাত দলের দৌরাত্ম্যের কারণে বনজীবীদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে, সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায়ও কম হবে। পর্যটকের সংখ্যাও কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ডাকাত দলগুলোকে দ্রুত প্রতিরোধ না করলে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সুন্দরবন খুলনা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষকের দাবি, সুন্দরবনে এখনকার দুষ্কৃতকারীরা বড় কোনো ডাকাত দল নয়। তাদের অতটা অস্ত্রও নেই। মূলত জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রতিটি টহল ফাঁড়িকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। দ্রুত আরও জোরালো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আমরা বন বিভাগের ওপর আস্থা রাখতে চাই। আশা করছি, সুন্দরবনের সুরক্ষা এবং জেলে ও বনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

চিঠিপত্র

প্রশিক্ষণে অনীহা

স্বাস্থ্যসেবা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বর্তমানে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। বিশেষ করে নবজাতকের ওপর এর প্রভাব পড়ছে। জন্মের পরই তারা বিভিন্ন সংক্রামক ও জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের দেশেও জাতিসংঘ ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে নবজাতক ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিনা মূল্যে টিকা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে এই কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য, বিশেষ করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে টিকা প্রদানে নিয়োজিত সরকারি কর্মীরা অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় থাকলেও সনাতন পদ্ধতিতে টিকা দিয়ে আসছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও অবসরের নিকটবর্তী কর্মীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা দেখা যাচ্ছে।

বিগত সময়ের তুলনায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন নবজাতকদের ছয় ধরনের টিকা দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক টিকা প্রদানকারী সঠিক নিয়মে টিকা দিতে পারছেন না। যার ফলে নবজাতকেরা ব্যথা অনুভব করছে এবং টিকা সঠিকভাবে প্রয়োগ না হওয়ার কারণে সংক্রমণ ঘটছে। এর ফলে নবজাতকেরা স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, অবসরের সময় ঘনিয়ে এলেও টিকা প্রদানকারীদের সঠিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে নবজাতকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করুন।

মো. হুমায়ুন কবির
শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারের ১০০ দিন

কথা বলার স্বাধীনতা আর যেন না হারায়

মো. সাহাবুল হক

কথা বলার, মতপ্রকাশের অধিকার মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষকে অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। মানুষ যখন নির্বিঘ্নে কথা বলার সুযোগ পায়, সমস্যাগুলো তখন সহনীয় হয়ে দেখা দেয়। ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান মানুষের কথা বলার এই পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। গত দেড় দশকে মানুষের মতামতকে দুমড়েমুচড়ে ফেলা হয়েছিল। নাগরিক তার নিজের অধিকারটুকুও প্রকাশ করতে ভয় পেত। দেশটাকে একটা ভয়ের রাজ্য বানিয়ে ফেলা হয়েছিল।

জনপ্রিয় গায়ক তাশরিফ খানের গানে যেমন আছে, 'রাজার রাজ্যে সবাই গোলাম, করতে হবে রাজার সুনাম, নাহয় তোমার কল্লা যাবে, বিরাট কঠিন শাস্তি পাবে।' পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের সুনাম না করার কারণে হাজার হাজার মানুষকে কাটাতে হয়েছে অন্ধকার কারাগারে, সইতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। অনেকের প্রাণও দিতে হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'সরকারবিরোধী' বক্তব্য দেওয়ার কারণে ১৫ মাস কারাগারে থাকতে হয়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাস কারাগারে থেকেই মারা যান লেখক মুশতাক আহমেদ। বেঁচে গেছেন জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর। মুশতাক ও কিশোর দুজনকেই পুলিশ একসঙ্গে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাঁদের সহ্য করতে হয়েছিল অমানুষিক নির্যাতন।

আইন মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশের আদালতগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল এবং সাইবার মামলা চলমান রয়েছে ৫ হাজার ৮১৮টি (*প্রথম আলো*, ৮ নভেম্বর)। মামলাগুলোতে লাখ লাখ মানুষ ভুক্তভোগী। স্বস্তির খবর হচ্ছে সাইবার নিরাপত্তা আইনটি খুব দ্রুতই বাতিল হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত সব মামলা প্রত্যাহার করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রায় ১০০ দিন পার হতে যাচ্ছে। আলোচনা হচ্ছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে। সরকার পরিচালনায় এক শ দিন খুব বেশি সময় নয়। তবে বিগত দিনের কর্মকাণ্ড যাচাই করলে সামনের দিনগুলোতে সরকার কেমন করবে, এর একটি ধারণা পাওয়া যায়।

শুরুতেই এই সরকারকে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সরকার গঠনের প্রথম দিকে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের 'বঞ্চিত' অনুভব শুরু করলেন। বঞ্চনার প্রতিকার চাইতে তাঁরা প্রায় প্রতিদিন রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে জড়ো হতে থাকলেন নতুন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তখন গণমাধ্যমগুলো সংবাদ করেছিল, এত দাবি এত দিন কোথায় ছিল? একই সময়ে সচিবালয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝেও 'বঞ্চিতদের' ঢালাও পদোন্নতি এবং জেলা প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে তৈরি হয় নানা অস্থিরতা। পুলিশ বাহিনীতেও ছিল একই অবস্থা। ফলে মাঠপর্যায়ে প্রশাসন ছিল অনেকটাই নিষ্ক্রিয়।

২০২৪ এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান মানুষের কথা বলার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। ছবি : প্রথম আলো

পাবলিক বিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যসহ কর্তাব্যক্তিদের অনেকেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। অনেকে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রমও ছিল একপ্রকার বন্ধ। এরই মধ্যে শুরু হলো বিভিন্ন আলোচনা। নির্বাচন আগে, না সংস্কার আগে? সংবিধান সংশোধন, না পুনর্লিখন? অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ হবে কত দিন? সংসদ এক কক্ষ হবে, না দ্বিকক্ষ? নির্বাচন সংখ্যানুপাতিক হবে, না গতানুগতিক? এটি বিপ্লবী সরকার, না অন্তর্বর্তীকালীন? এমন আরও অনেক কিছু।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রায় দুই মাস পর সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ, দুর্নীতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। এর বাইরে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুটি কমিটি এবং স্বাস্থ্য, নারী, গণমাধ্যম ও শ্রম-সম্পর্কিত চারটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এর বাইরে আছে গুম কমিশন। সব মিলিয়ে অনেক বড় কাজ। কমিশনগুলো কাজ করছে, সেটা দৃশ্যমান। এর মাধ্যমে সরকারের কাজের ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে সংস্কার কমিশনগুলো কথা বলছে এবং সংস্কারে তাদের মতামত নিচ্ছে।

সরকারের সংস্কারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, একাধিক সংস্কার কমিশন ও সংস্কার প্রস্তাব আগেও এসেছে। পরবর্তী সরকার এসে তা আর আমলে নেয়নি। এদিকে বর্তমান সংস্কার কমিশনগুলোকে বলা হয়েছে সংস্কার কমিশন গঠিত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এর মধ্যে ৩০ দিন সময় শেষ। যথাসময়ে সব কমিশন কাজ শেষ করতে পারবে কি না, তা নিয়েও অনেকের কৌতূহল আছে।

দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বিগত সরকারের আমলে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেখান থেকে নতুন করে কাজ করা অনেকটাই দুরূহ ব্যাপার। পুলিশ বিভাগের কথা বলা যায়। বিগত ১৬ বছরে পুলিশ বাহিনী আওয়ামী লীগের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। আন্দোলনের সময় এই বাহিনী জনরোষের শিকার হয়েছে। নতুন পরিস্থিতিতে এই বাহিনীতে পেশাদারত্ব ফিরিয়ে আনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। গত তিন মাসেও পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ সচল করা সম্ভব হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জনগণের মাঝে স্বস্তি নেই। এমনভাবে প্রতিটি খাতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে গত সরকারের পতনের পর। তবে প্রশাসনে অস্থিরতা কমে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নিয়োগগুলোর ক্ষেত্রে একাডেমিক এক্সেলেন্সি গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সরকার গঠনের ১০০ দিনের মধ্যে সব নিয়োগপ্রক্রিয়া এখনো শেষ করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় ছয় মাসের সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে। এটা মোকাবিলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেটিও জানা প্রয়োজন। অন্যান্য খাতের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্বৃত্তায়ন হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে সংস্কারের জন্য কোনো কমিশন গঠন হয়নি।

একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি নিয়ে এই সরকার যাত্রা শুরু করেছে। গোটা কয়েক লুটেরা ব্যবসায়ী এবং ঋণখেলাপির হাতে ছিল গোটা দেশের অর্থনীতি বন্দী। ব্যাংকগুলোতে চলছিল পুকুরচুরি। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেগ্রিটি বলেছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৮০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে। অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য দুটি কমিটি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করা না গেলে এবং বিদেশ থেকে পাচারকৃত টাকা ফেরত না আনলে দেশের দুর্বল অর্থনীতি সবল হবে না। যদিও সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে রপ্তানি আয় বেড়েছে। রেমিট্যান্সও বাড়ছে। এখন প্রয়োজন সঠিক কর্মপদ্ধতি, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ছাড়া বিদেশি ঋণ নিয়ে 'লোকদেখানো' যেসব মেগা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলো পুনর্মূল্যায়ন করার সময়ও এখন এসেছে।

বর্তমান সরকারের অনেক ইতিবাচক উদ্যোগ ম্লান করে দিচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। সাধারণ মানুষ বাজারে গিয়ে নিত্যপণ্যের মূল্য দেখে বর্তমান সরকারকে আগের সরকার থেকে খুব একটা পৃথক করতে পারে না। আগের সরকারের সময় 'বাজার সিন্ডিকেটের' নাম বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীনদের সময়ে না সেগুলো ভাঙতে পারার বিষয়টা আশঙ্কাজনক।

২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই বা ৫ আগস্ট দেশের মানুষের মধ্যে এক অসাধারণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০০ দিনের মাথায় এসে মনে হচ্ছে সেই ঐক্যের কিছুটা সুর কেটে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। রাজপথে যাঁরা একসঙ্গে লড়াই করেছেন, সেই তরুণদের মধ্যেও অনৈক্যের সুর। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের কেমন দূরত্ব এসেছে বলে মনে হয়। অনেকে প্রশ্ন রাখছেন, আরব বসন্তের মতো আমাদের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানও কি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে? নিজেদের অনৈক্যের কারণে আবার যদি আমরা কথা বলার স্বাধীনতা হারাই, গণতন্ত্র পথ হারায়, তবে সেটি হবে হাজার জীবন উৎসর্গ করা প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

● **ড. মো. সাহাবুল হক** অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
shahabu14@yahoo.com

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ফিলিস্তিন, আরব ভোট ও ট্রাম্প নিয়ে কিছু প্রশ্ন

হাসান ফেরদৌস

দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জয়ের পেছনে একটি বড় ভূমিকা ছিল আরব ও মুসলিম ভোটারদের। দোদুল্যমান হিসেবে পরিচিত মিশিগানে প্রতি ১০ জন আরবের ৬ জন হয় ট্রাম্প, নয়তো গ্রিন পার্টির জিল স্টাইনকে ভোট দিয়েছেন। আরব শহর হিসেবে পরিচিত ডিয়ারবর্নে স্টাইন পেয়েছেন ১৮ শতাংশ ভোট, যা ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পাওয়া ভোটের অর্ধেক।

আরব-মুসলিমদের বক্তব্য, তাঁরা ডেমোক্রেটিক পার্টিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হয় ট্রাম্প বা জিল স্টাইনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। জো বাইডেন ও কমলা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কোনোটাই রাখেননি। মুখে এক কথা বলেছেন, কাজে ইসরায়েলকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে গেছেন গাজায় গণহত্যা চালাতে। সে জন্য বাইডেনের অন্য নাম 'জেনোসাইড জো'। আরব-আমেরিকানরা বলছেন, তাঁদের বিশ্বাস, ট্রাম্প ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। মিশিগানে এসে ট্রাম্প নিজে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

যাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন, তাঁরা হয় অতি সরল, নয়তো বোকার স্বর্গে বাস করেন। ফিলিস্তিন প্রশ্নে ট্রাম্পের অবস্থান তাঁর প্রথম প্রশাসন থেকেই স্পষ্ট। তিনি ইসরায়েলকে খুশি করতে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে এনেছেন জেরুজালেমে। ওয়াশিংটনে পিএলওর কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দিয়েছেন। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের সহায়তাকারী জাতিসংঘ সংস্থার সব মার্কিন অনুদানও তিনি আটকে দেন। সিরিয়ার গোলান হাইটসে ইসরায়েলের অধিগ্রহণ ও পশ্চিম তীরের সব অবৈধ স্থাপনায় তিনি স্বীকৃতি জানান। গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর তিনি নেতানিয়াহুকে ফোন করে বলেছিলেন, 'কাজটা শেষ করো।' নির্বাচনের ১০ দিন আগে তিনি নেতানিয়াহুকে 'তোমার যা ভালো মনে হয়' করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা বিজয় ইসরায়েলকে দারুণ উল্লসিত করেছে। রাস্তায় বিলবোর্ডে লেখা, 'ট্রাম্প, মেক ইসরায়েল গ্রেট!' তাঁদের সে বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেছেন, ট্রাম্পের এই জয়ের অর্থ হলো পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করার সময় এসেছে। শুধু সংযুক্তি বা অ্যানেক্স নয়, এই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি নিশ্চিত করার সময় এসেছে।

ইসরায়েল যে ফিলিস্তিন নামের জনপদে কোনো আরব রাষ্ট্র মেনে নেবে না, তা নতুন কথা নয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের অভিভাবকত্বে অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, যার ৫৫ শতাংশে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল, অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশে আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন। তখন থেকেই ইসরায়েলের লক্ষ্য পুরো অঞ্চলটিতে একক আধিপত্য নিশ্চিত করা। প্রথমে ১৯৪৮ সালে ও পরে ১৯৬৭ সালে দুটি যুদ্ধের পর ইসরায়েল প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের অধিকাংশ জমিই নিজের দখলে নিয়ে আসে। গত ২৫ বছরে ক্রমাগত ইহুদি বসতি স্থাপনের কারণে এখন হাতে রয়েছে যে একরত্তি জমি, সেখানে আর যা-ই হোক, স্বাধীন কোনো রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়।

ইসরায়েল আশা করছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় আগমনের পর এই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে। শুধু পশ্চিম তীর নয়, ভূমধ্যসাগর-সংলগ্ন গাজা অঞ্চলকেও ইসরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ সংযুক্তি চায় ইসরায়েল। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা গণহত্যা সে লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর কয়েক লাখ ফিলিস্তিনিকে গাজায় ঠেলে পাঠানো হয়েছিল এই বিশ্বাস থেকে যে খুব দ্রুতই প্রতিবেশী মিসরের সিনাই মরুভূমিতে তাদের পুনর্বাসিত করা সম্ভব হবে। ভেতরে-বাইরের নানা প্রতিরোধের মুখে সে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া ২০০৬ সালে ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর গাজার ভূমিকা বদলে যায়। এই নির্বাচনে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণভার চলে আসে হামাসের হাতে, পশ্চিম তীর রয়ে যায় পিএলও নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হাতে। এই দুই দলের পারস্পরিক বিরোধ ব্যবহার করে নেতানিয়াহু সরকার 'দুই রাষ্ট্র সমাধানের' সব চেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। তাঁর যুক্তি ছিল, 'ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অংশীদারত্ব নিয়ে একমত নয়। আগে তারা ঐকমত্যে আসুক, তখন দেখা যাবে "টু স্টেট" সমাধানের ভবিষ্যৎ।'

ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে তেল আবিবের সড়কে বিলবোর্ড। ছবি : রয়টার্স

এখন আমরা জানি, ইসরায়েলই অর্থ ও সমর্থন জুগিয়ে এই অঞ্চলের ওপর হামাসের নিয়ন্ত্রণ জিইয়ে রেখেছিল। কাতারের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ পাঠানো হতো হামাস প্রশাসনের হাতে। দুই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের মধ্যে এই অনৈক্য ব্যবহার করেই প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন তথাকথিত আব্রাহাম চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্প সফল হলে ফিলিস্তিন প্রশ্নটি চিরতরে ধামাচাপা দেওয়া যাবে, ট্রাম্প প্রশাসন ও ইসরায়েল এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত ছিল।

এই আশঙ্কা থেকেই ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ওপর হামাসের হামলা হয়। এর ফলে ফিলিস্তিনের প্রশ্নটি আবার আলোচনায় উঠে আসে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাজাকে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার সুযোগটি নতুন করে হাতে আসে ইসরায়েলের। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট হাতের আঙুল গুনে গুনে দেখিয়েছিলেন, গাজাবাসীর সামনে এখন মাত্র তিনটি পথ খোলা : আত্মসমর্পণ, মৃত্যু অথবা ডুবে মরা। নিজের কথা রেখেছেন যুদ্ধমন্ত্রী। গাজা এখন বিশ্বের বৃহত্তম শ্মশানভূমি।

গাজা অভিযানের ফলে ইসরায়েলের সামনে দুটি সুযোগ এসেছে; একদিকে গাজার ওপর পূর্ণ সামরিক অধিগ্রহণ, অন্যদিকে পশ্চিম তীরকে পুরোপুরি ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করা। ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে প্রত্যাবর্তনের ফলে উভয় লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়েছে। গাজার ব্যাপারে ট্রাম্প তো নেতানিয়াহুকে বলেই দিয়েছেন, 'তোমার যা মনে হয় করো।' পশ্চিম তীরের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থান পরিষ্কার। ট্রাম্প ক্যাম্পেইনের দ্বিতীয় প্রধান চাঁদা প্রদানকারী ম্যারিয়েন এডেলসন ১৩০ মিলিয়ন ডলারের চেক লেখার আগে তাঁকে দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন, পশ্চিম তীরের পূর্ণ সংযুক্তি প্রকল্পে তিনি কোনো বাধা দেবেন না। সে কথা মাথায় রেখেই বেজালেল স্মতরিচ বলেছেন, 'এখন সে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এসেছে।' শুধু পশ্চিম তীর নয়, তিনি সমগ্র ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণ চান। শুধু তাহলেই 'জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত' অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নপূরণ সম্ভব হবে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের জনক ডেভিড বেন-গুরিয়ন ১৯৩৭ সালে বলেছিলেন, পুরো ফিলিস্তিনে আমাদের প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করতে হলে কিছু আরব ফেল্লাহিনকে (চাষা) বহিষ্কার করতে হবে। বাধ্যতামূলক স্থানান্তর সফল হলে এক বিশাল জনপদ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবে।

জো বাইডেনের সাহায্যে ইসরায়েল সেই কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছে। অবশিষ্ট কাজটুকু ট্রাম্পের নতুন প্রশাসনের সময়ে অর্জিত হবে, ইসরায়েল সে আশাই করছে।

● **হাসান ফেরদৌস** প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

ধর্ম

শাসনের নামে শিশুদের ওপর নির্যাতন সম্পূর্ণ হারাম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

শিশুর সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার জন্য মাতা-পিতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের সুশাসন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শাসনের নামে নির্যাতন ইসলাম অনুমোদন করে না। এটি অমানবিক ও জুলুম। শিশুরা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। সাধারণত শারীরিক শাস্তিটা পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই বেশি।

শিশুর ৩ বছর থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে শারীরিক শাস্তি বেশি দৃশ্যমান হয়ে থাকে। নাবালেগ মাসুম (নিষ্পাপ) শিশুদের শাসনের নামে যদি এমনভাবে মারধর করা হয়, যাতে কেটে যায়, ফেটে যায়, ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায়, ফুলে যায়, ক্ষত হয়, লাল হয়ে যায় বা কালো হয়ে যায়, বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয় অথবা শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়; তাহলে ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ফিকহের বিধানমতে, তা সম্পূর্ণরূপে হারাম, নাজায়েজ, অবৈধ, অনৈতিক, অমানবিক ও বেআইনি এবং কবিরা গুনাহ বা বড় পাপ; যা তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

বিশেষত মাথায়, মুখমণ্ডলে ও কানে আঘাত কোনো বয়সীদেরই (শাস্তিযোগ্য অপরাধী হলেও) করা যাবে না; এমনকি পশুদেরও এসব স্থানে আঘাত করা নিষিদ্ধ। শিশুর মাতা-পিতা বা অভিভাবকের অনুমতি বা নির্দেশক্রমেও শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদান শিক্ষক বা অন্য কারও জন্য জায়েজ নয়। কারণ, মাতা-পিতা বা অভিভাবক নিজেই তাঁর নিজের নাবালেগ সন্তানকে (শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে, এমন প্রচণ্ড ও কঠিন আঘাতের মাধ্যমে) শাস্তি দানের অধিকার রাখেন না; সুতরাং তিনি অন্যকে এই অধিকার প্রদান করতে পারেন না। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)।

স্বগৃহ বা আপন আলয় শিশুর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। মাতৃকোল শিশুর পরম শান্তির নিবাস। যথোপযুক্ত মাতৃভাষার অভাবে এখানেই শিশু প্রথম বঞ্চনা ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। অপরিণত ও কম বয়সী মায়েরা অসহিষ্ণু হয়ে দুধ পান না করার জন্য অনেক সময় রাগে শিশুকে কোলের মধ্যে চেপে ধরেন বা ঝাঁকুনি দেন; অথবা দুধ পানের জন্য কান্নাকাটির কারণে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের চড়-থাপ্পড়ও মারেন।

অভাবের সংসারে এবং অনেক মা কর্মব্যস্ততার কারণে মেজাজ বিগড়ে গেলে শিশুদের মারধর করেন। কর্মজীবী বা শ্রমজীবী পিতারা শিশুদের খেলাধুলা ও চঞ্চলতার জন্যও মেরে থাকেন, যা আদৌ কাম্য হতে পারে না।

> আমরা যা শেখাই (যা বলি), শিশুরা তা শেখে। আসলে শিশুরা আমাদের শেখানোটা (বলাটা) হয়তো কিছুটা শেখে; কিন্তু শিশুরা আমাদের দেখে দেখে (আমাদের আচরণ থেকে) তার চেয়ে বেশি শেখে। কারণ, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়; তারা যা দেখে, তা আত্মস্থ করে

সুশিক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এ পর্যায়ে শিশুর শারীরিক শাস্তি ও জুলুম বন্ধ করা সম্ভব।

কর্মক্ষেত্রে শিশুরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, অবহেলার শিকার হয়; এমনকি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বলি হয় অধিকাংশ জায়গায়। শিশুশ্রমিক বা শ্রমজীবী শিশুরা কম বয়সেই বেশি নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়।

এ ক্ষেত্রে গৃহকর্মী শিশুরা হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত ও বঞ্চিত। এই গৃহকর্মীরা প্রায় কন্যাশিশু। তাদের বয়স ৭ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী (গৃহকর্ত্রী) ও শিশুদের (গৃহমালিকের সন্তান) দ্বারাই বেশি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

আমরা ভাবি, আমরা যা শেখাই (যা বলি), শিশুরা তা শেখে। আসলে শিশুরা আমাদের শেখানোটা (বলাটা) হয়তো কিছুটা শেখে; কিন্তু শিশুরা আমাদের দেখে দেখে (আমাদের আচরণ থেকে) তার চেয়ে বেশি শেখে। কারণ, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়; তারা যা দেখে, তা আত্মস্থ করে। আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তাদের কোমল মনে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে, অনুপ্রাণিত হয় তা প্রকাশে।

এর প্রতিফলন ঘটে তাদের কাজকর্মে ও সারা জীবনের আচার-আচরণে। যেমন ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার উপদেশ যদি আমরা অসহিষ্ণুভাবে উপস্থাপন করি; তবে শিশু এখান থেকে দুটি বিষয় শিখবে, এক. ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার বাণী বা বুলি; দুই. অধৈর্য বা অসহিষ্ণু আচরণ। আসলে আমরা শিশুকে কোনটি শেখাতে চাই?

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী** যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ড্রাই আইস — কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড হলো ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ। তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে উচ্চ চাপে অতি দ্রুত শীতল করলে এটি জমে ড্রাই আইস হয়।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : নীল বিদ্রোহ বলতে কী বোঝ?
উত্তর : নীল চাষের বিরুদ্ধে সংঘটিত বাংলার সাধারণ কৃষকদের বিদ্রোহ ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইউরোপে শিল্পকারখানাগুলোতে কাপড়ে রং করার জন্য নীলের দরকার হতো। ইউরোপে নীলের দাম ও চাহিদা ছিল প্রচুর। বাংলার কৃষকদের দিয়ে নীল চাষের পর ইউরোপে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের নীল নকশা করে কোম্পানির সরকার। বাংলার কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিগুলো তারা নীল চাষ করার জন্য দাগিয়ে দিতে থাকে। বাংলার কৃষকেরা সবচেয়ে উর্বর জমিগুলোতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নীল চাষ করতে থাকে। এর ফলে সাধারণ কৃষকেরা অপরিমেয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়। তাই একসময় তারা বাধ্য হয়েই বিদ্রোহ শুরু করে। এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন : নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডো সনদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডো সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপে গৃহিত সনদটি সিডো (CEDAW) নামে পরিচিত, যা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপে সিডো সনদটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদটি সমর্থন করেছে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করেছে। এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। বর্তমানে এই সনদ নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

প্রশ্ন : 'দাসরা ছিল প্রভুর সম্পত্তি'— বুঝিয়ে লেখো।
উত্তর : দাস হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আইন ও প্রথা অনুসারে তার মনিব বা প্রভুর সম্পত্তি। দাসপ্রথা হলো এমন এক অসম সামাজিক প্রথা, যাতে কিছু লোক সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে অধিকারহীন ও অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি। এ প্রথা অনুযায়ী একজন দাস তার মনিবের সম্পত্তি এবং মনিবের আদেশ মানতে বাধ্য। মনিব চাইলেই অন্যান্য সম্পত্তির মতো দাসদেরকেও বিক্রি করতে পারত। বস্তুত দাসদের কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সমাজে তাদের অস্তিত্ব ছিল কেবলই প্রভুর সম্পত্তি হিসেবে।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. Logarithm শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?
ক. জন নেপিয়ার
খ. জন নয়ার
গ. জন পারকিনস
ঘ. টমাস জনাথন

২. জন নেপিয়ার কে?
ক. স্কটল্যান্ডের গণিতবিদ
খ. পোল্যান্ডের গণিতবিদ
গ. সুইডিশ গণিতবিদ
ঘ. জার্মান গণিতবিদ

৩. সাধারণ লগারিদম সারণি কে প্রকাশ করেন?
ক. জন পারকিনস
খ. হেনরি ব্রিগস
গ. হেনরি কিসিআর
ঘ. জন নেপিয়ার

৪. ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের সূত্রটি কে বের করেন?
ক. চার্লস ফ্রান্সিস রিকটার
খ. জন নেপিয়ার
গ. টমাস জনাথন
ঘ. জন পারকিনস

৫. ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. $R = \log(\frac{I}{S})$
খ. $R = \log(\frac{S}{I})$
গ. $I = Pnr$
ঘ. $P = Ir$

৬. ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
ক. সিসমোগ্রাফ খ. কম্পোজ
গ. এক্স-রে ঘ. সিনোগ্রাফি

৭. রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রাকে কোন চলক দ্বারা সূচিত করা হয়?
ক. x খ. I
গ. S ঘ. R

৮. আদর্শ ভূমিকম্পের মাত্রা কত?
ক. 0 খ. 10
গ. 1 ঘ. 2

৯. শব্দের মাত্রা পরিমাপক একক কোনটি?
ক. মিমি খ. কিমি
গ. ডেসিবেল ঘ. ওয়াট

১০. $\log_b n$ এর ক্ষেত্রে আরগুমেন্ট কত?
ক. k খ. n
গ. b ঘ. log

১১. লগের আরগুমেন্ট কী জাতীয় সংখ্যা হবে?
ক. ধনাত্মক খ. ঋণাত্মক
গ. 0 ঘ. অসংজ্ঞায়িত

১২. $\log^x$ এর ভিত্তি কত?
ক. x খ. e
গ. y ঘ. 10

সঠিক উত্তর
১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. ঘ ৮. ক ৯. ঘ ১০. খ ১১. ক ১২. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

সপ্তম শ্রেণি বার্ষিক পরীক্ষা

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

পিরামিড

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'পিরামিড' কোন জাতীয় লেখা ?
উত্তর : বিবরণমূলক ভ্রমণকাহিনি জাতীয় লেখা
প্রশ্ন : 'পিরামিড' প্রবন্ধটির লেখক কে?
উত্তর : সৈয়দ মুজতবা আলী
প্রশ্ন : সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ও মৃত্যুর সাল লেখো।
উত্তর : জন্ম ১৯০৪ সাল এবং মৃত্যু ১৯৭৪ সাল
প্রশ্ন : সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার একটি বড় অংশ কোন জাতীয় ?
উত্তর : ভ্রমণকাহিনিমূলক
প্রশ্ন : সৈয়দ মুজতবা আলী সরস ভাষায় ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন কোন কোন গ্রন্থে?
উত্তর : 'দেশে-বিদেশে' ও 'জলে ডাঙায়' গ্রন্থে।
প্রশ্ন : সৈয়দ মুজতবা আলীর আরও তিনটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর : 'পঞ্চতন্ত্র', 'চাচা কাহিনী' ও 'ময়ূরকণ্ঠী'।
প্রশ্ন : 'পিরামিড' লেখাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ?
উত্তর : 'জলে ডাঙায়' গ্রন্থ থেকে।
প্রশ্ন : মিসরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী কোন চাকরি করতেন?
উত্তর : অধ্যাপনা
প্রশ্ন : অনেক সময়ে আশ্চর্য প্রকাশ করতে হলে আমরা কয়টি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন (!) দিই ?
উত্তর : ৩টি
প্রশ্ন : চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কয়টা পিরামিড?
উত্তর : ৩টি
প্রশ্ন : পিরামিডগুলো সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে কত বই লেখা হয়ে গিয়েছে?
উত্তর : গাদা গাদা বই লেখা হয়ে গিয়েছে।
প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো কীর্তিস্তম্ভ কোনগুলো?
উত্তর : মিসরের গিজে অঞ্চলের তিনটি পিরামিড।
প্রশ্ন : মানুষ কীভাবে পিরামিড সম্বন্ধে পাকা খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছে?
উত্তর : দেয়ালে-খোদাই লিপি উদ্ধার করে।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২৪

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

1. Join the following sentences with the word given in the brackets.
a. This is a pen. I lost it yesterday (which)
b. I was there. There was Autumn then. (when)
c. I did the work. I was not satisfied. (but)
d. The boy came here yesterday. He is my brother. (who)
e. I will miss you. Moin will miss you too. (both-and)

Answers
a. This is the pen which I lost yesterday.
b. I was there when it was Autumn.
c. I did the work but not satisfied.
d. The boy who came here yesterday is my brother.
e. Both Moin and I will miss you.

2. Transform the following sentences as directed.
a. He did it. (Interrogative)
b. Milk the cow. (Passive)
c. Only Allah can help us. (Negative)
d. His pocket has been picked. (Active)
e. He has been caught by a police. (Active)

Answers
a. Didn't he do it?
b. Let the cow be milked.
c. None but Allah can help us.
d. Someone has picked his pocket.
e. A police has caught him.

3. Fill in the blanks with appropriate preposition.
a. Take care ___ it.
b. An honest person abides ___ his promise.
c. God took pity ___ him.
d. Student should have easy access ___ the Headmaster.
e. He is addicted ___ drinking.

Answers: a. of b. by c. on d. to e. to.

নোটিশ বোর্ড

স্কুল ভর্তির তথ্য

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ : ৩০ নভেম্বর ২০২৪, বিকেল পাঁচটা।
ভর্তির শ্রেণি : ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম (বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখা)।
ভর্তি ও আবেদনের বিস্তারিত তথ্য www.teletalk.com.bd এ পাওয়া যাবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.eugsc.edu.bd

সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

■ সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে নার্সারিতে শূন্য আসনে ভর্তি করা হবে। আবেদনের ধরন : সামরিক ও অসামরিক। অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণের ঠিকানা : www.scpsc.edu.bd
ভর্তি ফরম অনলাইনে পূরণ ২০ নভেম্বর থেকে, শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর।
লটারির মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.scpsc.edu.bd

জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজ

■ নারায়ণগঞ্জ জলসিঁড়ি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রভাতি ও দিবা শাখা, মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা হবে।
ভর্তির শাখা : প্লে, নার্সারি, কেজি, কেজি গ্রেড-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬। লিখিত পরীক্ষা আগের শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে হবে।
ঠিকানা : জলসিঁড়ি আবাসন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https://jolshiricse.edu.bd

যশোর ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ যশোর ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্লে থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। প্লে গ্রুপ : আবেদনের শেষ তারিখ ২৫/১১/২০২৪।
মৌখিক পরীক্ষা ৩০/১১/২০২৪।
নার্সারি থেকে নবম শ্রেণি : আবেদনের শেষ তারিখ : ২/১২/২০২৪।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা : ৭/১২/২০২৪।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.jesc.edu.bd

এসএসসি পরীক্ষা : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

পরিচ্ছেদ ১৫

১. বিশেষ্য ও বিশেষণের নারী ও নরভেদের নাম কী?
ক. বচন খ. নির্দেশক
গ. বলক ঘ. লিঙ্গ

২. নিচের কোন শব্দটি উভয় লিঙ্গ প্রকাশক?
ক. সন্তান খ. ভেড়ি
গ. ছাত্র ঘ. ঘর

৩. 'উভলিঙ্গ' কোনটি?
ক. গাড়ি খ. মন্ত্রী
গ. মানুষ ঘ. পাখি

৪. কোন শব্দটি অপত্নীবাচক?
ক. মাতা খ. দাদি
গ. চাচি ঘ. শিক্ষিকা

৫. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ক. কৃতদার খ. ছেলে
গ. নেতা ঘ. বাবা

৬. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ?
ক. শিক্ষিকা খ. জেলেনি
গ. মেয়ে ঘ. সতীন

৭. '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে '-অক' এর জায়গায় কী হয়?
ক. -একা খ. -ওকা
গ. -ইকা ঘ. -আকা

৮. নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?
ক. বেগম খ. ভাইঝি
গ. ছেলে বউ ঘ. গায়িকা

৯. বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাকে কোন বাচক করা হয় না?
ক. নারীবাচক খ. নরবাচক
গ. ক্লীববাচক ঘ. পদবাচক

১০. কোন ধরনের শব্দের নরবাচক অথবা নারীবাচক রূপ হয়?
ক. বিশেষ্য ও বিশেষণ
খ. সর্বনাম
গ. ক্রিয়া ঘ. আবেগ

১১. নরবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে নারীবাচক শব্দে 'নী' হয়, এর উদাহরণ কোনটি?
ক. ঠাকুরানী খ. বাঘিনী
গ. সুন্দরী ঘ. ভিখারিনী

১২. নিত্য নারীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি?
ক. সৎমা খ. অসূর্যম্পশ্যা
গ. দাই ঘ. ঘোমজা

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১৫ : ১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. খ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৯৭. ওয়ার্কশিট দিয়ে কাজ করা সম্ভব—
i. লেখালেখির
ii. হিসাব-নিকাশের
iii. গ্রাফ চিত্রের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯৮. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামে অসংখ্য ঘরবিশিষ্ট ছককে কী বলে?
ক. ডকুমেন্ট খ. সারি
গ. ওয়ার্কশিট ঘ. ওয়ার্ক বুক

৯৯. এক্সেলের কলাম ও সারির প্রতিটি উপাদানকে কী বলে?
ক. কলাম খ. সেল
গ. শিট ঘ. ঘর

১০০. চার্ট বা গ্রাফ ব্যবহার করে উপাত্ত উপস্থাপন করতে ব্যবহার হয় কী?
ক. মাইক্রোসফট এক্সেল
খ. ফটোশপ
গ. ইলাস্ট্রেটর
ঘ. মাইক্রোসফট আউটলুক

১০১. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য কী?
i. গ্রাফভিত্তিক কাজ করা
ii. বুলেটের ব্যবহার
iii. সূত্রের ব্যবহারভিত্তিক কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১০২. ওয়ার্কশিটের প্রতিটি আয়তাকার অংশকে কী বলে?
ক. কলাম খ. সারি
গ. সেল ঘ. ঘর

১০৩. সেল কত প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার
গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১০৪. কলাম বা সারির প্রতিটি উপাদানকে কী বলে?
ক. সেল খ. স্প্রেডশিট
গ. রো কলাম ঘ. ওয়ার্কশিট

১০৫. ওয়ার্কশিটের ওপর থেকে নিচের দিকে চলে আসা ঘরের সমষ্টিকে কী বলে?
ক. Worksheet খ. Column
গ. Row ঘ. Cell

১০৬. ওয়ার্কশিটের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাশাপাশি চলে যাওয়া ঘরের সমষ্টিকে কী বলে?
ক. Column খ. Row
গ. Cell ঘ. Worksheet

১০৭. ওয়ার্কশিটের সিলেক্ট করা ঘরসমষ্টিকে কী বলা হয়?
ক. শিট খ. রেঞ্জ
গ. কলাম ঘ. সারি

১০৮. Excel2007-এ সারির সংখ্যা কোনটি?
ক. 10,48,576 খ. 8,192
গ. 255 ঘ. 256

১০৯. স্প্রেডশিটে গুণ করার জন্য কোথায় সূত্র প্রদান করতে হয়?
ক. প্রথম সেলে
খ. যেকোনো সেলে
গ. ফলাফল সেলে
ঘ. অ্যাড্রেস বারে

১১০. স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ কোনটি?
ক. ওয়ার্কশিট তৈরি করা
খ. ওয়ার্কশিট ফরমেটিং করা
গ. ফাংশন কির ব্যবহার
ঘ. শিফট কির ব্যবহার

১১১. সূত্র সব সময় কোন চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়?
ক. / খ. =
গ. # ঘ. *

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৯৭. ঘ ৯৮. গ ৯৯. খ ১০০. ক ১০১. খ ১০২. গ ১০৩. ক ১০৪. ক ১০৫. খ ১০৬. খ ১০৭. খ ১০৮. ক ১০৯. গ ১১০. খ ১১১. খ

আগামীকাল থাকবে

■ **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
■ **সপ্তম শ্রেণি :** বাংলা
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ২য় পত্র, অর্থনীতি, রসায়ন
■ **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** ইংরেজি
■ **নোটিশ বোর্ড :** খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ডিসিপ্লিনে ইএলটি প্রোগ্রাম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিতে এমএসসি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২২ এর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের পরীক্ষার সময়সূচি

তারিখ ও দিন	সময় : সকাল ৯ টা থেকে ১২টা	সময় : বিকেল ২ টা থেকে ৫ টা
	বিষয় ও কোড	বিষয় ও কোড
২৯-১১-২০২৪ শুক্রবার	বাংলা ভাষা-১ (1301)	ইসলামিক স্টাডিজ-২ (3304)
৩০-১১-২০২৪ শনিবার	ইতিহাস-২ (3302)	অর্থনীতি-২ (3306)
০৬-১২-২০২৪ শুক্রবার	ইংরেজি (1302)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-২ (3305)
০৭-১২-২০২৪ শনিবার	ভূগোল ও পরিবেশ-২ (3308)	দর্শন-২ (3303)
১৩-১২-২০২৪ শুক্রবার	সিভিক এডুকেশন-১ (1303)	সমাজতত্ত্ব-২ (3307)
১৪-১২-২০২৪ শনিবার	ভূগোল ও পরিবেশ-১ (2308)	দর্শন-৪ (5303)
২০-১২-২০২৪ শুক্রবার	সিভিক এডুকেশন-২ (1304)	ইসলামিক স্টাডিজ-৪ (5304)
২১-১২-২০২৪ শনিবার	ইতিহাস-৪ (5302)	অর্থনীতি-১ (2306)
২৭-১২-২০২৪ শুক্রবার	বাংলা ভাষা-২ (2301)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৪ (5305)
২৮-১২-২০২৪ শনিবার	দর্শন-১ (2303)	ভূগোল ও পরিবেশ-৪ (5308)
০৩-০১-২০২৫ শুক্রবার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-১ (2305)	সমাজতত্ত্ব-৪ (5307)
০৪-০১-২০২৫ শনিবার	ইতিহাস-১ (2302)	অর্থনীতি-৪ (5306)
১০-০১-২০২৫ শুক্রবার	ইসলামিক স্টাডিজ-১ (2304)	সমাজতত্ত্ব-৫ (6307)
১১-০১-২০২৫ শনিবার	ইতিহাস-৩ (4302)	দর্শন-৫ (6303)
১৭-০১-২০২৫ শুক্রবার	সমাজতত্ত্ব-১ (2307)	ইসলামিক স্টাডিজ-৫ (6304)
১৮-০১-২০২৫ শনিবার	ইসলামিক স্টাডিজ-৩ (4303)	ভূগোল ও পরিবেশ-৫ (6308)
২৪-০১-২০২৫ শুক্রবার	সমাজতত্ত্ব-৩ (4307)	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৫ (6305)
২৫-০১-২০২৫ শনিবার	অর্থনীতি-৩ (4306)	দর্শন-৩ (4303)
৩১-০১-২০২৫ শুক্রবার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৩ (4305)	ইতিহাস-৫ (6302)
০১-০২-২০২৫ শনিবার	ভূগোল ও পরিবেশ-৩ (4308)	অর্থনীতি-৫ (6306)

বিশেষ নির্দেশাবলি
পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।
মূল আইডি কার্ড ছাড়া কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২২-এ ১৫ ব্যাচ থেকে ২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
DeNovo রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৪ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিএ এবং বিএসএস পরীক্ষা-২০২২-এ অংশগ্রহণের প্রথম সুযোগ এবং ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শেষ সুযোগ।

পাত্র চাই

✱ বয়স ৩৩, এমএসসি ফার্মেসি, ১ সন্তানের জননী, ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীরা বায়োডাটাসহ যোগাযোগ করুন এই ০১৭১৪০৮১৮০০ (হোয়াটসঅ্যাপ) সি-৬০৫৪৮৭

✱ রামেক ডেন্টাল, রাজশাহীর সুশ্রী নামাজী পাত্রীর (জন্ম-১৯৯৯-৫'-২") জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৭৬১২৩৮৯৭৯ (নোমিডিয়া) ডি-৬০৫৬২২

✱ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা ফর্সা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট এমএসসি অধ্যয়নরতা অভিজাতে স্থায়ী সুদর্শনা (২৪+৫'-৪") সুন্দরীর দেশ/বিদেশের উপযুক্ত। ০১৬০৩৭৯৫৯৯৫। সি-৬০৫৫২২

✱ ঢাকায় স্থায়ী, সুন্দরী, নামাজি জন্ম-১৯৯৫, এসএসসি-২০১০, যুক্তরাজ্য-এমএসসি, এমবিএ, ঢাবি, বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (৫'-২"), শর্ট-ডিভোর্স পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত/ সরকারি/ বেসরকারি/ মাল্টিন্যাশনাল/চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী শর্ট-ডিভোর্স সেটেল্ড পাত্র চাই। মিডিয়া নয় ছবি ও বায়োডাটাসহ যোগাযোগ : ০১৩২৫৩২৮৩০৪/০১৬৮৬৩৬৯৮০০। সি-৬০৫৪৮৮

✱ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (পোস্টিং ঢাকায়) বিএসসি এমএসসি (এমআইএসটি) বাবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার ঢাকায় সেটেল্ড (২৯+৫'-৪") ফর্সা, সুন্দরী, নামাজি, শর্টডিভোর্স পাত্রীর যোগাযোগ : ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০৫৪৯৪

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঢাকায় স্থায়ী সুদর্শনা এমবিএ ঢাবি (২৮/ ৫'-৪") ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পাত্রীর জন্য ঢাকায় সেটেল্ড যোগ্যতাসম্পন্ন চাকরিজীবী প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি/ বিসিএস অফিসার, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ব্যারিস্টার) নো-মিডিয়া সরাসরি পিতা # ০১৩০৯-৪১৮৬৭৫। সি-৬০৫৪৯৭

✱ ঢাকায় অভিজাত এলাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাবলিক হেলথ এ মাস্টার্স পাত্রীর (৩২+৫'-৩") জন্য উপযুক্ত পাত্র (৩৫-৩৮ বছর) চাই। ০১৫৫২৩৯২৬৭৭,হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৭৩৩৭১৮২৬৫। ডি-৬০৫১৮৪

✱ ঢাকার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার আর্কিটেক্ট (বুয়েট) স্বনামধন্য কোং চাকরিরত (৩০-৫'-৩") পাত্রীর দেশের পাত্র। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। অভিভাবক : ০১৪০৬৩৮৪৭৭১, ০১৭২২৪৬৩৬০০। ডি-৬০৫৪৬৮

✱ ঢাকায় স্থায়ী অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকারের মেয়ে এমবিএ সুশ্রী (৫'-৪.৫") পাত্রীর উপযুক্ত প্রফেশনের সুদর্শন (৫'-৭"-২৯-৩৩) পাত্র চাই। মোবা : ০১৯১১৯২১৯২১। ডি-৬০৫৪৫১

✱ যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগত নাগরিক (৫'-৪"-৩০) ডাক্তার এমবিবিএস এফসিপিএস (পার্ট-১), ইউএসএমএলই (পার্ট-৩) পাস রেসিডেন্সির প্রার্থী বর্তমানে কর্মরত শিক্ষিত যুক্তরাষ্ট্রে বা বাংলাদেশের পাত্র। ০১৮৭৩৬৩২১৩৪ (হোয়াটসঅ্যাপ)a.h.c1@hotmail.com সি-৬০৫৪৪১

✱ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কন্যাসন্তান। ঢাকায় স্থায়ী জন্ম তারিখ ১৯৯৩, বিবিএ এমবিএ উচ্চতা (৫'-৪")। ফর্সা ধার্মিক বিনয়ী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। যোগাযোগ সরাসরি। ইমেইল : kaziabdurrazzak73@gmail.com ০১৭৬১৭৭২৪৮৫ ডি-৬০৫৩৭৩

✱ ঢাকায় সেটেল্ড উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কন্যা এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল (২৫-৫'-৩") সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭২০-৮২০৬১৮ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০৫৫৪৭

✱ আমেরিকান সিটিজেন এমবিবিএস ডাক্তার ইউএসএমএলই-৩য় পার্ট, এমবিবিএস-২০১৭ (৫'-২") সুন্দরী ধার্মিক পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭৫৬-০৫৪২২৭ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০৫৫৪৮

✱ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (২৬+৫'-৪") পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৭৫৩৮৩৬৮১১। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান। support1@sensiblematch.com মিবু-৬০৫৫০১

✱ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (৪৫+৫'-৫") পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির পাত্র চাই। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান। surmamithila12@yahoo.com। মিবু-৬০৫৫০২

✱ ঢাকায় সেটেল্ড সচিবের মেয়ে সুন্দরী ঢাবি থেকে পাস বর্তমানে ব্যাংককে কর্মরত (৫'+৩"-২৫) পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। আর্জেন্ট # ০১৮৪১-৫২৭৯০৩। ডি-৬০৫৬৮৬

পাত্র চাই

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ডাক্তার কন্যা (৩০+৫'-৫") ইউকে এর একটি হসপিটালে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ইউকেতে কর্মরত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার (পিএইচডি) পাত্র চাই। ইউকে যেতে ইচ্ছুক এফিসিপিএস/এমআরসিপি কোর্স সম্পন্নকারী দেশীয় ডাক্তারগণও যোগাযোগ করতে পারেন। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। অভিভাবক : ০১৯১৬৪৫৯৩০২, ০১৬০১৯৮৮৮৬৪। সি-৬০৩৪৫৯

✱ পাত্রী সুদর্শনা, চাকরিরত। (এমবিএ, উচ্চতা- ৫'-৩"- জন্ম : ২৫-১২-৮৭)। বাবা ডাক্তার। ঢাকায় স্থায়ী, উপযুক্ত পাত্র চাই। নো মিডিয়া। ০১৫৫৭২৬৯৯৬১। সি-৬০৫৩৯৪

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা অভিজাত এলাকায় স্থায়ী বসবাসরত নম্র, ভদ্র, সাংসারিক পর্দানশীল সুশ্রী জন্ম-১৯৯৭ ইং ৫'-২" বিবিএ (এনএসইউ) এমবিএ (আইইউবি) রানিং ধার্মিক পাত্র চাই। নো-মিডিয়া, সরাসরি অভিভাবক। ০১৮১৬৪৪৮৮৩০, ০১৮১৯৮১৮৯৭৩। ডি-৬০৫১৬৬

✱ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার ইউকে হতে মাস্টার্স দিনদার, নামাজি (২৫+৫'-১") মেধাবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। সরাসরি- ০১৯০২১৩১৩১৩, ০১৫৩৪৫৭৮৮১৪। ডি-৬০৫২১৭

✱ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার কন্যা এলএলবি এলএলএম সুন্দরী পর্দানশীল (৩৩+৫'-৩") উপযুক্ত পাত্র। নোমিডিয়া, সরাসরি-০১৭১৮৯২৭৫২৮। সি-৬০৫৪৩০

✱ পাত্রী আমেরিকায় পড়াশোনারত ডাক্তার পিতা-মাতার কন্যা বিএসসি কম্পিউটার আমেরিকা (৩০+৫'-২") সুন্দরী নামাজির সিটিজেন বা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র। ০১৮২৭৭৬২৯০৯ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৬০৫৪৯২

✱ নার্স চাকুরীজীবী ঢাকায় থাকে (৫'-১"+২২) পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। রেজিস্ট্রেশন, বিয়ের কেন্দ্র। ০১৭৭৫৫২৭২২১। ডি-৬০৫৬২৬

✱ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কন্যা, ওলেভেল এলেভেল, বিবিএ, এমবিএ ব্র্যাক, ভাল জবে কর্মরত, ঢাকায় সেটেল্ড (৩৩+৫'-৬") সুন্দরী পাত্রীর জন্য ঢাকা বেইজড উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পাত্র। ০১৯১১৯০৬০৫৭। ডি-৬০৫৬১৯

✱ ঢাকায় অভিজাত এলাকায় স্থায়ী, অতিরিক্ত সচিবের কন্যা, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার শেষবর্ষ বুয়েট (৫'-৫"-২৩) সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। ০১৭১৯০৩৭৩৬৫। ডি-৬০৫৭৪২

✱ সুন্দরী ইউনিভার্সিটির (আই.ইউ.টি) টিচার, বিএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ঢাকাতে সেটেল্ড/ উচ্চশিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। ৮৩৩৩৭৪৫, ০১৭৮০১৭৭৩২৬। সি-৬০৫৬০৩

✱ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে সহকারী অ্যাটর্নি হিসেবে কর্মরত সুশ্রী ৫'-৭" লম্বা ব্যারিস্টার (লন্ডন লিংকনসইন) মুসলিম পরিবারের মেয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক পাত্র প্রয়োজন। পাত্র যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত হতে হবে। নিউইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সি হলে ভালো হয়। শুধুমাত্র অভিভাবকেরা যোগাযোগ করুন। ০১৭০১-৩৪৫৪৩১। সি-৬০৫৫৭২

✱ সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্মার্ট ধার্মিক সুন্দরী প্রভাষীকা/ ডেন্টাল পাত্রীদের (৪০-৫০ উর্ধ্ব) চাকরিজীবী-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-এনজিওতে কর্মরত অভিভাবক। +৮৮০১৮১৫৭৭৭৮৮০। উবু-৬০৫৫৩৪

✱ শিক্ষিত, মার্জিত, নামাজি (জন্ম-১৯৯৪) ছোট পরিবারের ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত/সিটিজেন পাত্র। সরাসরি : ০১৯৮৮৪৩৮২৪৪। সি-৬০৫৫৯৭

✱ ঢাকায় বসবাসকারী পদস্থ কর্মকর্তার (অবঃ) চিকিৎসক কন্যার জন্য সাতক্ষীরাসহ বৃহত্তর খুলনা বা যশোর জেলার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/প্রকৌশলী/ ডাক্তার পাত্র প্রয়োজন। যোগাযোগ : ০১৯১১৪২০০৪৩, ০১৫৫২৩১০৭৭৮। টিবু-৬০৫৫৯২

✱ ঢাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাট মাস্টার্স (৫'-২"/৩০) সম্ভ্রান্ত পরিবার সুশ্রী পাত্রীর ঢাকায় চাকুরীরত পাত্র। সরাসরি অভিভাবক : ০১৮৫১-০৪০৫৩৪। টিবু-৬০৫৪০৬

✱ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মাল্টিন্যাশনালে কর্মরত সুন্দরী (৫'-৫"+২৬) পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭৩২-২১৩০৫১। ডি-৬০৫৬৮৪

পাত্র চাই

✱ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম সম্পন্ন (২৯+৫'-৩") সম্ভ্রান্ত মুসলিম শিক্ষিত ধার্মিক পরিবারের মেয়ের জন্য উপযুক্ত দেশ বা দেশের বাইরের জরুরী পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক-০১৭০৭৯০১৪৮০। ডি-৬০৫৭৫২

✱ জন্ম ১৯৯২, উচ্চতা-৫' ঢাকায় সেটেল্ড, শিক্ষিত পরিবারের ঢাবি ইঞ্জিনিয়ার অবিবাহিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত অবিবাহিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ : ০১৫২০১০০১৬৫, ০১৯২১০৯১৬৭৮। ডি-৬০৫৭১৬

✱ ঢাকায় স্থায়ী (৫'-২"+২৭) অনার্স মাস্টার্স (ঢা.বি) ও (৫'-৪"+২৫) ইং/অনার্স (জা.বি.) সুন্দরীদ্বয়ের প্রবাসী, বাহিনী/সর. অফিসার বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র। নো মিডিয়া। মা-০১৮১৯১২৭৭৪৭, jb.ahsanullah@gmail.com ডি-৬০৫৬৯৪

✱ মরহুম ব্যবসায়ী বাবার সুন্দরী ধার্মিক কন্যা। পাত্রীর নিজনামে ব্যবসা (৩৭-৫'-৪") বয়স্ক সন্তানসহ পাত্র চলবে। সরাসরি : ০১৭৭৭-৫৭০৬৩২। ডি-৬০৫৭০১

✱ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের ও/এ লেভেল, স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্সে শেষ পর্ব, অধ্যয়নরত (৩০-৫'-৪"), জন্য দেশ-বিদেশ উপযুক্ত পাত্র। সরাসরি বাবা-০১৮১৭-৫০২৫৬৭। ডি-৬০৫৬৮৮

✱ ঢাকায় সেটেল্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কন্যা বিসিএস ডাক্তার, এফসিপিএস ২য় পার্টে ডিএমসি'তে অধ্যয়নরত (৫'-৬"+৩৮) সুন্দরী পাত্রীর জন্য বিসিএস ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/সমপর্যায়ের অন্যান্য পাত্র। অভিভাবক : ০১৯২৮৩৬৭৫৭৮, ০১৯১২৪৬৬৫৮৩। ডি-৬০৫৬৮৯

✱ বিএসসি ইঞ্জিঃ ইলেকট্রিক্যাল বুয়েট এমএসসি আমেরিকা। উচ্চপদে আমেরিকাতে কর্মরত জন্ম-৯৭ উচ্চতা-৫'-৩" সুন্দরী শর্ট ডিভোর্স পাত্রীর। # ০১৭৩৬৮৬২৩১৪। ই-মেইল : monjur404@gmail.com ডি-৬০৫৬৭৪

✱ ঢাকায় স্থায়ী (৫'-৫"-২৮) সুন্দরী সরকারি মেডিকেল থেকে এমবিবিএস ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকরিরত, বর্তমানে বিএসএমএমইউ এমডি অধ্যয়নরত, ডাক্তার-ইঞ্জি-বিসিএস। ০১৭১১৮৩৪৯৯০ (পিতা)। ই-মেইল : eunusaliakond@gmail.com ডি-৬০৫৬৬৫

✱ এমবিবিএস (এফসিপিএস/এমআরসিপি-UK-পার্ট-২ রানিং) ২৭-৫×১ শর্ট ডিভোর্সি ডাক্তার পাত্রীর জন্য ঢাকায় স্থায়ী শিক্ষিত ছোট পরিবারের উপযুক্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র। (UK/AUSTRALIA সেটেল্ড অগ্রগণ্য)। সরাসরি বাবা/মা : ০১৮৮৬৭১৫২৫২। যাবু-৬০৫৬৪৫

✱ এমবিবিএস-সরকারি মেডিকেল। এফসিপিএস-সরকারি মেডিকেল-চলমান, সিসিডি, এমপিএইচ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবঃ কর্মকর্তার সুন্দরী কন্যা। (৩৩-৫'-২") পাত্র চাই। মোবা : ০১৭৭০১৫৮০০০। ডি-৬০৫৬৮০

✱ শিক্ষিত মার্জিত (৫'-৪"+৩২) মহিলা উদ্যোক্তা ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে ব্যবসা পাত্রীর দেশি/বিদেশি পাত্র। # ০১৩২৫১৮৮৪৮১, ০১৫৫৯০৮০০০৮। ডি-৬০৫৬৭৯

✱ সুশ্রী, নামাজী। বেসরকারী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার (৩০-৫'-৫")। এমবিএ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকায় বসবাসরত। দেশি-বিদেশি পাত্রগণ যোগাযোগ। ০১৮৮৫১৬৫৫৪৬। ডি-৬০৫৭৫০

✱ ইন্টার্নী ডাক্তার। এমবিবিএস-সরকারী মেডিকেল। ঢাকায় স্থায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী কন্যার (২৫-৫'-৫") পাত্র চাই। ০১৭৪১৩০০০৫৮। ডি-৬০৫৭৪৬

✱ এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ার (ডিএমসি) ঢাকায় সেটেল্ড (২৩-৫'-৪") ফর্সা সুন্দরী নামাজী পাত্রীর যেকোনো ভালো প্রফেশনের পাত্র # ০১৭৫০-৮৭৯৬৪৪। ডি-৬০৫৭০৪

✱ ৪২তম বিসিএস ক্যাডার স্বাস্থ্য ডাক্তার কন্যা (২৬-৫'-৪") এমএস কোর্স রানিং। পাত্রীর পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৮২৯-৪৩৮৫৩৯/০১৩২৭-৮০৮৩২২। ডি-৬০৫৭৯৭

✱ অভিজাত এলাকায়, উচ্চশিক্ষিত পিতা-মাতা। শর্টভিজিটর, আর্কিটেক্ট (অস্ট্রেলিয়া) (৫'-৩"+৩০) ডিভোর্সড সুদর্শনার। "গুলশান মিডিয়া" বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, +৮৮০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৫৭৩৬

হিন্দু পাত্রী চাই

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। উচ্চ শিক্ষিত পরিবার। পিএইচডিধারী, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া। আমেরিকায় কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী। (৩৩+৫'-৯") পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৩৫৪০৫৮৬৫। ডি-৬০৫৩৪৪

✱ পাত্র (২৫), আমেরিকার রেসিডেন্ট বাংলাদেশে ফার্মাসির স্টুডেন্ট, ল-ইনফোর্সমেন্টে অথবা এলএলবি/ এলএলএম-এ অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রী চাই। সরাসরি : +১৭১৮৩০০৯৯০৮ (হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭৬৭৪৯১৬৫৪।ই-মেইল : gpshakti@gmail.com সি-৬০৫৫৬০

✱ ১ম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, উচ্চশিক্ষিত, ছোট পরিবার, ঢাকায় স্থায়ী, সুদর্শন (বয়স : ৩৭, উচ্চতা : ৫'-৫"), ডিভোর্স পাত্রের সুশ্রী, শিক্ষিত, উচ্চতা : কমপক্ষে ৫'-৩", উপযুক্ত হিন্দু পাত্রী চাই। মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৩০২৪৬০৪৫৭। ডি-৬০৫৬৫৬

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল বিসিএস স্বাস্থ্য (৫'-৮"-২৯) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট, চাকরিরত পিডিবি (৫'-৭"-২৮) সুদর্শন পাত্রদ্বয়ের উপযুক্ত। ০১৭১৫৯৫৪২৫৯। ডি-৬০৫৭৪৯

✱ বিচ্ছেদপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত সাহা সরকারি কর্মকর্তার (৩৪-৫'-৬") ডাক্তার/সরকারি কর্মকর্তা/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পাত্রী আবশ্যক। ০১৭৪৫-৮৯১৫১৯। ডি-৬০৫৬৯৮

ভাড়া হবে

✱ **ফ্যাক্টরি :** গাজীপুর মহানগরীর ২২নং ওয়ার্ড মাস্টারবাড়িতে ৫০ কেভি বিদ্যুৎ সংযোগসহ ৮০০০ ব.ফু. ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৬৩১৯৪২৭৪৫, ০১৭৭৮৮৪৬২১৬। ডি-৬০৫৫৪০

✱ **বিল্ডিং :** ধানমন্ডি ৮/এ, ৪ তলা বিল্ডিং, প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ০১৭১৫১৮৫২৮৬। ডি-৬০৫৬৯৩

হিন্দু পাত্র চাই

✱ এমবিবিএস ডাক্তার (২৪+ ৫'-৮") কায়স্থ, ঢাকায় স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কন্যা সিটিজেন/ উপযুক্ত পাত্র চাই। ০১৯১৯-৩০৪৭৯৯। dbps@yahoo.com ডি-৬০৫৭৪৪

✱ ২০২০-এ এমবিবিএস, লন্ডন থেকে প্ল্যাব-২ উত্তীর্ণ ও বর্তমানে শিশুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষারত (এমআরসিপিসিএইচ, পার্ট-৩ অধ্যয়নরত) ইংল্যান্ডে রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তার পাত্র চাই (ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য)। অভিভাবক : ০১৮১৯৪২৫৩০২, ০১৭৩২৬০৫৭৯১। সি-৬০৪৫৯০

✱ ঢাকায় বসবাসরত এমবিবিএস (হলিফ্যামিলি), ইউকে জিএমসি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ পাত্রীর (এসএসসি- ২০১০, ৫'-৫") উপযুক্ত হিন্দু পাত্র। ০১৭৩২৫৮০৭৪৯,tapan9550@gmail.com সি-৬০৫৪৯০

✱ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার একমাত্র মেয়ে স্নাতক (এসএসসি-২০১৩, ৫'-২") সুশ্রী নমঃশূদ্র পাত্রীর সরকারি/বেসরকারি, বিদেশে বসবাসরত উপযুক্ত হিন্দু পাত্র। অসবর্ণ চলবে। অভিভাবক : ০১৮৬৩৪৪৩৩৪৬। ডি-৬০৫৪৩৩

✱ পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ইংরেজিতে এমএ অধ্যয়নরত সুশ্রী মেয়ের জন্য উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবী কায়স্থ পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৭৩৩৫৯৬০৩৩। deyamalchandra@yahoo.com সি-৬০৫১৫৩

✱ ঢাকায় স্থায়ী বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার সুশ্রী (৫'-৪") পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি দেশি/বিদেশি যেকোনো সম্প্রদায়ের পাত্র। অভিভাবক : ০১৯৬২৬৪৫৮৬১। ডি-৬০৫৪৪৬

✱ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের কানাডা হইতে গ্র্যাজুয়েশন (৫'-৬") ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর জন্য বিদেশে বসবাসরত/ স্থায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক : ০১৭১৮৮৯২৬১৪, ০১৬৭৫৮২৮৮৭২ (হোয়াটসঅ্যাপ) সি-৬০৫৫২৫

✱ ঢাকায় স্থায়ী পিতা-মাতা উভয়েই পদস্থ কর্মকর্তা (অবঃ) বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (আইপিই) মাস্টার্স অধ্যয়নরতা অলঙ্কু ফার্স্টক্লাস, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী সুশ্রী দেবনাথ পাত্রীর দেশে/বিদেশে চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র। ০১৭৪২৯৬৯৮৮৯, ০১৭১১২০৬৯৮২। nathrk56@gmail.com সি-৬০৫৫১৬

✱ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার। ঢাকায় বসবাসরত সুন্দরী (২৫+৫'-৪") পাত্রীর দেশের/বাহিরের পাত্র চাই। মোবা : ০১৯১৪৫৭৫৩৯১। dilip91ghosh@gmail.com ডি-৬০৫৫৪৩

✱ সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের কন্যা কানাডার নাগরিক ও চাকরিরত পাত্রী, ৩১ বছর এর পাত্র। সরাসরি অভিভাবক। ০১৭৯৫৯১২৪৫৯। ডি-৬০৫৫৭৭

✱ অনার্স-মাস্টার্স (ইংরেজি), এসএসসি-২০০৯, উচ্চতা (৫'-২") ঢাকায় বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকুরীজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ : ০১৭১১৩৪৯৩৭৯। ডি-৬০৫৬৫৪

✱ চট্টগ্রামে চাকরিরত ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ হিন্দু পাত্রীর (৩২-৫'-৫") জন্য দেশ/বিদেশের উপযুক্ত পাত্র চাই। জরুরী। ইঞ্জিনিয়ার অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : ০১৩১০০৬৭৭৩২। বিকেএন-৬০৫৫৫৮

✱ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত ডাক্তার পরিবারের (অধ্যাপক মেডিসিনের কন্যা) সুশ্রী ডাক্তার পাত্রী, কার্ডিওলোজিতে অধ্যয়নরত (এসএসসি-২০১০, ৫'-৪), পাত্রীর উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র আবশ্যক। ০১৭৬৭-৭০৩৪৫৪।

হিন্দু পাত্রী চাই

✱ মধ্যবিত্ত পরিবারের মাস্টার্স পাস সরকারী চাকরিজীবী (২৮+৫'-৭") পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী। উত্তর অঞ্চলের জেলাসমূহ। অভিভাবক : ০১৬০২০৬৬০০০। সি-৬০৫৩৫৭

✱ ইংল্যান্ডের ডাক্তার, ও/এ লেভেল, এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল, এমআরসিপি কমপ্লিট (৩১+৫'-১১") ঢাকার সেটেল্ড, সুদর্শন পাত্রের দেশের/সিটিজেন পাত্রী : ০১৩১২৪২০৬৮২। যাবু-৬০৫৪৮৯

✱ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার বয়স ৪৩। ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ডিভোর্সি হলেও চলবে। মোবাইল : ০১৭০৫৯৪৩১৯২। সি-৬০৫৪৯৮

✱ আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরিরত (৩০+৫'-৮") এমবিবিএস সুদর্শন ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/মাস্টার্স চাকরিজীবী পাত্রী। মিলনমেলা-দেবনাথ বাবু। মোবাইল : ০১৩২৪২১৬০৯০, subhashdeb53@gmail.com সি-৬০৫৫১৩

পাত্র-পাত্রী চাই

✱ বিয়ে ও সুখী পরিবার গঠনে দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ আস্থা/নিষ্ঠা/সততায় কাজ করে আসছে 'ম্যারেজ সল্যুশন বিডি' তারই ধারাবাহিকতায় ১৫, ১৬ এবং ১৭ই নভেম্বর-আমরা থাকছি ঢাকা, ওয়েস্টিনে। ৪৩ এবং ৪৪নং স্টলে, সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। ০১৭২০-৫০৪৫০৪। ডি-৬০৫৫৫০

✱ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। মোবাইল : ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৫৫৩৬

✱ দেশে এবং বিদেশে ইংলিশ এবং বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড উচ্চশিক্ষিত পাত্র-পাত্রী সন্ধানের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান "বিবাহবন্ধন"। বিস্তারিত : www.bibahabondhon.com বাড়ি # ৩১৩/এ, রোড # ২১, ডিওএইচএস মহাখালী। মোবাইল : ০১৭৮৭০২৫৫৮৬। ডি-৬০৫৬১৬

✱ আমেরিকার ডাক্তার, বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, মেজর, ম্যাজিস্ট্রেট, বিসিএস ডাক্তার, সিটিজেন, শিল্পপতি ও এমবিএ সুন্দরীসহ সকল পাত্র-পাত্রীর প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক পরিচালিত। মোস্তফা স্যার-হোমসার্ভিস # ০১৭৭৭৬৫৯৯০০। ডি-৬০৫৭৪৫

গাড়ি বিক্রয়

✱ লেক্সাস হেরিয়ার, মডেল ১৯৯৯, রেজিস্ট্রেশন-২০০০, সিসি-৩০০০, সিএনজিকৃত, টিপটপ কন্ডিশনের গাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮১৯৮৩১৭৩৯। সি-৬০৫৪৪০

✱ ২টি প্রাইভেট কার বিক্রয় হবে। নিশান এক্স ট্রেইল-২০১৬, রিকন্ডিশন, কালো, হাইব্রিড-অকটেন এবং টয়োটা প্রোবক্স-২০০৫, নীল, অকটেন এবং সিএনজি, অটোগিয়ার। ০১৯৩৭২৭৪১২৫। ডি-৬০৫৭১৪

পাত্রী চাই

✱ উত্তরবঙ্গের এমবিবিএস ডাক্তার (বে.স.মে.ক.) শ্যামলা (৫'-১০"), এসএসসি-২০১২। রেসিডেন্সি মার্চ-২০২৫ (ঢাকা মেডিকেল কলেজ) এ সুযোগপ্রাপ্ত পাত্রের জন্য লম্বা (কমপক্ষে ৫'-৪"/তদূর্ধ্ব) এমবিবিএস অধ্যয়নরত/পাস করা পাত্রী চাই। সরাসরি অভিভাবক : ০১৯১২৩৬১১৭০ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০৫৪৫৩

✱ ঢাকায় স্থায়ী বসবাসরত রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ী (৫০+) পাত্রের জন্য (৩৫+৫'-৪") স্মার্ট, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পাত্রী চাই। ডিভোর্সি/হাফেজা/আলেমাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরাসরি অভিভাবকগণ : ০১৮১৭৬৪২৪৮৫। সি-৬০৫৩৬৪

✱ আমেরিকায় চাকরিরত সফটওয়্যার ইঞ্জি./গ্রিনকার্ড অভিজাতে স্থায়ী গভঃউচ্চপদস্থ পিতার পুত্র বিএসসি (ইইই) (২৮+৫'-১১") এমএসসি (ইউএসএ) সুদর্শনের আর্জেন্ট। ০১৮৮২৮৬৩৯২১। সি-৬০৫৫২১

✱ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ্যান্ডসাম (৩২+৫'-৯") ছোট পরিবারের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সরাসরি- ০১৭১৫৩০৪১৭৬। সি-৬০৫৫৩৩

✱ ৪০ বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডার/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট) গভঃউচ্চপদস্থ পিতার পুত্র (২৮+৫'-৮") সুদর্শন নামাজি, ছোট পরিবার উপযুক্ত পাত্রী। ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। সি-৬০৫৫২৩

✱ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র যুক্তরাজ্যে কর্মরত ডাক্তার এমআরসিপি সাইক (৫'-৭"-৩৩+) পাত্রের সুন্দরী পাত্রী, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত প্রফেশনাল অগ্রগণ্য। সরাসরি পিতা : ০১৯২৭১২২১৯৬। সি-৬০৫৫৪২

✱ সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএসসি, এমএসসি (বুয়েট) পিএইচডি ইংল্যান্ড, বাবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার, অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৬+৫'-৮") শর্ট ডিভোর্স পাত্রের যোগাযোগ : ০১৭৬৮০০৩৬৮২। যাবু-৬০৫৪৯৩

✱ এডিশনাল এএসপি (৪০-৫'-১১") ডাক্তার (৩৬-৫'-৮") বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার (৩৮-৫'-৮") লন্ডনের ইঞ্জিনিয়ার (৩৬-৫'-৮") কানাডার ইঞ্জিনিয়ার (৩৪-৫'-৭") পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৫৫৪৯

✱ ডাক্তার (গভ. মেডিকেল-২৮-৫'-৮") ইয়ার ফোর্স অফিসার (২৭-৫'-৮") বুয়েট পিডিবি (৩২-৫'-৭") আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার (৩০-৫'-৮") লন্ডনের ডাক্তার (৩৩-৫'-৮") পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৫৫৪৬

✱ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী (৩৩+৫'-১০") পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০৫৫৪৫

✱ আমেরিকার সিটিজেন ডাক্তার ইউএসএমএলই কমপ্লিট বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর ঢাকায় সেটেল্ড ছোট পরিবার পাত্র ছুটিতে ঢাকায় (৩৫+৫'-১০") সুদর্শন নামাজি পাত্রের পাত্রী। ০১৯৯৩৮১৯৭৯৫। ডি-৬০৫৫৩৯

✱ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং) এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন। ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১+৫'-১০") পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০৫৫৩৮

✱ বিএসসি বুয়েট, এমএস পিএইচডি আমেরিকা। আমেরিকাতে এমাজনে কর্মরত। (৩২+৫'-১০") সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : +৮৮০১৯৫৮৪৬১০৬৭। ডি-৬০৫৫৩৭

✱ অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়াতে কর্মরত, বাবা-মা ডাক্তার প্রফেসর (৩২+৫'-১০") সরাসরি অভিভাবকগণ যোগাযোগ : ০১৮৬৩৮২৭০০৮ হোয়াটসঅ্যাপ। সি-৬০৫৪৯৫

✱ আমেরিকার সিটিজেন, মাইক্রোসফটের টপ ইঞ্জিনিয়ার, বিএসসি বুয়েট, এমএসসি, পিএইচডি আমেরিকা, চট্টগ্রামে সেটেল্ড (৩২+৫'-১০") সুদর্শন পাত্রের দেশের/সিটিজেন পাত্রী। # ০১৭৫৯৫৩৬৪৭০। যাবু-৬০৫৪৯১

✱ ঢাকায় স্থায়ী এইচএসসি পাস শর্ট ডিভোর্স (৩৮+৫'-৬") পাত্রের নম্র, ভদ্র ও দ্বীনদার পাত্রী আবশ্যক। সরাসরি ভাই। নো মিডিয়া-০১৭৫৩৬৬৩৬২৫। সি-৬০৫৩৫৮

✱ বিদেশি কোম্পানির বাংলাদেশ ব্রাঞ্চের সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (কুয়েট সিএসই, ৩৩+৫'-১০") ঢাকায় সেটেল্ড ও প্রতিষ্ঠিত পাত্র। নো-মিডিয়া। সরাসরি পিতা : ০১৭২৬৩৪১৫৫৯ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ইমেইল : bdgmostafa@gmail.com সি-৬০৫১৭৪

✱ অভিজাত এলাকায় স্থায়ী। ও/এ লেভেলকৃত, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার। কানাডায় চাকরিরত (পিআর), সুদর্শন (৩৪+৫'-৫")। কানাডায় অবস্থানরত পাত্রী অগ্রাধিকার)। অভিভাবক-০১৭০৯৭৭৮৬০২। ডি-৬০৫৪৭০

✱ ৪০/৪৫ উর্ধ্ব, বিধবা/ডিভোর্সী, নামাজী, পর্দানশীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ১ জন পাত্রী চাই। সন্তানাদি থাকলে দায়িত্ব নেয়া হবে ইনশাআলাহ। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার : ০১৭১৮৫৭৫৫৯৮। ডি-৬০৫৬২৮

✱ আমেরিকার সিটিজেন, ঢাকার অভিজাত পরিবারের একমাত্র পুত্র (৪২+) শর্ট ভিজিটে ঢাকায়। সুন্দরী পাত্রী (অনূর্ধ্ব ৩৫) আবশ্যক। অভিভাবক : ০১৭১৫৩৮২৯০৯। গুলবু-৬০৫৬৪৪

✱ ক্যাপ্টেন ডাক্তার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মেডিকেল কোর, বাবা বিসিএস কর্মকর্তা, ঢাকায় সেটেল্ড (২৮+৫'-১০") পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭৪৭৯৬১১৮০। ডি-৬০৫৬১৮

✱ কানাডার পার্মানেন্ট রেসিডেন্স ডিফেন্স পিতার পুত্র গ্রাজুয়েশন (সিএসই) কানাডায় অ্যাপেল কোম্পানিতে কর্মরত (৩০+৫'-১১") সুদর্শন ও নামাজী পাত্রের জন্য পাত্রী চাচ্ছি। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০৫৫৯৮

✱ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল। ঢাকায় পোস্টিং। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারের সুদর্শন ডাক্তার (৩০-৫'-৮") পাত্রের পাত্রী চাই। ০১৭২৫২৪০৩৫০। ডি-৬০৫৭৪৭

ফ্ল্যাট ভাড়া

✱ গুলশানস্থ ১৪০নং রোডের ১নং প্লটে 'র‍্যাংগস বর্ণালীর' ৪ তলায় ২৮০০ ব.ফু. বাথসহ ৩ বেড রুমের অত্যাধুনিক ই-৩নং ফ্ল্যাট। ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামেলি লাউঞ্জ, মেইড রুম ও ২টি গ্যারেজ। ০১৭১১৫৩৯১৯১, ০১৯৭১৫৩৯১৯১। মহাবু-৬০৫৫১৯

✱ নিকেতন সি-ব্লকে লেকপাড়ে ২৮০০ বর্গফুটের হাতিঝিলভিউ ৪ বেড, ৫ বাথ, ৬ বারান্দা, ২ কারপার্কিং, গ্যাস লাইনসহ অত্যাধুনিক আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট ভাড়া। যোগাযোগ : ০১৭১৫০১৭৭৯৩, ০১৭৩৯২৫০৬৯০। মহাবু-৬০৫৬৬৯

পাত্রী চাই

✱ ঢাকায় স্থায়ী ডাক্তার, প্রফেসরের পুত্র, এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল, বিসিএস স্বাস্থ্য এফসিপিএস ২য় পার্ট রানিং মেডিসিন (৩০+৫'-৯") সুদর্শনের উপযুক্ত। ০১৮৪৮০৪১৭১৭। ডি-৬০৫৭৪৩

✱ ব্রিটিশ সিটিজেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির পুত্র ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার লন্ডনে বর্তমানে কর্মরত (৩২+৫'-৮") সুদর্শনের পাত্রী। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০৫৫৯৯

✱ অভিজাতে স্থায়ী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পুত্র বিএসসি (সিএসই) বুয়েট, স্কলারশিপে এমএসসি+পিএইচডি ইউএসএ, চাকরিরত ইনটেল ইউএসএ (৩০+৫'-৯") সুদর্শনের আর্জেন্ট। ০১৯১০৭৩৩০৫৫। ডি-৬০৫৭৪০

✱ উচ্চপদস্থ অফিসারের পুত্র। বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (বুয়েট) মাল্টিন্যাশনালে চাকুরিরত (২৯+৫'-৮") ও সচিবের পুত্র, বিএসসি/এমএসসি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অস্ট্রেলিয়াতে চাকুরিরত ও সিটিজেনশীপ (২৮+৫'-১০") পাত্রদ্বয়ের। ০১৭৫১৭৭৫০১১। ই-মেইল :primelink.bd2014@gmail.com ডি-৬০৫৬৩৯

✱ ঢাকায় অভিজাতে স্থায়ী, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট/সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতির পুত্র, ও/এলেভেল, বিএসসি এমএসসি লন্ডন, পরিচালক নিজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের (৫'-৯"-২৯) সুদর্শন পাত্রের উপযুক্ত। ০১৯১১৬৭৪৯৩৯। ডি-৬০৫৭৪১

✱ ইঞ্জিনিয়ার ইইই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি জব প্রাইভেট জন্ম-১৯৯২, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার সরাসরি বাবা : ০১৭২৫০৯৯৫১৩। ইমেইল : martuz1961@gmail.com সি-৬০৫৬৩৩

✱ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইজিসিবি) বিএসসি ইইই বুয়েট, ঢাকায় সেটেল্ড (৩১+৫'-৮") সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রীর অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০৫৬৪৩

✱ ঢাকায় সেটেল্ড ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর নামাজি বিবিএ চাকরি/ব্যবসা বড় ছেলের ৩২-৫'-৭" (এক সন্তানসহ ডিভোর্স) এর জন্য প্রথম শ্রেণির পেশাজীবী পরিবারের ডিভোর্সি/বিধবা (চলবে), ধার্মিক, নামাজি, পর্দানশীলা, সুদর্শনা ও শিক্ষিতা কমপক্ষে ৫'-২" ঢাকায় স্থায়ী রংপুর/ উত্তরবঙ্গ অগ্রাধিকার পাত্রী চাই। সন্তান মায়ের কাছে থাকে। ০১৫৫৬৩৩৬২৮৯, ichd2016@gmail.com ডি-৬০৫৫৬৬

✱ নিউইয়র্কে চাকরিরত পাত্রের (২৮/৫'-৮") এর জন্য লক্ষ্মী ও সুদর্শনা (২০-২৩/৫'-৪") দেশি/বিদেশি পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবক : ০১৭৭২২১০২০১। ডি-৬০৫৫৬৩

✱ ঢাকায় স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের (২৮+৫'-৭") জন্য পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবকগণ : ০১৭৮৮৯১২১৭৮। ধাবু-৬০৫৫৫৯

✱ ঢাকায় স্থায়ী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পিএইচডি, সুদর্শন, ৫'-৬", ৫৪ এর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত লম্বা সুন্দরী অনূর্ধ্ব ৩৮। যোগাযোগ : ০১৭১৩১৪৯৮০৪, ০১৯১৯০৮৭৩৭৩, ই-মেইল : rezacrrip@gmail.com ডি-৬০৫৫৬৫

✱ ঢাকায় বসবাসরত ভদ্র, নম্র ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ভদ্র, নম্র পরিবারের ডাক্তার/মাস্টার্স পাত্রী। ০১৭৬২৫৪০৩৬৫, ০১৭১৩০০৬৩৮৩। টিবু-৬০৫৫৯৬

✱ বাংলাদেশ ব্যাংকের-জয়েন্ট ডাইরেক্টর (৩৬-৫'-৭") অনার্স-মাস্টার্স জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৩০-৯৯০৯৭২। ডি-৬০৫৬৮৭

✱ কানাডার সিটিজেনশিপ। বিএসসি এমএসসি কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (৩৪-৫'-৯") কানাডায় চাকরিরত সম্ভ্রান্ত পরিবার ঢাকায় সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৫৬-৪১৪৯৪৯। ডি-৬০৫৬৮৩

✱ ঢাকায় স্থায়ী, অবসরপ্রাপ্ত ডা. পিতার নামাজী পরিবারের সরকারী ডা. (৫-৭+৪৪) শর্ট ডিভোর্স, নামাজী শিক্ষিত সুন্দরী পাত্রী চাই। ০১৭৪৪২৭২৮৭২। ডি-৬০৫৬৯২

✱ ঢাকায় স্থায়ী অনার্স এমবিএ আলহাজ্ব ব্যবসায়ী পাত্রের (৩৬) নামাজি মেধাবী মাস্টার্স পাত্রী। অভিভাবক : ০১৭১৪২১৬২৯৮। ডি-৬০৫৭২৩

✱ প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার (এসএসসি ২০০৩, ৫'-৩" নন ক্যাডার) সম উপযোগী পাত্রী চাই। ছবিসহ বায়োডাটা। সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ : ০১৯২৪৭৬১৩৭৭। ডি-৬০৫৭২৯

✱ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-বাংলাদেশ ব্যাংক। পড়াশোনা-সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকায় বসবাসরত অবঃ কর্মকর্তার সুদর্শন পুত্র (২৯-৫'-৮") পাত্রী চাই। # ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। ডি-৬০৫৬৮১

✱ বিসিএস ডাক্তার-এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল, এফসিপিএস পার্ট-২ রানিং। (৩১-৫'-৮"), ঢাকায় পোস্টিং ও সেটেল্ড। সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের। অভিভাবকগণ-০১৭০৬৫৮৮০০৩। ই-মেইল : kannakumari.m3158@gmail.com ডি-৬০৫৬৭৭

✱ বাংলাদেশ ব্যাংক (৩৫-৫'-৮") রূপালী ব্যাংক (৩৭-৫'-৯") আমেরিকা সিটিজেন (৩৪-৫'-৯") কানাডা (৩২-৫'-৮") অস্ট্রেলিয়া (৩৩-৫'-১০") পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৫৬৭৮

✱ ঢাকার অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড, পিতা-মাতা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদ্বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র (৫'-৭"+৩০) ও/এলেভেল, বিবিএ (আইইউবি), এমএস কানাডা। কানাডায় চাকরিরত ও ব্যবসায়ী। পাত্র বর্তমানে বাংলাদেশে। অভিভাবকগণ। ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৫৭৪৮

✱ আমেরিকার সিটিজেন বিএসসি এমএসসি ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা, নিউরোসাইন্টিস্ট টপ হসপিটাল আমেরিকায় (৩৪-৫'-১১") সুদর্শন পাত্রের দেশের/আমেরিকার/কানাডার # ০১৭২৮-৩৯৭৩৭৮। ডি-৬০৫৭০৫

✱ এমবিবিএস ডাক্তার (স.মে.ক.) বিসিএস (এমডি রানিং) নিরিবিলি ছোট পরিবারের ঢাকায় সেটেল্ড (২৮-৫'-৯") পাত্রের যেকোনো প্রফেশনের # ০১৭৭২-১৬৭২৫৮। ডি-৬০৫৭০৭

✱ চাকুরীজীবী বয়স ৪৪, স্ত্রী মৃত সন্তান নেই যেকোন জেলার পাত্রীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। ০১৯৮১-২৯৭৫৪৫। ডি-৬০৫৬৯৬

✱ ওমরাহ পালন ও পবিত্র স্থানগুলো পরিদর্শনে সার্বিক স্বইচ্ছা, শিক্ষকের জন্য ভদ্র মানসিকতার ঢাকার স্থায়ী ডাক্তার পাত্রী চাই। বয়স : ৫০+/-। ০১৬০৫-৩৫৮৯২৯।

Zilla parishad, Habiganj

e-Tender Notice No- 02/2023-2024

Limited Tendering Method **(LTM)**

Memo No- 46.60.3600.002.14.048.24.385(100) Date: 13/11/2024

The e-Tender is invited in the national e-GP system portal (http://www.eprocure.govt.bd) for the procurement of the following works:

Tender ID No	Last selling Date & Time	Closing & Opening Date & Time
	27-Nov-2024 16:00	28-Nov-2024 13:00
1032519	Do	Do
1032521	Do	Do
1032522	Do	Do
1032527	Do	Do
1035486	Do	Do
1032548	Do	Do
1032556	Do	Do
1032562	Do	Do
1032567	Do	Do

This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted.
To submit e-Tender, registration in the national e-GP system portal (http://www.eprocure.govt.bd) is required.
The fees for downloading the e-Tender Document from the national e-GP system portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.
Further information and guidelines are available in the national e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.govt.bd).

Assistant Engineer
Zilla parishad, Habiganj.

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

ব্যবস্থাপক (পরিচালন) এর দপ্তর
ভোলা ২২৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি
বিউবো, বোরহানউদ্দিন, ভোলা।
https://www.bpdb.gov.bd/

e-Tender Notice

The e-Tenders are invited through e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of following:

SL	Tender ID No.	Package No.	Reference No.	Description of Goods/Works	Last Selling Date & time	Closing Date & time	Opening Date & time
1.	1035460	WR-24/ FY 24-25	27.11.0900.416.02.010.24-448 Date : 10.11.2024	Procurement of River Side Channel Dredging at Intake pump station Side for Bhola 225MW CCPP, BPDB.	26-Nov-2024 16:00	27-Nov-2024 12:30	27-Nov-2024 12:30

These are online Tender, where only e-Tender will be accepted in the e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted.
To submit e-Tender, registration in the national e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.
The fees for downloading the e-Tender Documents from the national e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.
Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).
For more details please contract to the PE's Support Desk. Phone : 01937-390498, E-mail:dm.opn.bhola225@bpdb.gov.bd.

বিদ্যুৎ/জন-৪১৪(২)/১৩/১১/২৪

12.11.2024
(S M Maniruzzaman)
Deputy Manager (Operation)
ID No. 01-01912
Bhola 225MW CCPP
BPDB, Borhanuddin, Bhola.

মজার জানা

রুবিকস কিউবের ৫০ বছর

যদি বলো, রুবিকস কিউব কখনো দেখোনি, তাহলে শুধু অবাক হব না; রীতিমতো আকাশ থেকে পড়ব। আর ছয়রঙা চৌকোণ খেলনাটি যদি দেখেই থাকো, তাহলে যে একবার হলেও সেটি মেলানোর চেষ্টা করেছ, তা হলফ করে বলতে পারি। দুনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় এই খেলনার বয়স ৫০ বছর হলো এ বছর। তাই আজকের আয়োজন রুবিকস কিউব নিয়ে। সঙ্গে ২০ ধাপে রুবিকস কিউব মেলানোর উপায়ও বাতলে দিচ্ছেন

রঞ্জু খন্দকার
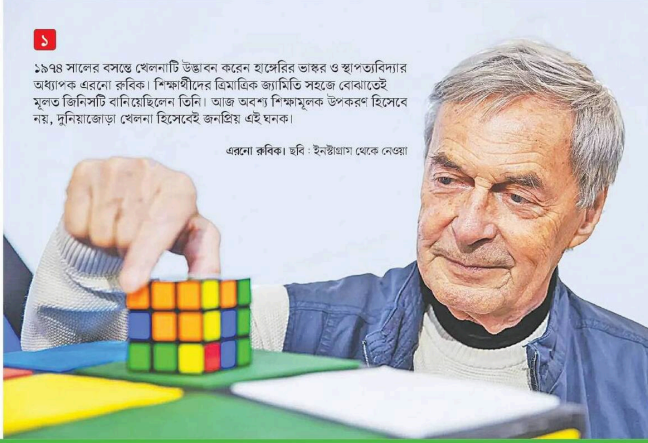
১

১৯৭৪ সালের বসন্তে খেলনাটি উদ্ভাবন করেন হাঙ্গেরির ভাস্কর ও স্থাপত্যবিদ্যার অধ্যাপক এরনো রুবিক। শিক্ষার্থীদের ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি সহজে বোঝাতেই মূলত জিনিসটি বানিয়েছিলেন তিনি। আজ অবশ্য শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে নয়, দুনিয়াজোড়া খেলনা হিসেবেই জনপ্রিয় এই ঘনক।

এরনো রুবিক। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

২

দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া খেলনাগুলোর একটি রুবিকস কিউব। কিউবটি উদ্ভাবনের পর নিজে কয়েকবার মেলানোর চেষ্টা করেছিলেন এরনো রুবি। এক মাস চেষ্টার পর গ্রীষ্মের এক সকালে সফল হয়েছিলেন তিনি!

৩

দানিয়ুব নদীর তীরে পড়ে থাকা নুড়িপাথর দেখে এনরো রুবিকের মাথায় রুবিকস কিউব উদ্ভাবনের ভাবনা আসে।

৪

স্থাপত্যবিদ্যা, রাজনীতি, ফ্যাশন, খেলাধুলা এমনকি শিল্পকলাকেও প্রভাবিত করেছে রুবিকস কিউব। এর প্রভাবে হওয়া শিল্প-আন্দোলনটির নাম 'রুবিকিউবিজম'।

৫

ছেলে থেকে বুড়ো সব বয়সী মানুষই রুবিকস কিউবের ভক্ত। এতে অনেকে আসক্তও হয়ে পড়ে, আর তাদের বলে 'রুবিকাহলিক'। রুবিকস কিউব মেলানোর জন্য বারবার কবজি ঘোরাতে হয় বলে অনেকে কবজিতে চাপ বা ক্লান্তি বোধ করে। একে বলে 'কিউবিস্ট থাম্ব' বা 'রুবিকস রিস্ট'।

এই রুবিকস কিউব নিজে নিজেই মিলে যায়। ছবি : সংগৃহীত

৬

১৯৯৫ সালে 'মাস্টারপিস কিউব' নামে সবচেয়ে দামি রুবিকস কিউব তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রের ডায়মন্ড কাটার ইন্টারন্যাশনাল নামের এক কোম্পানি। ওতে ছিল ২২ ক্যারেট নীলা, ৩৪ ক্যারেট করে রুবি ও পান্না এবং ১৮ ক্যারেট সোনা। দাম ছিল প্রায় ১৫ লাখ ডলার!

সবচেয়ে দামি রুবিকস কিউব। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

৭

ধীরে ধীরে অনেক ধরনের রুবিকস কিউব তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে খাওয়ার উপযোগী এবং এমপিথ্রিযুক্ত রুবিকস কিউবও রয়েছে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রুবিকস কিউবটি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের নক্সভিলে। লম্বায় ওটা প্রায় ১০ ফুট, ওজন ৫০০ কেজি।

৮

দুনিয়াজুড়ে এ পর্যন্ত সাড়ে ৫০ কোটি রুবিকস কিউব বিক্রি হয়েছে। এসবের একটা আরেকটার মাথায় বসালে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পার হয়ে যাবে।

৯

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রুবিকস কিউব ছিল জনপ্রিয়তার মধ্যগগনে। বলা হয়, ওই সময় বিশ্বের ৫ ভাগের ১ ভাগ মানুষ রুবিকস কিউব খেলেছে, যা ছিল চীনের জনসংখ্যার সমান!

১০

ওয়ার্ল্ড কিউব অ্যাসোসিয়েশন নানা ধরনের রুবিকস কিউব প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর মধ্যে আছে এক হাত, শুধু পা এবং চোখ বেঁধে কিউব মেলানোর আয়োজন।

১১

এ পর্যন্ত এককভাবে দ্রুততম সময়ে রুবিকস কিউব মেলানোর রেকর্ডটির মালিক যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাক্স পার্ক। ২০২৩ সালে অ্যারিজোনা স্পিড কিউবিক স্প্রিংয়ে মাত্র ৩ দশমিক ১৩ সেকেন্ডে তিনি রেকর্ডটি গড়েন।

রুবিকস কিউব মেলাচ্ছেন ম্যাক্স পার্ক। ছবি : সংগৃহীত

১০ ফুট উঁচু রুবিকস কিউব। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া

১২

রুবিকস কিউব মেলানোর আগে তো সব এলোমেলো থাকে। তো কত রকমভাবে এলোমেলো থাকতে পারে, জানো? ৪৩ কুয়েন্টিলিয়নের (১ কুয়েন্টিলয়ন = ১০ টু দ্য পাওয়ার ১৮) বেশি! অর্থাৎ ৪৩, ২৫২, ০০৩, ২৭৪, ৪৮৯, ৮৫৬, ০০০টি সম্ভাব্য বিন্যাস রয়েছে। তবে এটা তো আমরা জানি যে সমাধান মাত্র একটিই। প্রতি সেকেন্ডে একটি করে ধাপ ঘোরালেও সব বিন্যাস সমাধান করতে একজনের লাগবে ১ হাজার ৪০০ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন) বছর! বলে রাখা ভালো, পৃথিবীর বয়স 'মাত্র' ১৩ বিলিয়ন বছর।

১৩

সম্ভাব্য সব বিন্যাসে থাকা রুবিকস কিউব মেলাতে একটি কম্পিউটারের লাগবে ৩৫ বছর। একই কাজ করতে গুগলের কম্পিউটিং সার্ভারের লাগবে মাত্র কয়েক সপ্তাহ।

১৪

রুবিকস কিউব উদ্ভাবনের ১৩ বছর পর সমাধানের একটি সূত্র আবিষ্কৃত হয়। তা হলো, রুবিকস কিউবের বিন্যাস যেভাবেই থাক না কেন, সর্বোচ্চ ২০ বার ঘোরালেই কিউব মিলে যাবে।

তথ্যসূত্র : রুবিকস ডটকম

২০ ধাপে রুবিকস কিউব মেলানোর উপায়
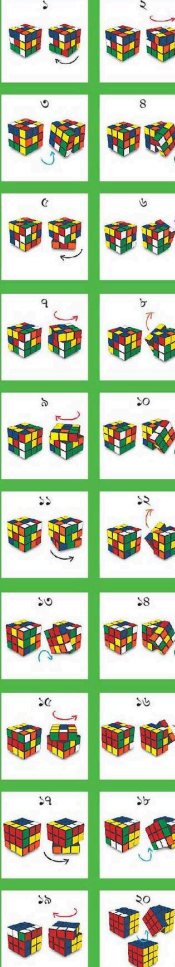
গল্প

পিকুর বন্ধু শূন্য

তাজকিয়া ফেরদৌসী
চতুর্থ শ্রেণি, কেন্দুয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নেত্রকোনা

ক্লাসে অঙ্ক করছিল পিকু। হঠাৎ খাতা থেকে একটা শূন্য ভেসে উঠে বলল, 'এই পিকু, অঙ্কটা এভাবে করছ কেন? গণিতশাস্ত্রের বদনাম করতে চাও নাকি?'

পিকুর তো ভিরমি খাওয়ার দশা। শূন্য কথা বলে নাকি!

পিকু ভাবল, অনেকক্ষণ ধরে অঙ্ক করতে করতে ওর চোখের বারোটা বেজে গেছে। তাই চোখ দুটো আচ্ছামতো কচলে নিল। কিন্তু যে-কে সে-ই, নাকের ডগার সামনে শূন্য ভেসে আছে।

পিকু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল, 'কেন, কী হলো আবার? আমি তো ঠিক করেই করছি!'

শূন্য বলল, 'এভাবে অঙ্ক করলে পরীক্ষায় লাড্ডু পাবে। আর সেই লাড্ডু কি বাসায় নিয়ে গিয়ে সবাইকে বিলাবে?'

পিকু বলল, 'ইয়ে মানে...'

শূন্য কোমরে হাত দিয়ে বলল, 'ইয়ে মানে আবার কী? লাড্ডু দেখে তোমার মা-বাবা যখন জানতে চাইবে, "এটা কিসের লাড্ডু?" তখন কি বলবে, "আজ পরীক্ষায় লাড্ডু পেয়েছি, চলো সবাই মিলে সেই লাড্ডু খাই?"'

পিকু বলল, 'ওরে বাবা! অঙ্কে লাড্ডু পেলে মা আমাকে বাসা থেকেই বের করে দেবে।'

শূন্য বলল, 'শোনো পিকু, পরীক্ষায় ভালো করতে চাইলে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। ভালোভাবে অঙ্ক করতে হবে। বুঝেছ আমার কথা?'

পিকু কী জবাব দেবে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই শূন্যটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকল পিকু। একটু পর পাশ থেকে লিটু বলল, 'কী হলো, এখনো শেষ হয়নি?'

খাতার ওপর হামলে পড়ল পিকু। মনোযোগ দিয়ে আবার অঙ্কটা শুরু করল। আর কী আশ্চর্য, অঙ্কটা মিলেও গেল! তাহলে শূন্যের কথাই ঠিক, অঙ্কে ভুল ছিল।

স্কুল শেষে পিকু বাসায় ফিরল। মাথায় তখনো শূন্যের কথাই ঘুরছে। কাউকে অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

খাবার টেবিলে গিয়ে পিকুর পিলে চমকে গেল।

টেবিলে এক বাক্স লাড্ডু!

'লাড্ডু এল কোথা থেকে?' মার কাছে জানতে চাইল পিকু।

মা-ও অবাক, 'আমি কী জানি! কিছুক্ষণ আগেও তো টেবিলে কিছু ছিল না! কেউ এসেছে নাকি?'

পিকু আর মা সারা বাড়ি খুঁজল, নাহ্, কেউ আসেনি। তাহলে লাড্ডু এল কোথা থেকে?

অলংকরণ : **মাসুক হেলাল**

আঁকা : **রাফসান রাফায়েত ইসলাম**
প্রাক্-প্রাথমিক, নবশিখা স্কুল, ঢাকা

আঁকা : **আকিফ আল আরাফ**
স্ট্যান্ডার্ড টু, বারিধারা স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক **মোহাম্মদ আজম**। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম, বইমেলা, পুরস্কার, গবেষণাসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আলতাফ শাহনেওয়াজ**

মোহাম্মদ আজমের সাক্ষাৎকার

‘বাংলা একাডেমির অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই সম্ভব’

আলতাফ শাহনেওয়াজ : *বাংলা একাডেমিকে আগে আপনি বাইরে থেকে দেখতেন। আর গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক হিসেবে এখন দেখছেন ভেতর থেকে। দুই দেখার মধ্যে ফারাক কোথায়?*

মোহাম্মদ আজম : প্রথমে একটা মিলের কথা বলি। আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুব একটা উৎপাদনশীল না হওয়ায়, বিশেষত বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার ধারাটা শুকিয়ে আসায় কোনো একাডেমির পক্ষে মানসম্মত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। এখানে কাজ শুরু করার পরও আমার সে ধারণায় কোনো বদল ঘটেনি।

এবার পার্থক্যের কথা বলি। বাইরে থেকে আমি যতটা মনে করতাম, ভেতরে এসে দেখতে পাচ্ছি, বাংলা একাডেমি তার চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার সম্ভাবনা এখানে যথেষ্ট আছে। বিগত বছরগুলোয় সে কাজ যে হয়নি, তা নয়। তবে আরও অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ আছে।

আলতাফ : *রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রেই মানুষ এখন একধরনের সংস্কার প্রত্যাশা করছে। বাংলা একাডেমিতেও কিছু বনিয়াদ সংস্কার প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করছেন। এ নিয়ে আপনার ভাবনা কী?*

আজম : কিছু প্রশাসনিক সংস্কার দরকার। বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় ও পার্থক্যের ব্যাপারগুলোয় নতুন ব্যবস্থাপনার সুযোগ আছে। কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য, অর্থাৎ পূর্বতন আইন সংশোধনের জন্য পার্লামেন্টের প্রয়োজন হবে। নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে সে ধরনের পরিবর্তনের কথা ভাবা যেতে পারে।

তবে বিদ্যমান কাঠামো এমন নয় যে এর মধ্যে বড় ধরনের কাজ করার সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে করোনাকালের পরে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একাডেমিকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। যদ্দুর বুঝতে পারি, এর ফলে একাডেমির নিয়মিত কাজে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটেছে। এমতাবস্থায় প্রাত্যহিক কাজকর্মে যদি স্বাভাবিক গতি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, আর প্রয়োজনীয় খাতে সরকারি অর্থ-বরাদ্দের প্রেক্ষাপটে নতুন কিছু উদ্যোগ নেওয়া যায়, তাহলে বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেও প্রভাবশালী কাজ করা সম্ভব। গত দুই মাসে বিভিন্নজন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের যেসব পরামর্শ দিয়েছেন, সেগুলোর প্রায় নব্বই ভাগ একাডেমির প্রাত্যহিক স্বাভাবিক কাজের মধ্যে পড়ে। কাজেই কাঠামোগত সংস্কারের পরিকল্পনা করার পাশাপাশি স্বাভাবিক কাজগুলো ঠিকমতো করতে পারলে একাডেমির কাজ জনসমাজে অনেক বেশি প্রভাবশালী হয়ে ওঠার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে।

আলতাফ : *সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছেন, বাংলা একাডেমিতে রাষ্ট্রীয় বা দলীয় নিয়ন্ত্রণ আর হবে না। কিন্তু অতীতে চাকরি, পুরস্কারসহ নানা ক্ষেত্রে যেভাবে দলীয় প্রভাব কাজ করেছে, সে ক্ষেত্রে কীভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব?*

আজম : দলীয় প্রভাব বাংলা একাডেমির জন্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর হয়েছে। আমি জেনেছি, দলীয় বিবেচনায় কেবল নতুন নতুন লোকের জন্য সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে এমন নয়, পুরোনো যাঁরা বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদেরও দলীয় বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে। বই-পুস্তক প্রকাশ এবং অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই যথাবিহিত পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। বাংলা একাডেমির কাজের ধরন এমন যে, এ ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে নতুন করে কিছু করার থাকে না। যেমন কোনো প্রকল্প যদি শেষ হয়ে যায়, কিংবা কোনো বই যদি প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে খুব একটা কিছু করার সুযোগ থাকে না।

তবে যেগুলো সম্পন্ন হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বস্তুত এর অধিকাংশই আমি জয়েন করার আগেই করা হয়েছে। আমরা বাদ পড়াদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। যেসব বই বা প্রকল্প আগে দলীয় বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকে বিবেচনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো, এখন থেকে সিদ্ধান্তগুলো একাডেমির আইন, নীতি ও দরকারের ভিত্তিতে নেওয়া। ‘বঞ্চিত’দের ব্যাপারে মনোযোগ রেখে কাঠামোগত দরকারকে অগ্রাধিকার দিতে পারলে খুব কম সময়ের মধ্যে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে বলে আশা রাখি।

আলতাফ : *গবেষণা এ প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র। তবে অনেক বছরই এখানে গবেষণার ক্ষেত্রটি অবহেলিত। অনেকে এ-ও বলেন, একাডেমি বর্তমানে বিভিন্ন সাহিত্যিকের জন্ম-মৃত্যু-স্মরণ, তথা আনুষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপে যতটা আবদ্ধ, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে উৎসাহী নয়। আপনি নিজে একজন গবেষক। বাংলা একাডেমির গবেষণা কার্যক্রমে কীভাবে প্রাণসঞ্চার করবেন?*

আজম : প্রথমে বলে নিই, এ ধারণার মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে। গবেষণা করা একাডেমির প্রধান কাজ নয়, যে অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করে থাকে। একাডেমি জাতীয় কিছু বিষয়ে সামষ্টিক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যেমন অভিধান প্রণয়ন করা, গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়ন করা, প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি।

তবে সাধারণভাবে আপনার বলা কথাটা ঠিক। গবেষণা না হলেও একাডেমির কাজ নিশ্চয়ই গবেষণামূলক। সে কাজে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। আমরা এ ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যাপকভাবে সক্রিয় হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যেমন পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদমূলক গ্রন্থ প্রণয়নের বড় উদ্যোগ আসন্ন।

যে কাজ আমরা ইতিমধ্যে করেছি, তার কথাও বলি। সাক্ষাৎকারটি যখন পাঠকেরা পড়বেন, তার আগেই একাডেমির পক্ষ থেকে গবেষণাবৃত্তির এক বিশদ বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। একাডেমির নিজস্ব অর্থায়নে আমরা ৫০টি গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। সঙ্গে ১০টি বার্ষিক গবেষণাবৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এ উদ্যোগের সাফল্যের নিরিখে সরকারের কাছে এ ধরনের বৃত্তির জন্য আরও বড় বরাদ্দ চাইব আমরা। আশা করি, এতে গবেষণাকর্মকে সহায়তা দেওয়ার জন্য একাডেমির ভূমিকা দেশের স্বাধীন গবেষণা খাতে এবং বাংলায় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

আলতাফ : *সামনেই ২০২৫ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এবারের বইমেলায় গুণগত কী পরিবর্তন হবে?*

আজম : বইমেলায় বিগত বছরগুলোর কিছু অনিয়ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের জানিয়েছেন। তার ভিত্তিতে আমরা সেগুলো নিরসনের উদ্যোগ নেব। স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং একাডেমির পক্ষ থেকে করা আয়োজনগুলোর গুণগত মান নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

বইমেলায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪-এর থিমকে উচ্চকিত করার জন্য প্রকাশক থেকে শুরু করে সব পক্ষের জোরালো দাবি আছে। আমরা অনুষ্ঠান, আলোচনা, মেলার অবকাঠামো এবং সামগ্রিক বিন্যাসে সে ব্যাপারগুলোর প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব।

আলতাফ : *একুশে বইমেলা আয়োজন এখন বাংলা একাডেমির মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের অনেকটা সময় একাডেমিকে এ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আগে এ বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান ছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। সম্প্রতি বাংলা একাডেমির সভাপতি আবুল কাশেম ফজলুল হক বলেছেন, একুশে বইমেলাকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। আপনি কী মনে করেন?*

আজম : এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে মেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সক্ষমতার প্রসঙ্গ যুক্ত। কাজেই একক কোনো সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সরকার এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে এবং মানসিক ও বস্তুগত সক্ষমতার জন্য একটা সময়কাল বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমার দ্বিমত করার তো কোনো কারণ দেখি না।

আলতাফ : *একসময় কবিতা, কথাসাহিত্য ও গবেষণা—তিন শাখায় দেওয়া হতো বাংলা একাডেমি পুরস্কার। কিন্তু বিগত সরকারের সময়ে দলীয় বিবেচনা এবং নানাজনকে পুরস্কার দেওয়ার মানসে বিভিন্ন শাখা তৈরি করে অত্যধিক পুরস্কার দেওয়া হয়, যাতে একাডেমির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই বাস্তবতায় সাহিত্য পুরস্কারটি আবারও আগের তিনটি শাখায় দেওয়ার দাবি তুলেছেন সাহিত্যামোদিরা। কী বলবেন?*

আজম : এসব ব্যাপারে চালু বিতর্ক ও মতগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। পুরস্কার বিষয়ে স্বেচ্ছাচারের দিকটা সম্পর্কেও আমি ওয়াকিবহাল। ফলে পুরো প্রক্রিয়ায় রুচি, শৃঙ্খলা ও গুণগত উৎকর্ষ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমরা নিশ্চয়ই করব। তবে একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে কোনো একক সিদ্ধান্তের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করে সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতেই তা করা হবে। অনুমান করি, পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহু গুণী ও যোগ্য মানুষ যুক্ত থাকবেন। তাঁদের মতামত ও প্রজ্ঞা থেকে যেন প্রক্রিয়াটা বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করাই আপাতত আমার লক্ষ্য।

অলতাফ : *একাডেমি একসময় বিভিন্ন ধ্রুপদি বই বের করত। বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত দার্শনিকদের বই অনুবাদ হয়ে বের হতো এখান থেকে। অনেক দিন হয় এমন উদ্যোগ নেই। এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার?*

আজম : সত্যের খাতিরে বলতে হয়, বাংলা একাডেমি এ ধরনের প্রকল্পের কথা আগে থেকেই ভেবেছে এবং সরকারের কাছে অর্থ চেয়েছে। আমাদের কাজ হবে প্রথমত, এ প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত, অনুবাদের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ক্ল্যাসিক ও সমসাময়িক বইগুলোর অন্তত একাংশ অনুবাদের বন্দোবস্ত করা। এ ব্যাপারে আমরা প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেছি।

আলতাফ : *বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসে সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলোই অযত্নে ক্ষতিগ্রস্ত, কিছু পুঁথি নাকি লোপাটও হয়েছে। ব্যবহারকারী-গবেষকদের অভিযোগ, গবেষণার জন্য পুঁথিগুলো চেয়েও অনেক সময় পান না তাঁরা। পুঁথিগুলো সংরক্ষণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাডেমি কী ভাবছে? পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যেমন তাদের কাছে থাকা পুঁথিগুলো বছরের কোনো একটা সময়ে জনসাধারণের দেখার ব্যবস্থা করে, তেমন কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে?*

আজম : বাংলা একাডেমিতে থাকা মূল্যবান পুঁথিগুলোর সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন এবং পাঠোদ্ধারের একটা বড় উদ্যোগ একাডেমি নিয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশে স্কলারশিপের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। তবে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে সেই ঘাটতি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। আমরা আশা করি, অনতিবিলম্বে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করা যাবে।

আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে, বাংলাদেশের অন্যত্র যেসব পুঁথি আছে, সেগুলোকেও সরকারের মধ্যস্থতায় এ প্রকল্পের অধীন নিয়ে আসার চেষ্টা করা। তাতে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ডিজিটাইজেশনের কাজটা একসঙ্গে হওয়া সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে; আর পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে একই বিষয়ে বিদ্যমান অন্য পুঁথিগুলো একসঙ্গে করে সমন্বিত পাঠ প্রস্তুত করা যাবে। দেখা যাক, এ ধরনের সমন্বিত উদ্যোগ সফল করা যায় কি না। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে বাংলা একাডেমিতে মজুত পুঁথিগুলো নিয়েই আমরা কাজ শুরু করব। ডিজিটাইজেশন, সংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পাঠোদ্ধার সমানতালে চলবে।

আলতাফ : *একাডেমিতে যে পুরোনো সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংগ্রহ আছে, তার অনেক কিছুই গবেষক বা ব্যবহারকারীরা অনেককাল ব্যবহার করতে পারেননি। যেমন বিগত সরকারের আমলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের সংবাদপত্রগুলো দেখতে ও ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। ভবিষ্যতে এ ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনার খপ্পরে যাতে আর না পড়তে হয়, সে জন্য কিছু কি ভেবেছেন?*

আজম : পুরোনো পত্রিকা ও বইয়ের ডিজিটাইজেশনের এক বিশাল কর্মযজ্ঞ একাডেমিতে চলছে। এক কোটি সাতাশ লাখ পৃষ্ঠার ডিজিটাইজেশন এ প্রকল্পের অংশ। প্রকল্পটি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। আমরা এরপর জনপরিসরে এসব উপাদান ব্যবহারের ধরন নিয়ে কাজ শুরু করব।

বাংলা একাডেমি একদিক থেকে কোনো অজ্ঞাত কারণে বেশ পিছিয়ে আছে। এখানকার ব্যবস্থাপনা, প্রকাশনা, বিক্রয় ও লাইব্রেরির ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ডিজিটাইজেশন ঘটেনি। এটা জনসাধারণ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সবার জন্য যেমন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনই একাডেমির অভ্যন্তর-ব্যবস্থাপনায়ও সংকট তৈরি করছে।

এ প্রেক্ষাপটে আমরা ইতিমধ্যেই বাংলা একাডেমির সামগ্রিক ডিজিটাইজেশনের জন্য কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করেছি। ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরি, বিক্রয়, বই ও পত্রিকার প্রকাশনাসহ সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা নিজেদের একটি ফন্ট তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি এবং একাডেমির সব প্রকাশনা যেন অনতিবিলম্বে ইউনিকোডে ছাপা হয়, যেন সেগুলোর ই-বুক সারা দুনিয়ায় সহজলভ্য হয় এবং পুরোনো বইগুলোর অন্তত ই-বুক সহজপ্রাপ্য করা যায়, তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রকেও এ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। সারা দেশে অনলাইন বিক্রি শুরু হবে। বিক্রয়কেন্দ্র রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

তবে লাইব্রেরিকে এ রকম সেবার আওতায় আনা কিছুটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা আশা করি, আংশিকভাবে লাইব্রেরি-সেবা উন্মুক্ত করা শিগগিরই করা যাবে। সে ক্ষেত্রে পাঠকদের লাইব্রেরির সদস্য হতে হবে। আর পত্রিকাগুলো যেহেতু সম্পূর্ণ ডিজিটাইজেশনের আওতায় এসেছে, কাজেই পত্রিকা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ বা অপ্রাপ্যতার সংকট অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে ভরসা করা যায়। আশা করছি, পুরো প্রক্রিয়াটা ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

আলতাফ : *বিগত সময়গুলোয় একাডেমির সাধারণ ও জীবন সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। কীভাবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এটি নির্বাচন করা যেতে পারে?*

আজম : এ ধরনের বিস্তর অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। সুরাহা করা খুব সহজ নয়। আমরা এ ব্যাপারে ন্যূনতম শৃঙ্খলায় ফেরার জন্য কাজ করছি।

সদস্যপদের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হলো, প্রার্থীর সংখ্যা এত বেশি, আর প্রতিবছর বরাদ্দকৃত নতুন সদস্যের সংখ্যা এত কম—বছরে ২১ জন মাত্র—যে এর কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয়তো শিগগিরই সম্ভব হবে না। তবে যদি স্বচ্ছতা ও যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে সম্ভবত অভিযোগের হার কমিয়ে আনা যাবে। আমরা সে চেষ্টাই করব।

আলতাফ : *গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাস্তবতায় জনসাধারণের মতো কবি-সাহিত্যিকদের চাওয়াও হলো বাংলা একাডেমিতে কিছু মৌলিক সংস্কার। যেমন তাঁরা চান কারও অধীন না থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করুক প্রতিষ্ঠানটি। আপনি কি মনে করেন বিষয়টি সম্ভব?*

আজম : বাংলা একাডেমির অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অবশ্যই সম্ভব। তবে তার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। এর বাইরে কিছু অভ্যন্তরীণ সংস্কার এখনই সম্ভব।

অজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত প্রচারের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এ কথাটাও বলে রাখতে চাই যে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন বাংলা একাডেমির জন্য প্রধান সমস্যা নয়। আমার এ মন্তব্যের দুর্বলতার দিক এই যে আমার অভিজ্ঞতা এখানে খুবই কম দিনের। তবে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, অনেক সময়ই সরকারি বা দলীয় হস্তক্ষেপের আগেই কর্তাব্যক্তিরা উদ্যোগী হয়ে অতিরিক্ত আনুকূল্য দেখাতে গেছেন বা নিজেরাই রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তাব করেছেন। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা এত সহজ নয়। তবে একাডেমি আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যদি তুলনামূলক স্বাধীনতা পায়, আর পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন পায়, তাহলে তো ভালোই হয়। সে ক্ষেত্রেও লাগবে স্বাধীনচেতা প্রশাসক, জনসমাজ ও বিদ্বৎসমাজ। আমাদের দেশে সে অবস্থা একসময় তৈরি হবে, এ আশা করতে দোষ কী!

“ বইমেলায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪-এর থিমকে উচ্চকিত করার জন্য প্রকাশক থেকে শুরু করে সব পক্ষের জোরালো দাবি আছে। আমরা অনুষ্ঠান, আলোচনা, মেলার অবকাঠামো এবং সামগ্রিক বিন্যাসে সে ব্যাপারগুলোর প্রতিফলন ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব।

মোহাম্মদ আজম
ছবি : কবির হোসেন

● গল্প

ছায়া

উপমা অধিকারী

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

তিলোত্তমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বাঁ দিকে একটু খুঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছে। এক হাতে কাঁচাবাজারের ব্যাগ, আরেক হাতে সেলফোন। আমি বেশ একটু দূরত্ব রেখে ওর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। এটাই আমার কাজ, তিলোত্তমা সারা দিন কী করে, কোথায় যায়—সবকিছু নোট করে রাখা।

বাড়ি পৌঁছে গেছে তিলোত্তমা, কেঁচি গেট বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে, ওপরে দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে আছি। ক্ষীণ একটা তালা খোলার শব্দ, এরপর জানালায় জ্বলে ওঠে হলুদ বাতি। তিলোত্তমা ঘরে ঢুকেছে।

আমি ঘড়ি দেখি, এখন বাজে রাত দশটা আটচল্লিশ। আমার রিপোর্ট নিতে হবে রাত বারোটা পর্যন্ত। এরপরের আট ঘণ্টা আমার ছুটি। দুটো গলি পরেই একটা গ্যারেজ ভাড়া নিয়েছি। রাফি স্যার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেখানে আমি রাতে ঘুমাই। পরের দিন আবার তিলোত্তমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে যাই, ঠিক সকাল আটটায়। এরপর আবার সারা দিন ছায়া হয়ে থাকি তিলোত্তমার। তবে রাতের আট ঘণ্টার জন্য কি তিলোত্তমার আর কোনো ছায়া আছে? আমার জানা নেই। রাফি স্যার আমাকে কখনো কিছু জানান না। তিলোত্তমার সম্পর্কেও না, নিজের সম্পর্কেও না। আমাদের যোগাযোগ হয় শুধু জিমেইলে, আমি মাস শেষে রিপোর্ট মেইল করে দিই, বেতন নিই। তিলোত্তমার দৈনিক জীবনযাপনের তথ্যগুলো রাফি স্যারের কোন কাজে দেবে, আমার জানা নেই।

তিলোত্তমার সার্টিফিকেটে নাম জোহরা কামাল, ফেসবুকে ফাইরুজ কামাল। ওর ফেসবুক প্রোফাইল ঘাঁটা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে না। মেটাভার্সে ওর অন্য কোনো ছায়াসঙ্গীই থাকার কথা। এই প্রজেক্ট সম্পর্কে আমি কিছুই না জানলেও এটুকু অন্তত বুঝতে পারি যে এর ব্যাপ্তি বিশাল। একটা ইউনিভার্সিটিপড়ুয়া, টিউশন করে একা সংসার চালানো মেয়ের জন্য এত আয়োজন কেন, আমার বোধগম্য হতো না কখনোই। তবে এখন নিজের মতো কিছু কারণ বের করতে পেরেছি। হয়তো তিলোত্তমা অতীতের কোনো ঘটনা থেকে গা ঢাকা দিতেই এখন এই সরলরৈখিক জীবন বেছে নিয়েছে।

রাতে বাড়ি ফিরে আমি মাঝেমধ্যে আমার জোগাড় করা তথ্যগুলোর মধ্যে সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু বেশিক্ষণ পারি না, একটু পরেই ওর ছবিগুলোতে হারিয়ে যাই। তিলোত্তমাকে দিনের পর দিন দেখতে দেখতে আমার নেশা হয়ে গেছে। রাতে ঘুমোতে গিয়ে আমি শুধু ওর কথা ভেবেই মাস্টারবেট করি। সোশাল মিডিয়ার দায়িত্বে না থাকা সত্ত্বেও আমি ওর ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম আইডি খুঁজে বের করেছি। শুক্রবার আমার ছুটি। সেদিন আমার গ্যারেজ ঘরে তিলোত্তমার টাইমলাইন ঘেঁটে ওর রিভিলিং জামা পরা ছবিগুলো দেখে দেখে কাটিয়ে দিই আমি। আর অন্য কোনো ছায়াসঙ্গী আজ সারা দিন তিলোত্তমার সঙ্গে আছে ভেবে অসহ্য বোধ করি। আমি বাদে কয়জন ছায়াসঙ্গী ওর? চারজন? পাঁচজন? বাকিদেরও কি তিলোত্তমাতে নেশা হয়ে গেছে? রাফি স্যারেরও কি তিলোত্তমাকে নিয়ে এ রকম নেশা আছে?

ডিউটি বাদে অন্য কোনো সময় তিলোত্তমার আশপাশে থাকা আমাদের জন্য কঠোরভাবে নিষেধ। তবে সবার মধ্যে আমি ভাগ্যবান। তিলোত্তমাকে সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্য কাছে পাই তো আমিই। ওর রিকশার পিছু নিই, ওর সঙ্গে বাসে উঠি, ওর ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি, টিউশনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। ও কখনোসখনো ঘুরতে যায়, আমি নোট করি—কোথায় যাচ্ছে, সঙ্গে আছে কে কে ইত্যাদি। আমি তাদের ছবি তুলে নিই। তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময় তিলোত্তমার অঙ্গভঙ্গি কী রকম, মুখের ভাব কেমন—সবই আমি নোট করি। তিলোত্তমা একটা কোঁকড়া চুলের বেঁটে ছেলের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঘোরে, ওর বাড়িও যায়। প্রেমিকই হবে। মেয়েটা সেখানে গেলে আমি বাইরের চায়ের দোকানে বসে থাকি, সময় গুনি। বহুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে আসে সে। এ সময় ও থাকে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, আবার কখনো চোখে-মুখে রাগ, কখনো বা হাসি। আমি পর্যবেক্ষণ করি, নোট করে রাখি। সেই সঙ্গে ছেলেটাকেও টার্গেট করে রাখি। মাঝেমধ্যে শুক্রবারে আমি ছেলেটার খোঁজে আসি, কিন্তু তাকে কখনোই পাই না। একদিন খালি বাসায়ও ঢুকে দেখলাম, একটা চেয়ার ছাড়া কিছুই নেই। রাফি স্যারের উচিত এই ছেলেটার জন্যও একটা ছায়া রাখা। তিলোত্তমাকে পাওয়ার পর আমিই রেখে দেব হয়তো। এই মেয়েকে জানতে হলে ছেলেটাকেও জানতে হবে আমার।

তিলোত্তমা একটা কোঁকড়া চুলের বেঁটে ছেলের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঘোরে, ওর বাড়িও যায়। প্রেমিকই হবে। মেয়েটা সেখানে গেলে আমি বাইরের চায়ের দোকানে বসে থাকি, সময় গুনি। বহুক্ষণ পর সেখান থেকে বের হয়ে আসে সে। এসময় ও থাকে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, আবার কখনো চোখে-মুখে রাগ, কখনোবা হাসি।

মাঝেমধ্যে তিলোত্তমার ফোনে কল আসে। এই মুহূর্তগুলো আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন ফোনালাপের সময় তিলোত্তমার মুখের ভাষা কেমন থাকে, ফোন রাখার পর তার মেজাজ কেমন থাকে, সে কী করে—এসব খুব সাবধানে নোট রাখতে হয়। তিলোত্তমার কল রেকর্ড রাখার জন্যও কোনো ছায়া আছে কি না, আমার জানা নেই। রাফি স্যারের ক্ষমতা আসলে কতটুকু? জানা নেই আমার। তবে তার টাকাপয়সা তো আছে ভালোই, নাহলে আমাদের এত বেতন দিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। এই এক বছরের ডিউটি শেষে আমার আর সামনের চার-পাঁচ বছর কাজ না করেও হেসেখেলে চলে যাবে। আমার ইচ্ছা, তখন যেভাবেই হোক, তিলোত্তমাকে নিজের করে নেব আমি। রাজি না হলে তুলে নিয়ে যেতে পারি। ওর সম্পর্কে সব তো জানিই। এই মেয়েকেই আমার চাই।

রাফি স্যার আমাকে কখনো বাকি ছায়াসঙ্গীদের কথা বলেননি। তবে মাঝেমধ্যে আমিই আবিষ্কার করে ফেলি নতুন কাউকে। যেমন গত মাসে বুঝতে পারলাম, তিলোত্তমার টিউশনবাড়ির মানুষগুলো সম্ভবত রাফি স্যারেরই লোক। অন্তত আমার পর্যবেক্ষণ তা-ই বলে। রাফি স্যারই কোনোভাবে তাকে এই টিউশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিলোত্তমা কি এই পরিকল্পনাগুলো জানে, রাফি স্যারকে চেনে? হতেও পারে যাদের ছবি আমি তুলছি, তাদের মধ্যেও আছে তিলোত্তমার ছায়াসঙ্গীরা। আবার রাফি স্যারের চেহারাও তো আমার অজানা। তিনি তিলোত্তমার আশপাশেরই কেউ হতে পারেন? আমি বা তিলোত্তমা কখনোই সেটা জানতে পারব না; যেমন জানতে পারব না, কেন এই প্রজেক্ট, কী উদ্দেশ্য তার?

তিলোত্তমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আজ সারা দিন প্রচুর ঘুরেছে মেয়েটা, বাড়ি ফিরতে দেরি করেছে। সারা দিন ওর সঙ্গে থেকে আমিও ক্লান্ত। হাই তুলতে তুলতে দোতলায় দরজার তালা খোলার শব্দ শুনি আমি, জানালার হলুদ বাতি দেখি। হাতঘড়ির দিকে তাকাই, রাত এগারোটা বায়ান্ন বাজে। চলে যাব এখনই। শেষবারের মতো দোতলার জানালার দিকে তাকাই আর চমকে উঠি! আমি কি ভুল দেখলাম? তিলোত্তমার জানালার পর্দায় দুটো ছায়া। একটা তিলোত্তমার, আর ডানে লকারের পাশেরটা কার? একনিমেষে নিচে কোথাও হারিয়ে যায় ছায়াটা।

তিলোত্তমা ঘরে একা থাকে। কোনো বন্ধুবান্ধব বা প্রেমিককেও তো সে সঙ্গে আনেনি আজ। তাহলে ওর ঘরে কে? কার ছায়া?

রাত বারোটা বেজে গেছে। গ্যারেজে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াই আমি। তিলোত্তমার ঘরে ওর অজান্তে যে ছায়ার বসবাস, তার কথা ভেবে হিংসায় আমার সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে।

নরম, কোমল মাটির স্পর্শ এবং কাজী আবদুল বাসেতের চিত্রশিল্প

সৈয়দ আজিজুল হক

কাজী আবদুল বাসেত (৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫—২৩ মে ২০০২)

দেশের প্রথম প্রজন্মের চিত্রীদের একজন কাজী আবদুল বাসেত। বিভিন্ন সংগ্রাহকের কাছ থেকে শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে বেঙ্গল শিল্পালয়ে এখন চলছে তাঁর একটি চিত্রপ্রদর্শনী

কাজী আবদুল বাসেতের চিত্রশিল্পের দিকে তাকালে একপ্রকার নরম, কোমল আর রমণীয় মাটির স্পর্শ পাওয়া যায়। উদগ্র বাসনার উদ্দামতার বদলে তাঁর শিল্প দর্শককে কোনো নির্লোভ সৌন্দর্যের আনন্দময় ভুবনে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে রূপ আর অরূপের সাধনায় মগ্ন থাকেন তিনি। ব্যাপৃত থাকেন অবয়ব আর নিরবয়বের আরাধনায়। এভাবে তাঁর চিত্রমালা হয়ে ওঠে মূর্ত আর বিমূর্তের যুগলবন্দী। সেখানে নিয়ত উঁকি দেয় পূর্ব ও পশ্চিমের বিপরীতধর্মী ভাবলোক আর শিল্পসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু পরিণামে তাঁর শিল্পের জমিন বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে জীর্ণ হওয়ার অবকাশ পায় না, সমন্বয়ের আত্তীকরণে হয়ে ওঠে সাবলীল ও প্রাণময়।

ঢাকা থেকে শিকাগো

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার চারুকলায় কাজী আবদুল বাসেত (১৯৩৫-২০০২) ছিলেন চতুর্থ ব্যাচের ছাত্র। প্রথম ব্যাচে ছিলেন আমিনুল ইসলাম; দ্বিতীয় ব্যাচে কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক; তৃতীয় ব্যাচে সৈয়দ জাহাঙ্গীর। এঁদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রথম প্রজন্ম, পঞ্চাশের দশকেই এঁরা স্নাতক হয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই পরবর্তী এক দশকের মধ্যে উচ্চশিক্ষার্থে গিয়েছিলেন পশ্চিম মুলুকে। এই দলে ছিলেন এঁদের থেকে কিছুটা বয়োজ্যেষ্ঠ, কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক মোহাম্মদ কিবরিয়াও। রাজ্জাক আর বাসেত গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। কিবরিয়া জাপানে, আমিনুল-বশীর-রশিদ ইতালি-ফ্রান্সে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় পশ্চিমের দেশগুলো শিল্পের নতুন অর্থ সন্ধানে তখন ব্যাপৃত। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে পশ্চিমা মানস ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, অবক্ষয়ক্লিষ্ট আর সীমাহীন শূন্যতাবোধে অবসাদগ্রস্ত। বিশ শতকের শুরু থেকে আধুনিকতাবাদী নানা আন্দোলন পশ্চিমের শিল্পজগৎকে বিচিত্রভাবে বিকশিত করে তুলেছিল। উজ্জীবিত করেছিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। পাল্টে গিয়েছিল পুরোনো সব খোলনলচে। অবয়বের ভাঙচুর ঘটছিল প্রচণ্ডভাবে। আর এরই ধারাবাহিকতায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রের জমিন থেকে অবয়ব পুরোদমে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীরা ইউরোপ-আমেরিকা-জাপানে গিয়ে শিল্পের এই নতুন সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে শিকাগোয় বাসেতও এই বিমূর্ত বাস্তবতায় অবগাহন করেছিলেন। সেখানে তাঁর দুই শিক্ষকের একজন ছিলেন মার্কিন, আরেকজন জার্মান।

পশ্চিমাফেরত শিল্পীদের বিমূর্ত প্রকাশবাদী ধারা ষাটের দশকে বাংলাদেশের চিত্রজগতে একটা নতুন আবেগ সঞ্চার করেছিল। কিবরিয়া ছিলেন এর নেতৃত্বে, বাসেত তাঁর নীরব সঙ্গী। দুজনের জীবনাচারের একটি মিল হলো, কেউই হইচই-কোলাহলের মধ্যে ছিলেন না। চিত্রের জমিনই ছিল তাঁদের চিন্তাভাবনা-ধ্যানধারণা প্রকাশের একমাত্র ক্ষেত্র; সভা-সমিতি, লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি নয়। তবে এ কথাও ঠিক, ঢাকা আর বিক্রমপুরের সন্তান বাসেত উন্নত যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এলেও দেশজ মাটির গন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণরূপে অরূপের সাধনায় নিমগ্ন হতে পারেননি।

প্রথম পর্বের জ্যামিতিকতা

১৯৫৬-৬২ কালপরিসর তাঁর শিল্পচর্চার সূচনা পর্ব। ওই কালে তিনি যেমন ঐতিহ্যলগ্ন ও প্রকৃতিমগ্ন, তেমনি কিউবিস্ট শিল্পীদের অনুপ্রেরণায় জ্যামিতিক ফর্মের আশ্রয়ে অবয়ব গঠনেও মনোযোগী। তেলরঙে আঁকা তাঁর 'মাতৃগর্ব', 'বসন্ত', 'গোধূলি, 'ধান ভানা' এবং 'মা ও মেয়ে' চিত্রসকল এর বড় প্রমাণ। প্রকৃতির একান্ত পটভূমিতে গ্রামীণ নারীর কর্মমুখর জীবনের চঞ্চলতার মধ্যে তিনি শিল্পের সৌন্দর্য খুঁজে পান। সৌন্দর্য সন্ধান করেন নারীর মাতৃরূপে। পূর্বদেশীয় এসব মাটির গন্ধ তাঁর সৌন্দর্যের উৎস হলেও পশ্চিমদেশীয় আধুনিকতার সাহচর্যে একে পূর্ণ করে তোলেন। ইউরোকেন্দ্রিক আধুনিকতার আবহে তিনি অবয়বের যে ভাঙচুর করেন, তার মূলে কিউবিস্টদের সূক্ষ্ম প্রভাব অনুধাবন করা যায়।

ওপরের তালিকার প্রথম ছবিটি ১৯৫৬ সালে আর শেষটি ১৯৬০ সালে আঁকা। উভয় চিত্রে কিউবিক ফর্মে ভাঙচুরের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষত, 'মা ও মেয়ে'র চিত্রটি বাসেতের চিত্রভাবনা বা চিত্রশৈলী অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। একই ভঙ্গির ছবি তিনি পরবর্তীকালে বহুবার এঁকেছেন। এটি তাঁর পরিচয়জ্ঞাপক একটি অনিবার্য চিত্র। মায়ের ঊর্ধ্বমুখী মুখাবয়বের বিপরীতে মায়ের ভাঁজ করা হাঁটুতে মেয়ের নিম্নমুখী মুখাবয়ব স্থাপিত। দুটো অবয়বের উপবেশন ভঙ্গির মধ্যে অসাধারণ ভারসাম্য চিত্রটির বিরচন কৌশলকে (কম্পোজিশন) করে তুলেছে ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, এমনকি শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, জ্যামিতিক বিভাজন চিত্রটিকে সার্থক করে তুলেছে। এই চিত্রের পটভূমিতে রং ব্যবহারের মধ্যে ফর্ম সৃষ্টির যে প্রয়াস পরিলক্ষিত, তাতে আভাসিত হয় পরবর্তীকালের বিমূর্ত চিত্রের বৈশিষ্ট্য।

'মা ও মেয়ে'র এই চিত্র প্রসঙ্গে স্মরণীয় জয়নুলের চিত্রে নারীর বিশিষ্ট উপবেশন ভঙ্গিটি। তবে দুজনের এ জাতীয় চিত্রের মধ্যকার পার্থক্যরেখাটিও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। জয়নুলের গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা ময়মনসিংহের, আর বাসেতের শৈশব কেটেছে বিক্রমপুরে। শুধু পটভূমির এই ভিন্নতাই নয়, দুজনের পর্যবেক্ষণের মধ্যেই ঘটেছে গুরুত্বপূর্ণ অমিল। শিল্পীমেজাজের ভিন্নতাও দুজনকে স্বতন্ত্র করেছে। জয়নুল, আনোয়ারুল, কামরুল—আমাদের এই তিন পথিকৃৎ শিল্পীই ছিলেন জলরঙে মাস্টার। বিশেষত ছাত্রদের ওপর জয়নুলের প্রভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাসেত এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, স্বতন্ত্র। জয়নুলের ঝোঁক ছিল তেলরঙের পরিবর্তে জলরঙের দিকে; বাসেত ছিলেন এর বিপরীত।

বিমূর্ততায় রঙের যত ফর্ম

মার্কিন মুলুকের শিক্ষা বাসেতের ছবির জমিনকে অবয়বমুক্ত করে। বিমূর্ততায় অবগাহনের মধ্য দিয়ে তিনি রঙের পটভূমি সৃষ্টিতেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর চিত্রের জমিন অতঃপর হয়ে ওঠে রঙের নানা আকার ও ওজনবিশিষ্ট ফর্মের বিরচন কৌশলের এক উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। কতভাবেই না তিনি রঙের লঘুভার সামঞ্জস্যচেতনা (মিনিমাইজেশন) সৃষ্টির মাধ্যমে চিত্রতলকে করে তোলেন প্রশান্তির আকর। সমতলীয় ভঙ্গির লেপনকৌশলের মধ্যেই তিনি বুনট (টেক্সচার) সৃষ্টির প্রয়াসে চিত্রভূমিকে করে তোলেন আকর্ষণীয় ও ব্যঞ্জনাময়।

'মা ও মেয়ে', ১৯৯৪। শিল্পী : কাজী আবদুল বাসেত

'পাখা হাতে রমণী', ১৯৯১। শিল্পী : কাজী আবদুল বাসেত

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিমূর্ত ধারার প্রধান শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়ার সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা যায়। তবে কিবরিয়ার সঙ্গে একটা বড় পার্থক্য হলো, বাসেতের ছবি অধিকতর রঙিন। এর কারণ, জন্মভূমি থেকে উন্মূলিত কিবরিয়ার মনোবেদনা থেকে বাসেত ছিলেন মুক্ত। ১৯৮৩ সালে শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বাসেতের প্রথম প্রদর্শনীতে সব চিত্রই ছিল বিমূর্ত ধারার, যা দর্শকচোখে তাঁর রঙিন শিল্পান্বেষার এক বড় প্রমাণ।

রং নিজেই সৃষ্টি করছে নানা রূপের বা আকারের ফর্ম। তা শুধু আকৃতির বৈচিত্র্যকেই ব্যাপকতর করছে না, রঙের বিচিত্রতা দিয়ে কাছে-দূরের বোধ সৃষ্টি করছে, নির্ধারণ করছে ভার বা ওজন। এসব ফর্মের অনুভূমিক ও উল্লম্ব বৈশিষ্ট্যই নির্ণায়ক হয়ে উঠছে ভিন্নতর অর্থের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনার। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিরচন কৌশলের নৈপুণ্য। রঙের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভার, তার বিরচণগত বিন্যাস, তার বুনট, তার লঘুভার সামঞ্জস্য—এই সবকিছু দর্শকচিত্তের আনন্দ ও প্রশান্তির কারণ হয়ে উঠছে। চিত্রতল অবয়বমুক্ত হয়ে নিরবয়বতার মধ্যে গিয়ে, রূপ থেকে অরূপের মধ্যে পৌঁছে সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছে। এমন চিত্রতল দর্শকের ভাবনাকে তার পরিচিত রূপজগতের মধ্যেই অনির্দিষ্টভাবে ভ্রমণ করিয়ে বেড়ায়। এখানেই শিল্পীর বিমূর্ত ধ্যানের সার্থকতা।

মূর্ত-বিমূর্তের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ

কিন্তু শিল্পী বাসেতের স্বাতন্ত্র্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অরূপের সাধনায় রত হয়েও তিনি রূপের সাধনাকে পরিহার করেননি। বরং সমান্তরালভাবেই এগিয়ে চলেছে তাঁর মূর্ত আর বিমূর্তের ধ্যান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ষাটের দশকের বিমূর্ত শিল্পের ধারাকে অনেকটা গতিহীন করে তুললেও বাসেতের চিত্রধারা তা থেকে মুক্ত। বহির্জগতের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ শিল্পী হিসেবে তাঁর ধ্যানকে বাধাগ্রস্ত বা প্রভাবিত করতে পারেনি। বাইরের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও নিজ শিল্পভাবনায় থেকেছেন অচঞ্চল, স্থির। অর্থাৎ ষাট-সত্তর-আশির দশকে তাঁর একাগ্র চিত্তের শিল্পান্বেষায় অব্যাহত থেকেছে মূর্ত-বিমূর্তের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ।

তবে তাঁর রূপের অন্বেষা নব্বইয়ের দশকে প্যাস্টেল মাধ্যমে অর্জন করে এক নতুন গতিবেগ। মুখ্য হয়ে ওঠে নারী-রূপেরই ব্যাপক ধ্যান। এ পর্বের চিত্রে নারীর বিচিত্র রূপ ও ভঙ্গি তাঁর চিত্রতলকে মুখর ও সমৃদ্ধ করে তোলে। একালের চিত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে অনেকগুলো সিরিজজাতীয় বিষয়। যেমন : 'মা ও মেয়ে', 'মা ও শিশু', 'প্রতীক্ষারত নারী', 'পাখা হাতে নারী', 'ধান ভানা', 'জলকে চল', 'জেলে-জেলেনী' প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাণে সমুদ্রমন্থনের ফলে নারীর যে দুটো রূপের উত্থানের কথা বলা হয়েছে, তার একটি উর্বশীরূপ, আরেকটি লক্ষ্মীরূপ। শিল্পী বাসেত দ্বিতীয়টির ধ্যান করেছেন। তাঁর অন্বেষণের বিষয় : নারীর মাতৃরূপ, গৃহস্থ পরিবেশে নারীর কর্মমুখর সেবাপরায়ণ কল্যাণী রূপ। এ ক্ষেত্রে তিনি কামরুল হাসান থেকে পৃথক হয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিল্পী হিসেবে এভাবেই কাজী আবদুল বাসেত বিশিষ্ট হয়ে আছেন। স্বভাবে একান্ত নিভৃতপরায়ণ ও প্রচারবিমুখ এই শিল্পী একাগ্রমনে শিল্পে নিমগ্ন থাকার মাধ্যমে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের জগতে একটি স্বতন্ত্র ও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পেরেছেন।

বিভিন্ন সংগ্রাহকের কাছ থেকে শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে বেঙ্গল শিল্পালয় সম্প্রতি বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে মুক্ত করে একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীকে দর্শকসম্মুখে উপস্থাপন করেছে। মৃত্যুর দুই দশক পরে শিল্পী বাসেত তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পানুরাগীদের কাছে আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। বেঙ্গল শিল্পালয়কে এ জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি চলবে ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি অব্দি।

● সংস্কৃতি

দৃশ্যকলা

'দ্য নিউ নরমাল',
শিল্পী : অন্তরা মেহরুখ আজাদ

দুর্দশা-দুর্ভোগের ছাপমাখা

ঢাকার বারিধারায় প্ল্যাটফর্মস গ্যালারিতে চলছে অন্তরা মেহরুখ আজাদের প্রদর্শনী 'সোলাস্টালজিয়া : বিবর্ণ দিগন্তের টুকরোগুলি'। তরুণ এই শিল্পীর ছবিগুলোর মধ্যে একধরনের বৈপরীত্য বিদ্যমান। তাঁর কাজে নিয়ন পিংক রঙের ব্যবহার সর্বত্র। দূর থেকে দেখলে একটা সুখানুভূতি হয় বটে, তবে কাছে গেলে বোঝা যায়, মানুষের জীবন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটতে থাকা চূড়ান্ত দুর্দশা-দুর্ভোগের ছাপমাখা ছবি এসব। এ কারণেই ক্যানভাসে শিল্পী ব্যবহার করেছেন কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি করা রং। জলবায়ু পরিবর্তনের মতোই এই রংও মানুষেরই তৈরি। বোঝা যায়, কৃত্রিম ও অতিরঞ্জিত রং তিনি ব্যবহার করেছেন সুনির্দিষ্ট একটি ভাবনা থেকে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে রঙের এই মেলবন্ধন বেশ উপভোগ্যও বটে।

ক্রমাগত গাছ কেটে ফেলা, কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য ইত্যাদি অন্তরাকে ভাবায়। নিজের শৈশবস্মৃতির সঙ্গে নিজস্ব শিল্পধারা মিলিয়ে ছবি এঁকেছেন তিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম', 'দ্য নিউ নরমাল' ও 'আ ভিউ ফ্রম মাই উইন্ডো'র কথা। শিল্পী এখানে তাঁর শৈশবস্মৃতিকে মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

নিজস্ব শিল্পশৈলী দিয়ে সাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এঁকেছেন শিল্পী। ফলে সেগুলো আর নিছক ল্যান্ডস্কেপ থাকেনি, হয়ে উঠেছে বিশেষ। আবার নিসর্গচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে অন্তরার মধ্যে আছে জাদুবাস্তবতার প্রভাব, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কিছু কম্পোজিশনে।

সাত মহাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে সাতটি ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন অন্তরা। দীর্ঘ নিয়ন পিংক রঙে এঁকেছেন পানিতে বন্যায় ডুবে থাকা গ্রাম, সবুজ মেঘ আর আকাশ। দীর্ঘ জলাবদ্ধতার কারণে পানিতে যে তীব্র সবুজাভ রং তৈরি হয়, তা-ও তিনি তুলে এনেছেন একটি পরাবাস্তব কম্পোজিশনে। শেষে বলতে চাই, ছবিগুলো আঁকতে অন্তরা বেছে নিয়েছেন উত্তরাধুনিক এক শিল্পশৈলী, যা অন্যদের চেয়ে তাঁকে আলাদা করে তুলেছে।

১৯ অক্টোবর শুরু হওয়া প্রদর্শনী চলবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত।

অনিন্দ্য নাহার হাবীব

সুলতান স্মরণে শিল্পী ও নির্মাতারা

প্রদর্শনীর শিরোনাম 'অন্তর্দৃষ্টি'। আয়োজনটি করেছিল তন্মাত্র আর্টিস্ট গ্রুপ। চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর জন্মশতবর্ষ ঘিরে এ আয়োজনে ২১ জন শিল্পীর ছবি দেখা গেল নেইবারহুড শালা আর্ট স্পেস গ্যালারিতে।

শেখ মোহাম্মদ সুলতান বাংলাদেশের শিল্পকলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব। তাঁকে স্মরণ করে কোনো প্রদর্শনীতে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। এখানে চারুশিল্পীরা যেমন অংশ নিয়েছেন, তেমনি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত যাঁরা—চিত্রনাট্যকার থেকে শুরু করে নির্মাতা, অনেকেই নিজের আঁকা ছবি নিয়ে হাজির হন। এ ঘটনা প্রদর্শনীটিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে বৈকি!

দীর্ঘ আয়তাকার গ্যালারিতে ছিল প্রিমা নাজিয়া আন্দালিবের অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে আঁকা দুটি ছবি। ছবি দুটি আয়তনে ছোট হলেও এতে দৃঢ় কম্পোজিশন এবং রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। অন্যদিকে ছিল নবরজা রায়, সুলতানুল ইসলাম, রুবিনা নার্গিস, এস এম মিজানুর রহমান প্রমুখের উজ্জ্বল অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে আঁকা চিত্র।

চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের সঙ্গে যুক্ত অনিক চন্দের দুটি কাজ ছিল প্রদর্শনীতে। তা ছাড়া নির্মাতা তানহা জাফরীন, জিয়াহুল হক বাপ্পী ও সাদিয়া খালিদ রীতির শিল্পকর্ম দৃষ্টি কেড়েছে অনেকের। বিশেষত তানহার 'অন্ধ কুহক' চিত্রকর্মে মানুষের চোখকে তিনি যেভাবে এঁকেছেন, তাতে অতিরঞ্জন আছে বটে; কিন্তু এই অতিরঞ্জনের কারণে ছবিটির দিকে তাকিয়ে মনটি বিষণ্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি এ এইচ ঢালী তমালের রিলিফ প্রসেসের 'কাক' নামে প্রিন্ট, সৌরভ চৌধুরীর 'এটার্নাল পিস' দর্শককে আন্দোলিত করে। এখানে শ্রেষ্ঠ সাহার মৃৎশিল্পের তিনটি কাজ ছিল মনে রাখার মতো।

প্রদর্শনীটিতে সাদা-কালো রঙে সুজয় সাহা সাদা সুলতানের একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। আর অভিজিৎ কান্তি দাশের মাটি দিয়ে তৈরি করেছিলেন সুলতানের আবক্ষ ভাস্কর্য। দুটিই ছিল সুন্দর সংযোজন। গুলশানের আলোকির দ্বিতীয় তলায় ৮ নভেম্বর শুরু হওয়া প্রদর্শনীটি চলেছে ১২ তারিখ পর্যন্ত। সমাপনী দিন সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হয় এস এম সুলতানকে নিবেদিত দুটি প্রামাণ্যচিত্র *আদম সুরত* ও *জীবাশ্ম*।

গুলনাহার হাবিব

'অন্ধ কুহক', শিল্পী : তানহা জাফরীন

● কবিতা

মাহবুব কবির
দুটি কবিতা

সাক্ষী

শহীদ মিনারে
বিশ্ববিদ্যালয়ে
রাস্তায় রাস্তায় বিপ্লব দেখলাম,
সমুদ্রের গর্জন শুনলাম,
ঘরে ঘরে স্ফুলিঙ্গ দেখলাম,
সন্তানের লাশ কাঁধে নিলাম।
কোটি কোটি স্পার্টাকাস, রাশিমণির রক্তে ভেজা
এই সর্বংসহা পৃথিবীর বুকে আবারও আমি সাক্ষী হলাম।

হতে পারে

হতে পারে ব্ল্যাকহোলের ভেতরে প্রলয় হচ্ছে, বিপ্লব হচ্ছে
নতুন নতুন তারার জন্ম হচ্ছে। হচ্ছে তো।

ব্ল্যাকহোলের ভেতরে বসন্তের দ্যুতিমা
কোকিল ডাকছে,
মুগ্ধ ডাকছে, পানি লাগবে? পানি...।

শামশাম তাজিল
রক্তবীজ

যুদ্ধে জেতে না সকলে, অনেকেই হেরে যায়;
ফিরে আসে অন্য যুবক ও যুবতী—
মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হবে ভুল ইতিহাস, সে কথা জানতেন ইবনে খালদুন।
কিছু সত্য লিখে রাখে পট ও পুঁথি!

অন্ধকারের নেপথ্য থেকে ফিরে আসে অজানা সময়—
পথ ভুল করে মানুষ, তবু পথ হারায় না;
তুমিই বলেছিলে।
মৃত্যুও মাঝে মাঝে খুলে দেয় আলোর দুয়ার,
জেনেছি বিরহে প্রেম তুমুল হয়; সত্য হেঁটে চলে মানুষের মিছিলে।

ভয়ে মুখ খোলে না ভিতু, লোভেও বন্ধ হয় জবান;
রক্ত বৃথা যায় না, সে কথা জানো তুমিও
দ্রুত কিংবা ধীরে
যুদ্ধক্ষেত্রগুলো এগিয়ে আসছে ক্রমশ
ঘুম ভেঙে গেলে দেখবে বুলেটবিদ্ধ নিজেকে আর সন্তানের বুক গেছে চিরে...

অলংকরণ : আরাফাত করিম

● দেশে-বিদেশে

র‍্যাচেল কাস্ক

গোল্ডস্মিথ পুরস্কার পেলেন র‍্যাচেল কাস্ক

ব্রিটিশ লেখক র‍্যাচেল কাস্কের উপন্যাস *প্যারেড* গোল্ডস্মিথ পুরস্কার জিতেছে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ হাজার পাউন্ড বা ১২ হাজার ইউরো।

বিচারকদের প্রধান ড. অ্যাবিগেইল শিন বলেন, 'উপন্যাসটি আমাদের বিকল্প সত্তার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করেছে।' আরেক বিচারক সারা বাউম বলেন, '*প্যারেড*-এর প্রতিটি বাক্য যেন একেকটি ধারণার সঙ্গে জড়িত। মানুষ মারা যায়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, দৃশ্যপট বদলে যায়; তবু চিন্তার স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ সীমারেখা থেকে যায়, যা পাঠককে ধরে রাখে।'

২০১৩ সাল থেকে গোল্ডস্মিথ পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় এবং র‍্যাচেল কাস্ক এবার দিয়ে চতুর্থবার মনোনয়ন পান। এর আগে তিনি যথাক্রমে ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে তাঁর *আউটলাইন* ট্রিলজির প্রতিটি বইয়ের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন।

৫৭ বছর বয়সী র‍্যাচেল কাস্কের প্রথম উপন্যাস *সেভিং অ্যাগনেস* প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এ উপন্যাসটির জন্য তিনি হুইটব্রেড ফার্স্ট নভেল অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন। এরপর তিনি ১২টি উপন্যাস, ৫টি নন-ফিকশন ও ১টি নাটক লিখেছেন। ব্রিটিশ এই লেখক বুকার পুরস্কারের জন্য দুবার তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

এ বছর গোল্ডস্মিথ পুরস্কারের জন্য আরও পাঁচ লেখক মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন মার্ক বোলস, জোনাথন বাকলে, নীল মুখোপাধ্যায়, লারা পাওসন ও হান স্মিথ।

সূত্র : ইউরো নিউজ
গ্রন্থনা : **রবিউল কমল**

● বইপত্র

বাংলাদেশের উৎপত্তির ইতিকথা

বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিকথা নিয়ে জাতীয় অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের লেখা আকরগ্রন্থ *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স*। গ্রন্থটিতে যুদ্ধদিনের কথা নয়; বরং যুদ্ধ শুরুর পেছনের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে জানা যায়। আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অসারতা ও অযৌক্তিকতার পক্ষে নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হয়, যা ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের ভাঙন নিশ্চিত করে। লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, দুই প্রান্তের জন্য দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব, ছয় দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, সত্তরের নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি—এসব বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

ঝরঝরে ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থটির মুখবন্ধের শুরু 'দিস ইজ আ স্টোরি অব দ্য জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স' বাক্যটি দিয়ে। একটি গবেষণাগ্রন্থের সূচনায় 'স্টোরি' কথাটি উল্লেখ করায় সাধারণ পাঠক বইটিকে দূরে সরিয়ে দেবে না। 'স্টোরি টেলিং' বা গল্প বলার মাধ্যমে গবেষণা উপস্থাপিত হওয়ায় পাঠকের নিকট তা সুখপাঠ্যই মনে হবে। ভূমিকার শুরুতে লেখক বলছেন, বিশ শতকের মাঝামাঝিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য ছিল। গল্পের শুরু ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগ দিয়ে, যা ছিল অনেকটা ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তির পূর্বাভাস। সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত অধ্যায় এই বঙ্গভঙ্গ। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বৃহত্তর বাংলা নিয়ে সাম্প্রদায়িক সীমারেখা অঙ্কনের আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি হিন্দু ও ব্রিটিশরাজের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে একটা নির্মোহ বিশ্লেষণ, যা থেকে বোঝা যায়, এই বিভক্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় নয়; বরং আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। উপরন্তু ইংরেজ-প্রণীত 'ভাগ করো, শাসন করো'-এর বীজও বোনা হয় এ সময়ে।

বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার কারণে ক্রমে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক অনুশাসন, নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি পৃথক আবাসভূমির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। আর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে তার প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌগোলিক ভিত্তি রচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবের উপস্থাপক এ কে ফজলুল হকের উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের বিপরীতে ১৯৪৬ সালের দিল্লি সংশোধনীতে হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দুটি পৃথক ভূখণ্ড নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করা হয়। একটিমাত্র 'এস'-এর (two sovereign states/one sovereign state) জন্য বাংলাদেশের জন্মক্ষণ সিকি শতাব্দী পিছিয়ে যায়।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান যে কোনোভাবেই একীভূত হতে পারেনি, তার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে পাকিস্তান নামটি গৃহীত হয়েছিল, যা অনেকেরই জানা। কিন্তু ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশ পূর্ব বাংলায় বসবাস করা সত্ত্বেও বাংলা নামের আদ্যাক্ষর নবগঠিত রাষ্ট্রে সংযোজিত হয়নি, যা থেকে পাকিস্তানে বাংলার অন্তর্ভুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, সেখানেও বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক দুই জনগোষ্ঠীকে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একসুতায় গাঁথার পরিকল্পনাটি ছিল অসম্ভব ও অবাস্তব। এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমর্থন ছিল না, যাঁদের মধ্যে জেনারেল নিয়াজি ও আইয়ুব খানও ছিলেন। অথচ সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেই অবাস্তব রাষ্ট্রটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁরা কাজ করেছেন, দমন-পীড়ন করেছেন।

এসব কম জানা তথ্য এবং ব্যাখ্যার পাশাপাশি এই বইয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে জানা কিছু প্রসঙ্গ; যেমন পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্তা, আমলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিরা ইসলাম ধর্মকে আদর্শগত ভিত্তি ধরে নিয়ে রাষ্ট্রের দুই বিচ্ছিন্ন অংশকে এক রাখতে সক্ষম বলে মনে করলেও বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা প্রকৃত মুসলমান বলে স্বীকার করতেন না; 'হাফ মুসলিম', এমনকি 'কাফির' বলতেও দ্বিধা করতেন না। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও বাঙালিদের নিচু জাতের মনে করত। তারা বাঙালিদের গাত্রবর্ণ ও উচ্চতা নিয়ে কটাক্ষ করত। পাকিস্তান আমলের সেই অসম্মানের যন্ত্রণাই পূর্ব বাংলার মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল, যা ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার সঞ্চার করে। এরপর ভাষার প্রশ্নে বিরোধ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক নিগ্রহ—সর্বোপরি অর্থনৈতিক বৈষম্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙন সম্পূর্ণ করে।

বস্তুত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করে একটি ভঙ্গুর অস্তিত্বের সাক্ষ্য নিয়ে। একটি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচয়, জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য। কিন্তু এই কৃত্রিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এসব অপরিহার্যতার বিষয়কে উপেক্ষা করা হয়। ভাষা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, এমনকি সময় ও বর্ষপঞ্জিতেও বৈসাদৃশ্য নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠিত হতে পারে না—এটাই ইতিহাসের পরম সত্য। উপরন্তু মানুষের অধিকার হরণ করে নির্যাতন চালিয়ে কোনো শাসনই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না—ইতিহাসের এই সত্যই প্রতিভাত হয়েছে একাত্তরে। *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স* গ্রন্থে কথাগুলো বিশদে আলোচিত হয়েছে।

সালমা বিনতে শফিক

ঢাকায় ঢুকছেন মুক্তিযোদ্ধারা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স
আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন;
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪;
প্রচ্ছদ : মাহবুব রহমান; ২৯৬ পৃষ্ঠা;
দাম : ৭০০ টাকা।

স্থাপত্য অধিদপ্তরে ৪২ পদে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ৪২ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ড্রাফটসম্যান (নকশাকার গ্রেড-২) পদে একজন নেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটরের শূন্য পদ ৪টি। এ পদে বেতন স্কেল ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

ড্রাফটসম্যান (নকশাকার গ্রেড-৪) পদে নেওয়া হবে ৮ জন। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নেওয়া হবে ১০ জন। বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

গাড়িচালকের শূন্য পদ ৩টি। বেতন স্কেল ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

সহকারী মডেল মেকার পদে নেওয়া হবে ৩ জন। বেতন স্কেল ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

অফিস সহায়কের শূন্য পদ ১৩টি। বেতন স্কেল ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

যেভাবে আবেদন

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে স্থাপত্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লোকপ্রশাসন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ১ ডিসেম্বর।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৪৮১ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একাধিক পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানে তিন ক্যাটাগরির পদে মোট ৪৮১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ওঅ্যান্ডএম/ইঅ্যান্ডসি/ইআরইউ/পিঅ্যান্ডএম/ইআরসি/এসঅ্যান্ডপি/জিএস) পদে ৩০০ জন নেওয়া হবে। আবেদনের যোগ্যতা ইলেকট্রিক্যাল বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে চার বছরের ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রথম এক বছর প্রবেশনকালে মাসিক বেতন ২৯ হাজার ৬০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে মাসিক বেতন ৩১ হাজার ৮০ টাকা স্কেল নির্ধারিত হবে।

সহকারী হিসাবরক্ষক বা সহকারী প্ল্যান্ট হিসাবরক্ষকের শূন্য পদ ১৫০টি। বিকম পাস হলে আবেদন করা যাবে। প্রথম এক বছর প্রবেশনকালে মাসিক বেতন ২৬ হাজার ১০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে মাসিক বেতন ২৭ হাজার ৪১০ টাকা স্কেল নির্ধারিত হবে।

সহকারী স্টোরকিপারের শূন্য পদ ৩১টি। আবেদনের যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমান পাস। প্রথম এক বছর প্রবেশনকালে মাসিক বেতন ১৮ হাজার ৩০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে মাসিক বেতন ১৯ হাজার ২২০ টাকা স্কেল নির্ধারিত হবে।

শর্ত
নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথম এক বছরের জন্য অন-প্রবেশনে নিয়োগ করা হবে। অন-প্রবেশন উত্তীর্ণ হওয়ার পর সন্তোষজনক কর্মসম্পাদন ও আচরণ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মোটরসাইকেল চালানোর লাইসেন্স (প্রযোজ্য পদের ক্ষেত্রে) থাকা সাপেক্ষে নিয়মিত করা হবে।

যেভাবে আবেদন
আগ্রহী প্রার্থীদের এই ওয়েবসাইটে (http://brebr.teletalk.com.bd) ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা
১৭ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০২৪, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ

সেনা/বিজিবি/আনসার বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
বয়সঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর
যোগাযোগঃ গ্রীণ অরল্যান্ডো (৭ম তলা), ৪২/৪, প্রগতি সরণী, নর্দ্দা বাসস্ট্যান্ড (মার্কেন্টাইল ব্যাংক বিল্ডিং), ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৬২৭-৪৭০০৭৪

আবশ্যক

বিক্রয় প্রতিনিধি। যোগ্যতা-এসএসসি/এইচএসসি। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ও আবেদন করতে পারেন। **কর্মস্থলঃ** রাজধানীবাসী ঢাকা শহরে এবং নিজ নিজ জেলার অধিবাসী নিজ জেলাসহ জেলা শহরে। বেতন মাসিক দশ হাজার টাকা, কমিশন ও অন্যান্য সুবিধা। অভিজ্ঞদের উচ্চতর বেতন, কমিশনও অন্যান্য সুবিধা। এন.আই.ডি কপি সহ ২১-১১-২৪ইং এর মধ্যে আবেদন করুন। **অনুশীলন প্রকাশনী**, ৭৮/বি, বায়তুল মামুর জামে মসজিদ মার্কেট ২য় তলা, রোড-৬, দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। **e-mail:** awnushilonprokashoni2024@gmail.com

রয়েল স্কুল এন্ড কলেজ

বাড়ী-০২, লাইন-৩৪, ব্লক- ডি (প্যারিস রোড) সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, মোবাঃ ০১৮৯৮-২০১৮২৪, ০১৭৩৭-২৫৬১১০
ভর্তি চলছে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্লে থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত। **নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি** বাংলা মাধ্যম | ইংলিশ ভার্সন | আবাসিক ও অনাবাসিক

ক্রঃনং	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন	
১.	*সহকারী শিক্ষক/ শিক্ষিকা (বাংলা ও ইংলিশ ভার্সন)ঃ বিষয়- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, রসায়ন, পদার্থ, জীববিদ্যা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, অংকন।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স/৪ বছরের অনার্স	[illegible]	প্রার্থীগণ আবেদন পত্র ৩১/১২/২০২৪ ইং তারিখ বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। বিঃ দ্রঃ ১ ও ২ নং পদের জন্য ৩০০/= টাকা পরীক্ষার দিন পরিশোধ করে অফিস থেকে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে হবে। -মোঃ মোখতার মোস্তাফী-অধ্যক্ষ
২.	* সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা (বাংলা ও ইংলিশ ভার্সন)-প্রি-স্কুল শাখা।			

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা

পরিচালক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

প্রার্থীকে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান হতে অবশ্যই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পি.এইচডি ডিগ্রীধারী হইতে হইবে। প্রার্থীকে এস.এস.সি হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রথম বিভাগ/শ্রেণী/সমমানের সিজিপিএ থাকিতে হইবে; স্বীকৃত জার্নালে (পিয়ার রিভিউড) ন্যূনতম ১০ (দশ) টি গবেষণা নিবন্ধ থাকিতে হইবে, শিক্ষকতা/গবেষণা কার্যক্রমে ন্যূনতম ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, তন্মধ্যে ১০ বছর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এবং অধ্যাপক হিসেবে ২ বছরের সক্রিয় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখে প্রার্থীর বয়স ৪০-৫৫ বছরের মধ্যে হইতে হইবে। শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর অভিজ্ঞতা প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করা হইবে। যোগ্য প্রার্থীকে বাংলাদেশের টেক্সটাইল/গার্মেন্টস শিল্পের সম্ভাবনা, জনবলের প্রয়োজনীতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকিতে হইবে। প্রার্থীকে অবশ্যই দৃঢ় নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন এবং অধস্তনদের দ্বারা লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের স্বক্ষমতা থাকিতে হইবে। অধিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিলযোগ্য। **নির্বাচিত প্রার্থীকে আকর্ষণীয় বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হবে।**

আবেদন প্রক্রিয়াঃ নিটার ওয়েবসাইট (www.niter.edu.bd) হতে নির্ধারিত আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে; পূরণকৃত আবেদন ফরম, আবেদন পত্র (cover letter), পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সনদ, নম্বর পত্র, প্রশংসা পত্র, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, গবেষণা নিবন্ধ, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি এবং **'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)'**- এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডার সহ প্রেসিডেন্ট, বিটিএমএ ও চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, নিটার, ইউটিসি বিল্ডিং, লেভেল-৮, ৮ পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা বরাবর করতে হবে; **আবেদনের শেষ তারিখঃ ২০-১১-২০২৪**

- পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নিটার

সম্প্রীতি'তে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

৩৬ বছর যাবত পরিচালিত ক্রেডিট ইউনিয়নে পরিশ্রমী ও সৎ কর্মী আবশ্যক
(ধূমপায়ী, ছাত্র ও অনভিজ্ঞদের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়)

নং	পদের নাম	সংখ্যা	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	কেন্দ্র ব্যবস্থাপক	৭ জন	ন্যূনতম স্নাতক, বয়স : ৩০ উর্ধ্ব। ঋণ ব্যবস্থাপনা ও এনজিও ব্রাঞ্চ পরিচালনায় কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞ হতে হবে। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটরসাইকেল চালনায় দক্ষ হতে হবে।
২	হিসাব সহকারী	৫ জন	ন্যূনতম স্নাতক, যে কোনো বিষয়ে। বয়স : ২২ উর্ধ্ব। কম্পিউটার ব্যবহারে মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামের এমএস ওয়ার্ড পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩	ফিল্ড অর্গানাইজার	৬ জন	ন্যূনতম এইচএসসি। বয়স : ২০ উর্ধ্ব। মার্কেটিং কাজে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কর্ম-এলাকা : ঢাকা, গাজীপুর, মাদারীপুর। **অফিস সময় :** সকাল ৯.৩০ থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত। **কাজের ধরণ :** পূর্ণকালীন। **শিক্ষানবিশকাল :** ৬ মাস।
শর্ত : ঢাকায় বসবাসকারী গ্রহণযোগ্য ম্যানগ্যারান্টার আবশ্যক। **জামানত :** কেন্দ্র ব্যবস্থাপক- ২০ হাজার এবং অন্যসব পদের জন্য ১০ হাজার টাকা। (জামানতের টাকা চাকরি ত্যাগকালীন ফেরতযোগ্য) জামানতের টাকা নিয়োগ সময় অর্ধেক প্রদান করতে হবে এবং বেতন থেকে অর্ধেক সমন্বয় করে নেওয়া হবে।
বেতন : কেন্দ্র ব্যবস্থাপক : ২৩ থেকে ২৮,০০০.০০ টাকা। হিসাব সহকারী : ১৫ থেকে ১৭,০০০.০০ টাকা। ফিল্ড অর্গানাইজার : ১২ থেকে ১৫,০০০.০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা : শিক্ষানবিশকাল ৬ মাস শেষে কাজের ফলাফল মূল্যায়ণের ভিত্তিতে চাকরি স্থায়ীকরণ ও ১০% বেতন বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানের বিধিমতো গ্র্যাচুইটি, কল্যাণ তহবিল, বোনাস ও ছুটি প্রাপ্য হবেন।
আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (মোবাইল নম্বরসহ), নিজ হাতে লেখা আবেদনপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ আগামী **২০ নভেম্বর ২০২৪** তারিখের মধ্যে প্রধান নির্বাহী, **সম্প্রীতি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।** সম্প্রীতি ভবন, বাড়ি নং-২৮, রোড নং-২, ব্লক-এ, আফতাবনগর, ঢাকা ১২১২ ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। ফোন: ০৯৬৩৯১৫৫০৪৬ ই মেইল: **sampreety@yahoo.com**

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে নিম্ন লিখিত পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে লিখিত দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ	পদের নাম ও সংখ্যা	বেতন স্কেল (২০১৫ অনুযায়ী) ও ন্যূনতম যোগ্যতা
১।	কলেজ শাখা প্রভাষক : অর্থনীতি- ১ জন, ইংরেজি- ১ জন এবং রসায়ন- ১ জন।	বেতন স্কেল : ২২,০০০/-। সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/ সমমান জিপিএ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী। মহিলা ও পাবলিক পরীক্ষায় এ+ প্রাপ্ত, শিক্ষক নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত (কলেজ) এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বয়স অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর।
২।	স্কুল প্রভাতি শাখা (বাংলা মাধ্যম) : সহকারী শিক্ষক : গণিত- ১জন, বিজ্ঞান (পদার্থ/রসায়ন/জীব)- ১ জন, স্কুল প্রভাতি শাখা (ইংরেজি ভার্সন) : সহকারী শিক্ষক : বাংলা- ১ জন	বেতন স্কেল : ১৬,০০০/-। সকল পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ/ সমমান জিপিএ সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী। বিএড/ এমএড, শিক্ষক নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত, মহিলা ও শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বয়স অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৩।	সহকারী লাইব্রেরীয়ান : ১ জন	বেতন স্কেল : ১৬,০০০/-। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ যে কোন বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সমগ্র শিক্ষা জীবনে ১টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/ সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং কম্পিউটার চালানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা সম্পন্ন (এমএসওয়ার্ড, এমএসএক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বয়স অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৪।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী-১ জন (পুরুষ) বাস হেলপার-১ জন (পুরুষ)	বেতন স্কেল : ৮,২৫০/- কমপক্ষে ৮ম শ্রেণি বা সমমান। সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স অনুর্ধ্ব ৩০ বছর।

চাকুরীর শর্ত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা : পুরুষ প্রার্থীদের অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের নিয়মে উৎসাহ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, বাড়ি ভাড়া, চাকুরী স্থায়ী হলে ১০% কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে। প্রার্থীর দরখাস্ত, জীবন বৃত্তান্ত (মোবাইল নম্বরসহ), সদ্যতোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জাতীয় পরিচয় পত্র, নাগরিকত্বের সত্যায়িত কপি, উল্লেখিত পদের ১নং, ২নং ও ৩নং প্রার্থীদের জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকার এবং ৪নং পদের প্রার্থীদের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকার অফেরতযোগ্য ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে **অধ্যক্ষ, শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ-এর** অনুকূলে প্রেরণ করতে হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তীতে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হবে। খামের উপর স্পষ্টাক্ষরে পদের নাম, বিষয় ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন গ্রহণ অথবা বাতিল এবং নিয়োগ কার্যক্রমের আংশিক/সম্পূর্ণ পরিবর্তন/বাতিল করতে পারবেন। —অধ্যক্ষ

Walk-In Interview

Opsonin Pharma Limited inherits a long track record of solid reputation as one of the leading pharmaceutical companies which showcases its strong footprint in the field of healthcare solution both nationally & internationally. Opsonin constantly strives to manufacture and market high quality time-demanded pharmaceutical therapeutics to patients and customers. Company's current expansion program of **Agrovet Division** with a view to product & market diversification requires individuals for the position of:

Medical Promotion Officer

We Offer:
- Excellent Working Environment
- Attractive Compensation Packages
- Continuous Training & Development
- Performance Based career progression

What We Need:
- Willingness to work at anywhere in Bangladesh
- **Graduate in any discipline** (having science in HSC is preferable)
- Good Communication skills in Bangla & English
- Age within 32 years

Major Key Responsibilities:
- Share companies product information to DVM, Poultry consultants, Fisheries specialists & PC to achieve monthly sales target
- Make a strong relation with chemist to ensure sustainable order
- Exploring new business area

If you think you are the right person then we are encouraging you to attend the Walk-In-Interview on **Saturday, 23 November 2024** at **10.00 am** at **Opsonin Building, 30 New Eskaton Road, Dhaka 1000, Bangladesh.**

Candidates are requested to submit the following documents during the interview:
- Handwritten application addressed to **Human Resources Department** along with complete resume & two copies of recent passport size color photographs.
- Photocopies of all academic certificates, marksheets, National ID Card and Birth Certificate.

Agrovet Division
Human Resources Department
Opsonin Pharma Limited
Opsonin Building, 30 New Eskaton Road
Dhaka 1000, Bangladesh

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "প্রত্যাশী"তে নিয়োগ

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা প্রত্যাশী'র কর্ম এলাকা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, বি-বাড়িয়া, নারায়নগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

ক্রম নং	পদের নাম ও বয়স	বেতন: শিক্ষানবীশকাল	বেতন: নিয়মিতকরনের পর	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	শাখা ব্যবস্থাপক বয়স সর্বোচ্চ-৪০	৩৫,০০০/-	৫১,৮৩৪/-	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যূনতম পাঁচ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২.	সহঃ শাখা ব্যবস্থাপক বয়স সর্বোচ্চ-৪০	২৫,০০০/-	৪৪,৭৭৮/-	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় ন্যূনতম তিন বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.	ফিল্ড অফিসার বয়স সর্বোচ্চ-৩৫	২০,০০০/-	৩৭,৯০৭/-	অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে-এইচ.এস.সি / সমমান অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে-স্নাতক/ স্নাতকোত্তর

মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়	জেলা	মৌখিক পরীক্ষার স্থান
২৯/১১/২০২৪ ইং সকাল ৯.০০ টা	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার,খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা ব্যতিত বাংলাদেশের অন্য সকল জেলা	প্রত্যাশী, সৈয়দবাড়ী, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড,বহদ্দারহাট (বহদ্দার বাড়ীর সন্নিকটে) চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম- ৪২১২।
৩০/১১/২০২৪ ইং সকাল ৯.০০টা	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা	

চাকুরির সুবিধাদি ঃ
১. শিক্ষানবীশকাল (৩ মাস) সফলভাবে সমাপ্তির পর সংস্থার চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী বেতন স্কেল, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা ভাতা, বৈশাখী ভাতা, ২টি উৎসব বোনাস, পিএফ, গ্রাচুইটি, কর্মী কল্যাণ তহবিল, মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ সংস্থার নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
২. যোগদানের তারিখ হতে সংস্থার নিজস্ব ডরমেটরীতে ফ্রি থাকার ব্যবস্থা, লাঞ্চভাতা, মোবাইল বিল, যাতায়াত ভাতা সংস্থার নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।

চাকুরির শর্তাবলী ঃ
১. **অধিকতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সকল পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।**
২. নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রত্যাশী কর্ম এলাকার যে কোন শাখায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
৩. বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা ব্যতীত)
৪. (১-২) নং প্রার্থীদের কম্পিউটার অফিস প্রোগ্রাম (এমএসওয়ার্ড, এক্সেল, এক্সেস) চালনায় পারদর্শী হতে হবে।
৫. (১-২) নং পদের প্রার্থীদের মোটর সাইকেল (বৈধ লাইসেন্সসহ) চালনায় পারদর্শী হতে হবে।
৬. পুরুষ কর্মকর্তাদের সংস্থার নিজস্ব ডরমেটরীতে থাকতে হবে।
৭. নির্বাচিত প্রার্থীকে জামানত হিসাবে (ফেরৎযোগ্য) ১৫,০০০/- (২-৩ নং পদের জন্য), ২০,০০০/- (১নং পদের জন্য) টাকা জমা করতে হবে।
৮. নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে চূড়ান্ত নিয়োগের পূর্বে একজন গ্রহণযোগ্য (সরকারী চাকুরীজীবি) জামিনদার দিতে হবে যিনি প্রার্থীর সকল আর্থিক অনিয়মজনিত দায়-দায়িত্ব বহন করবেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে সক্ষম হবেন।

বর্ণিত তারিখ মোতাবেক নিম্নোক্ত ঠিকানা বরাবর একটি আবেদনপত্র, জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদের সত্যায়িত কপি, অভিজ্ঞতা সনদ, চেয়ারম্যান, সার্টিফিকেট ও জাতীয়তা সনদপত্রের কপি এবং সদ্য তোলা ৩ কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ উল্লেখিত স্থানে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল

উপ-সহকারী পরিচালক (মানবসম্পদ), **প্রত্যাশী,** সৈয়দবাড়ী, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড, (বহদ্দার হাট, বহদ্দার বাড়ীর সন্নিকটে) চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম- ৪২১২।

প্রত্যাশী নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে অফিসের বাহিরে বিকাশে বা ব্যাংকে কাহারো সাথে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন করেনা।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা-১৩৫০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সূত্র নংঃ নিটার/প্রশাসন/জনবল নিয়োগ বিজ্ঞাপন/২০১১৩৮/২০২৪/৮৪১ — তারিখ- ১৪-১১-২০২৪

ক্র.	পদের নাম ও বেতন স্কেল	বিভাগ/বিষয়	পদ সংখ্যা
১.	অধ্যাপক বেতন স্কেলঃ এনজি-১ ৮৫,০০০-৩,৪০০×৬-১,০৫,৪০০	(ক) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং/ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং/ওয়েট প্রসেসিং) (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	-
২.	সহযোগী অধ্যাপক বেতন স্কেলঃ এনজি-২ ৬৭,০০০-৩,০০০×৮-৯১,০০০	(ক) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং/ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং/ওয়েট প্রসেসিং) (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১টি ১টি
৩.	সহকারী অধ্যাপক বেতন স্কেলঃ এনজি-৪ ৪৯,০০০-২,৪৫০×১০-৭৩,৫০০	(ক) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং/ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং/ওয়েট প্রসেসিং) (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১টি
৪.	প্রভাষক বেতন স্কেলঃ এনজি-৬ ৩০,৫০০-১,৫২৫×১০-৪৫,৭৫০	(ক) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইয়ার্ন ম্যানুফেকচারিং/ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং/ওয়েট প্রসেসিং) (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (গ) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) (ঘ) মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ঙ) একাউন্টিং (চ) গণিত (ছ) পদার্থ বিজ্ঞান	৭টি
৫.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বেতন স্কেলঃ এনজি-২ ৬৭,০০০-৩,০০০×৮-৯১,০০০	পরীক্ষা শাখা	১টি
৬.	ডেপুটি রেজিস্ট্রার বেতন স্কেলঃ এনজি-৩ ৫৮,০০০-২,৬০০×৮-৭৮,৮০০	রেজিস্ট্রার দপ্তর	১টি
৭.	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বেতন স্কেলঃ এনজি-৪ ৪৯,০০০-২,৪৫০×১০-৭৩,৫০০	পরীক্ষা শাখা	১টি
৮.	ডেপুটি চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার বেতন স্কেলঃ এনজি-৪ ৪৯,০০০-২,৪৫০×১০-৭৩,৫০০	হিসাব ও অডিট শাখা	১টি
৯.	সহকারী রেজিস্ট্রার বেতন স্কেলঃ এনজি-৫ ৪০,০০০-২,০০০×১০-৬০,০০০	রেজিস্ট্রার দপ্তর	১টি
১০.	জুনিয়র অফিসার বেতন স্কেলঃ এনজি-৭ ২২,৫০০-১,১২৫×১৫-৩৯,৩৭৫	রেজিস্ট্রার দপ্তর	২টি
১১.	জুনিয়র অফিসার বেতন স্কেলঃ এনজি-৭ ২২,৫০০-১,১২৫×১৫-৩৯,৩৭৫	পরীক্ষা শাখা	১টি

আবেদনের শেষ তারিখ- ২৮-১১-২০২৪

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন- www.niter.edu.bd

- পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), নিটার

Career in ARISTOPHARMA

Aristopharma is a leading pharmaceutical company in Bangladesh having business operation both in Bangladesh & around 33 foreign countries. We manufacture diversified dosage forms in our two plants located at Shampur, Dhaka & Gachha, Gazipur. Our continuous expansion program has opened some job opportunities for the following position:

Medical Information Officer

Eligibility
- Masters/Graduate
- Male in sex with age limit **upto 32 years**
- Willing to work anywhere in Bangladesh
- Candidates having 1 to 2 years relevant experience can also apply

Key Responsibility
- To visit doctors with product information & generate prescriptions from them
- To collect orders from chemist shops & achieve the sales target

Benefits Offered
- **Highest salary** in the industry with additional TA/DA
- Yearly 4 bonuses
- Foreign tour & extra incentives against achievement
- Employee assistance fund & group life insurance
- Marriage allowance, child's birth & school admission allowance
- Smartphone, motorcycle, leave encashment, provident fund, gratuity, profit participation fund and many more.

Interview Schedule

November 18, 19 & 20, 2024
(Between 9 am to 4 pm)

Dhaka
Aristopharma Principal Office
7, Purana Paltan Line,
Dhaka-1000

November 19, 2024
(Between 9 am to 4 pm)

Mymensingh
Matree Saya,
Digarkanda (Kadur More)
Amritola (Shikarikanda),
Mymensingh Sadar, Mymensingh

Jashore
House # 132, Ghope
(Western Side Of Govt. Graveyard),
Jashore

Bogura
C/O. Alhaj Ataur Rahman Khan
Ground Floor, Holding # 1457-00
Chowdhury Lane, Khander
Thanthania, P/S: Sadar, Bogura

Rangpur
House # 161 (New)
Islambagh, R. K. Road, Rangpur

Interested candidates are invited to come and appear at **Walk-in-Interview** in any of our 5 offices as per given address, date & time with updated CV, 2 recent PP size photographs, National ID card & all academic certificates (Original & Photocopy).

People selected in the primary interview, have to attend a comprehensive training program from **21 November 2024.**

গাগা-চমক

নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ *ওয়েনসডের* দ্বিতীয় মৌসুমে দেখা যাবে লেডি গাগাকে। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

যুক্তরাষ্ট্রের আগে বাংলাদেশে

২২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাবে *গ্ল্যাডিয়েটর ২*। তার আগেই বাংলাদেশে আজ মুক্তি পাচ্ছে *গ্ল্যাডিয়েটর*-এর এই সিকুয়েল। ২৪ বছর পর সিনেমাটির সিকুয়েল বানিয়েছেন রিডলি স্কট। ছবির প্রধান চরিত্র 'লুসিয়াস ভেরাস' হয়েছেন এ সময়ের আলোচিত ব্রিটিশ অভিনেতা পল মেসক্যাল। ভেরাস লুসিলার ছেলে ও কমোডাসের ভাগনে। ভেরাসকে নিয়েই ছবির গল্প। ১৫ বছর লাপাত্তা থাকার পর সে হাজির হয়, জড়িয়ে পড়ে গ্ল্যাডিয়েটরিয়াল লড়াইয়ের নৃশংস জগতে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন পেড্রো প্যাসক্যাল, ডেনজেল ওয়াশিংটন প্রমুখ। ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে *গ্ল্যাডিয়েটর ২*। **বিনোদন ডেস্ক**

সৌদি আরবে তারার মেলা

ক্যারিয়ারের ৪৫ বছর পূর্ণ করলেন লেবাননের তারকা ফ্যাশন ডিজাইনার ইলি সাব। এ উপলক্ষে গত বুধবার রাতে সৌদি আরবের রিয়াদে আয়োজিত এক ফ্যাশন শোতে হাজির হয়েছিলেন একঝাঁক হলিউড তারকা। ছিলেন সেলিন ডিওন, জেনিফার লোপেজ, হ্যালি বেরি, কামিলা কাবেলা। এ অনুষ্ঠানে পারফর্মও করেন লোপেজ। গত আগস্টে বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার পর এই প্রথম মঞ্চে উঠলেন এই গায়িকা-অভিনেত্রী। **বিনোদন ডেস্ক**

'পিনিক'-এ আদর

নতুন ছবির শুটিং শুরু করেছেন চিত্রনায়ক আদর আজাদ। *পিনিক* নামে এ ছবির পরিচালক জাহিদ জুয়েল। কক্সবাজার ও রামু এলাকায় ২ নভেম্বর ছবিটির শুটিং শুরু হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত শুটিং করে পুরো কাজ শেষ করতে চান পরিচালক। এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছবিটির ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশিত হয়েছে। আগামী বছরের রোজার ঈদে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে, এমনটাই জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। **বিনোদন ডেস্ক**

আদর আজাদ। ছবি : শিল্পীর ফেসবুক থেকে

পদত্যাগ করেছেন হিরা

ছোট পর্দার পরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ডের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অনন্ত হিরা পদত্যাগ করেছেন। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান। গত বুধবার রাতে সহকর্মীদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে পদত্যাগের কারণ হিসেবে অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাজিগর-এর দৃশ্য। ছবি : আইএমডিবি

'বাজিগর'-এর সিকুয়েল

১৯৯৩ সালে শাহরুখ খানের *বাজিগর* ছবিটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এবার *বাজিগর ২* আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ সিকুয়েল ছবির জন্য শাহরুখ খানের সঙ্গে কথা বলেছেন নির্মাতা। আব্বাস-মস্তান পরিচালিত *বাজিগর* ছবিতে শাহরুখ ছাড়াও ছিলেন কাজল, শিল্পা শেঠি, রাখি। রতন জৈন পরিচালনার দায়িত্ব নতুন কাউকে দিতে চান বলে জানিয়েছেন। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

দরদ-এ **শাকিব খান ও সোনাল চৌহান।** ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

আজ 'দরদ' নিয়ে আসছেন শাকিব খান

চলচ্চিত্র

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

দরদ সিনেমার ট্রেলারের শুরুটা দেখলে মনে হবে গল্পটা সরল। তবে একটা খুন সবকিছু বদলে দেয়। গল্পটা ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। সিনেমার গল্পে দেখা যাবে, বারানসিতে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি খুন হতে থাকে—এ ঘটনা সবাইকে হতবাক করে। ছোট শহরের দুলু মিয়ার ওপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে। সিনেমায় দুলু মিয়া চরিত্রে হাজির হচ্ছেন তারকা অভিনেতা শাকিব খান। ফাতিমা চরিত্রে তাঁর নায়িকা হয়ে আসছেন বলিউডের তরুণ অভিনেত্রী সোনাল চৌহান।

সর্বশেষ *তুফান* দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন শাকিব খান। প্রেক্ষাগৃহের পর চরকি ও হইচইয়ে এখনো ছবিটি দেখছেন দর্শক। এর মধ্যেই *দরদ* নিয়ে আসছেন এই তারকা। ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্স, ব্লকবাস্টার সিনেমাস, লায়ন সিনেমাসসহ দেশজুড়ে ৮৪টি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি আজ মুক্তি পাচ্ছে। একই দিনে ছবিটি বাংলার পাশাপাশি হিন্দিতেও মালদ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ কয়েকটি দেশে মুক্তি পাচ্ছে। দিন দুয়েক পর ভারতে হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

গতকাল অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে শাকিব খান লিখেছেন, 'পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—সবাইকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে আসুন; আশা করছি *দরদ* ভরা ভালোবাসায় ভরে যাবে সবার হৃদয়।' শাকিব খানসহ সিনেমার অভিনয়শিল্পীরা তো সিনেমার প্রচার করছেন; এর বাইরে শরীফুল রাজ, নির্মাতা ও অভিনেতা শরাফ আহমেদ জীবনসহ আরও অনেকে ছবিটি নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় রোমান্টিক সাইকো-থ্রিলার ঘরানার সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অনন্য মামুন। সিনেমার কাহিনি ও চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। ছবির প্রযোজক হিসেবে আছেন অশোক ধানুকা, হিমাংশু ধানুকা, কামাল মোহাম্মদ কিবরিয়া ও অনন্য মামুন। সহপ্রযোজক (হিন্দি) হিসেবে আছেন করণ শাহ (ওয়ান ওয়ার্ল্ড মুভিজ)। বিশ্বজুড়ে পরিবেশন করছে অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট। শাকিব খান ও সোনাল চৌহান ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন পায়েল সরকার, রাহুল দেব, অলোক জৈন, রাজেশ শর্মা, সাফা মারুয়া, ইমতু রাতিশ, তানভীর তারেক, জাকির হোসাইন, ফারহান খান রিও এবং বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্মাতা অনন্য মামুন বলছেন, 'এটি একটি প্যান ইন্ডিয়ান সিনেমা। এই ছবিতে বাংলাদেশের মেগাস্টার শাকিব খানকে একটি নতুন রূপে দেখা গেছে।' অনন্য মামুন সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার সিনেমায় একটা চমক আছে। ছবিটার এন্ড টাইটেলে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার মতো হবে। মনে হবে, এটা কী হলো? কোনো একটা কিছু থাকবে—এটাই সবচেয়ে বড় চমক।'

ইদানীং ঈদেই শাকিব খানের সিনেমা মুক্তি পায় বেশি। তবে এবার ঈদ ছাড়াই ছবিটি মুক্তি দিচ্ছেন পরিচালক। বিষয়টি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে অনন্য মামুন বলছেন, 'মানুষ হলবিমুখ হয়েছে, হলে কনটেন্ট নেই। চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কাজটা (মুক্তি) করছি।'

সিনেমায় বেশ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি গান রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দি গান 'জিসমে তেরে' ইউটিউবে বাংলাদেশ থেকে ট্রেন্ডিংয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গানটিতে কণ্ঠ দেন মোহাম্মদ ইরফান; গীতিকার ও সুরকার আরাফাত মাহমুদ। সিনেমার বাংলা গান 'এই ভাসাও' ইউটিউবে ট্রেন্ডিংয়ে তালিকায় নবম স্থানে ছিল। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন বালাম ও কোনাল। আরাফাত মাহমুদ ও জাহিদ আকবরের লেখা গানটিতে সুর দিয়েছেন আরাফাত মাহমুদ।

সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন মাহমুদ আরাফাত সৈয়দ। বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ মিলিয়ে সিনেমায় মোট সাতটি গান থাকছে। এর মধ্যে হিন্দি গান লিখেছেন মাহমুদ আরাফাত সৈয়দ। বাংলা গান লিখেছেন আসিফ ইকবাল, জাহিদ আকবর, সোমেশ্বর অলি, জালাল চৌধুরী। কণ্ঠ দিয়েছেন বালাম, কোনাল, নোবেল, ইমরান মাহমুদুল, মোহাম্মদ ইরফান, নাকাশ আজিজ, রাজ বর্মণ।

'লাল গোলাপ' নিয়ে ফিরছেন শফিক রেহমান

বিনোদন ডেস্ক

আট বছর পর 'লাল গোলাপ' নিয়ে ফিরছেন শফিক রেহমান। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে বাংলাভিশনে প্রচারিত হবে অনুষ্ঠানটির নতুন পর্ব। এতে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে কয়েকটি অংশ থাকে। থাকে কালজয়ী বিভিন্ন চলচ্চিত্র পর্ব এবং অতিথির সঙ্গে আলোচনা।

বাংলাভিশন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শফিক রেহমান বলেন, 'আমার নামের সঙ্গে একাত্মভাবে জুড়ে আছে "লাল গোলাপ"। দেশে-বিদেশে বহু দর্শকের আকাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান এটি। বাংলাভিশনে এর আগেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হতো। কিন্তু সচেতন মানুষেরা জানেন, ২০১৬ সালের ১৬ এপ্রিল বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠানটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ বিরতির পর আবার প্রিয় কাজে ফিরে আসতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। আশা করছি, বরাবরের মতো দর্শক তাঁদের ভালোবাসার "লাল গোলাপ"-এর সঙ্গেই থাকবেন।'

বাংলাভিশনের অনুষ্ঠানপ্রধান তারেক আখন্দ বলেন, 'দেশের অনেক টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিনিয়তই নিজেদের ভিন্নভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। আমাদের এ অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বাইরে।

'লাল গোলাপ' নিয়ে ফিরছেন শফিক রেহমান।
ছবি : বাংলাভিশনের সৌজন্যে

উপস্থাপক শফিক রেহমান বাংলাদেশের প্রথিতযশা সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। ধারণা করছি, বাংলাদেশের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থাপক হিসেবে বাংলাভিশনের পর্দায় আছেন।'

তাহমিনা মুক্তার প্রযোজনায় প্রতি সপ্তাহের রোববার রাত ১১টা ৩০ মিনিটে প্রচারিত হবে 'লাল গোলাপ'।

রক মিউজিশিয়ানদের খোঁজে

বিনোদন ডেস্ক

তরুণ রক মিউজিশিয়ানদের খুঁজে বের করতে শুরু হচ্ছে নতুন ট্যালেন্ট হান্ট রিয়েলিটি শো 'দ্য কেইজ'। গত বুধবার ঢাকার একটি তারকা হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশব্যাপী অনলাইন অডিশনের মাধ্যমে সেরা ১০০ প্রার্থী সরাসরি অডিশনের জন্য নির্বাচিত হবেন। সেখান থেকে পরে সেরা ৪০ প্রতিযোগীকে বাছাই করা হবে, যাঁরা নতুন রক ব্যান্ড গঠনের সুযোগ পাবেন।

'দ্য কেইজ' শোর বিচারক প্যানেলে থাকবেন অ্যাভয়েড রাফার রায়েফ আল-হাসান রাফা, ওয়ারফেজের পলাশ নূর, আর্বোভাইরাসের আসিফ আজগর রঞ্জন ও সংগীতশিল্পী তাসফি। বিভিন্ন পর্যায়ে অতিথি বিচারক ও মেন্টর হিসেবে অংশ নেবেন মেকানিকস ব্যান্ডের আফতাবুজ্জামান ত্রিদিব, বে অব বেঙ্গল ব্যান্ডের বখতিয়ার হোসাইন, আর্টসেল ব্যান্ডের সাইফ আল নাজী সেজানসহ তারকা ব্যান্ডশিল্পীরা। তাহসান রহমান খান, এলিটা করিম, মিলা ইসলামসহ বিভিন্ন একক তারকাও তাঁদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন। 'দ্য কেইজ' উপস্থাপনা করবেন সংগীতশিল্পী আলিফ আলাউদ্দিন।

দ্য কেইজ'-এর তত্ত্বাবধায়নে আছেন ফিডব্যাকের ফোয়াদ নাসের বাবু, মাইলসের মানাম আহমেদ এবং ওয়ারফেজের শেখ মনিরুল ইসলাম টিপুর মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যান্ড তারকারা।

ওটিটি : কী দেখবেন, কোথায় দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

মেসমেট
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : বঙ্গ
দিনক্ষণ : চলমান
স্বপ্নে যে মানুষের মৃত্যু দেখে মামুন, বাস্তবেও মানুষটি সেভাবেই মারা যায়। পরামর্শ নিতে আফজালুর রহমান নামের এক মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হয় মামুন। এমন গল্প নিয়ে সিরিজটি বানিয়েছেন জন মিল্টন। পলাশ পুরকায়স্থর একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই সিরিজে অভিনয় করেছেন আফজাল হোসেন, মোস্তাফিজ নূর ইমরান, আবদুল্লাহ আল সেন্টু।

তালমার রোমিও জুলিয়েট
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : হইচই
দিনক্ষণ : ১৫ নভেম্বর
উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ারের *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট* অবলম্বনে সিরিজ। কাল্পনিক গ্রাম তালমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে এই সিরিজ। অর্পণ গড়াই পরিচালিত সিরিজটির সৃজনশীল পরিচালক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। খল চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন অনির্বাণ। প্রধান দুই চরিত্রে দেখা যাবে দেবদত্ত রাহা ও হিয়া রায়কে।

ডেডপুল অ্যান্ড উলভারিন
ধরন : সিনেমা
স্ট্রিমিং : ডিজনি প্লাস হটস্টার
দিনক্ষণ : চলমান
ডেডপুল ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবিটি মুক্তির পরই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। এবার এসেছে ওটিটিতে। ছবির অন্যতম আকর্ষণ হিউ জ্যাকম্যান ও রায়ান রেনল্ডসের জুটি। এই জুটির পারফরম্যান্স প্রশংসিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। শন লেভি পরিচালিত ছবিটির আরেক চমক, খল চরিত্রে ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা করিনের উপস্থিতি।

ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : সনি লিভ
দিনক্ষণ : ১৫ নভেম্বর
১৯৪৭-১৯৪৮—ভারতের স্বাধীনতা লাভের এই সময়কালের নানা ঘটনা নিয়ে *ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট* নামে একটি বই লিখেছিলেন ল্যারি কলিন্স ও ডমিনিক ল্যাপিয়ের। সেটি অবলম্বনে তৈরি হয়েছে একই নামের সিরিজ। ঐতিহাসিক ড্রামা ঘরানার এই সিরিজে অভিনয় করেছেন সিদ্ধান্ত গুপ্ত, চিরাগ ভোরা, রাজেন্দ্র চাওলা, রাজেশ শর্মা। সিরিজটি নির্মাণ করেছেন নিখিল আদভানি।

বিয়ন্ড গুডবাই
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ : চলমান
দুর্ঘটনায় বাগ্‌দত্তার মৃত্যুর পর সায়েকার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়; এক আগন্তুকের প্রতি আশ্চর্য টান অনুভব করে সে। কিন্তু কেন? এমন গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে জাপানি রোমান্টিক সিরিজটি। এতে অভিনয় করেছেন তমা ইকুতা, ইউরি নাকামুরা। এটি বানিয়েছেন কুরোসকি হিরোশি।

ব্যাড সিস্টার্স
ধরন : সিরিজ
স্ট্রিমিং : অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ : চলমান
আইরিশ ব্ল্যাক কমেডি, থ্রিলার সিরিজটির প্রথম মৌসুম মুক্তির পরই ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এবার এসেছে দ্বিতীয় মৌসুম। এটি তৈরি হয়েছে বেলজিয়ান সিরিজ *ক্লান* অবলম্বনে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যারন হোগান, অ্যান-ম্যারি ডাফ, সারাহ গ্রিন।

ব্যাড সিস্টার্স-এর দৃশ্য। ছবি : অ্যাপল টিভি প্লাস

> বাইরে থেকে মনে হয় দলকে রক্ষা করতে মাঠে তিনি 'শয়তান' হিসেবে আবির্ভূত...কিন্তু ভেতরে তিনি খুব দারুণ মানুষ।

দিয়েগো মিলিতো
কোচ জোসে মরিনিও সম্পর্কে ইন্টার মিলানে তাঁর অধীনে খেলা আর্জেন্টিনার সাবেক স্ট্রাইকার

স্ট্রাইকার ছাড়া আর কত দিন

মালদ্বীপের কাছে হার

দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো মালদ্বীপের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। যে পরাজয়ে প্রথাগত একজন স্ট্রাইকারের অভাব ফুটে উঠেছে আবারও।

মাসুদ আলম, *ঢাকা*

প্রত্যাশা ছিল জয়। কিন্তু মালদ্বীপের কাছে প্রথম প্রীতি ম্যাচে পরশু কিংস অ্যারেনায় ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। ছয়বারের চেষ্টায় এই প্রথম বাংলাদেশকে বাংলাদেশের মাটিতে হারানোর আনন্দে উদ্বেলিত মালদ্বীপ। যে জয়টাকে মালদ্বীপের কোচ বলছেন সেই দেশের ফুটবলে 'নতুন ইতিহাস'।

পরশু সন্ধ্যার সেই হারের পর গতকাল সকালেই বাংলাদেশ দলের হোটেলে হাজির বাফুফের নতুন সভাপতি তাবিথ আউয়াল। ঘণ্টাখানেক সেখানে ছিলেন। খেলোয়াড়দের সঙ্গে নাশতা করেছেন, কুশল বিনিময়ও হয়েছে। চেষ্টা করেছেন সবাইকে উজ্জীবিত করার। খেলোয়াড়েরা কেউ কিছু বলেনি। মালদ্বীপের কাছে এই প্রথম ঘরের মাঠে পরাজয়ের পর বলবেনই বা কী! সবাই একটু বিব্রত। সভাপতির সঙ্গে যাওয়া এক কর্মকর্তা এমনটাই জানিয়েছেন। মালদ্বীপের সঙ্গে আগামীকালের দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে যেন জয় আসে, সেই তাগিদই খেলোয়াড়দের দিয়েছেন সভাপতি। কিন্তু জিততে হলে গোল চাই। সেই গোলটা করবেন কে, এটাই তো কোটি টাকার প্রশ্ন। মালদ্বীপের সঙ্গে প্রথম প্রীতি ম্যাচে একজন প্রথাগত স্ট্রাইকারের অভাব তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশ প্রচুর আক্রমণ করেছে, সুযোগও এসেছে। কিন্তু গোলটাই আসেনি। এই জায়গায় একজন সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকারের অভাব অনুভূত হয়েছে, যাঁর কাজ শুধুই গোল করা।

কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অবশ্য গত বছর জুনে সাফ ফুটবল থেকেই প্রথাগত স্ট্রাইকার ছাড়া খেলিয়ে যাচ্ছেন দলকে। কাবরেরার ফরোয়ার্ডরাই আসলে স্ট্রাইকার। মাঝমাঠে ডায়মন্ড ছকে প্রথাগত নাম্বার নাইন থাকে না। এই ছকে কখনো কখনো দল সফল হয়, ফরোয়ার্ডরা সুযোগ তৈরি করেন, আবার গোলও করেন। যে কাজটা করে এসেছেন শেখ মোরছালিন বা রাকিব হোসেন। জাতীয় দলে গত বছর অভিষেকের পর ১১ ম্যাচে ৫টি গোলও করে ফেলেছেন মোরছালিন। ৩৮ ম্যাচে রাকিবের ৪টি গোলও সাম্প্রতিক সময়েই। ফলে ডায়মন্ড সিস্টেম একেবারে কাজ করেনি, তা নয়। কিন্তু কোনো ম্যাচে গোল না পেলেই প্রথাগত স্ট্রাইকার না থাকা নিয়ে কথা হয়। কাবরেরার পছন্দের ছক ৪-৪-২। প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ, খেলাও ঘরের মাঠে। আক্রমণাত্মক পরিকল্পনাতেই গেছেন স্প্যানিশ কোচ। চার ডিফেন্ডারের সামনে পরশু 'নাম্বার সিক্স' অর্থাৎ জামাল ভূঁইয়ার ভূমিকায় ছিলেন মোহাম্মদ হৃদয়। মাঝমাঠে বাঁয়ে সোহেল রানা, ডানে শাহ কাজেম। মাঝখানে শেখ মোরছালিন, যাঁর ভূমিকা আসলে ১০ নম্বরের। ফরোয়ার্ড রাকিব হোসেন ও ফয়সাল হোসেন।

অবিশ্বাস্য শোনাবে বাংলাদেশের ২৫ জনের বর্তমান স্কোয়াডে ৯ নম্বর জার্সি দেওয়া হয়েছে শাহরিয়ার ইমনকে। ঘরোয়া ফুটবলে যিনি মূলত উইংয়ে খেলেন। পরশু ফাহিমের জায়গায় ৬৪ মিনিটে তাঁকে নামান কোচ। ভুটান সফরেও ৯ নম্বর জার্সি পেয়েছিলেন ইমন। তাঁর আগে সুমন রেজা, মতিন মিয়া, শাখাওয়াত হোসেন রনি, নাবিব নেওয়াজরা ৯ নম্বর জার্সি পরেছেন। নাবিব ১০ নম্বরও। কিন্তু কেউই দলে টিকে থাকতে পারেননি গোলের প্রত্যাশা মেটাতে না পারায়। নাবিবকে অবশ্য কখনো দলেই নেননি কাবরেরা। প্রথাগত স্ট্রাইকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরশু সংবাদ সম্মেলনে এই প্রতিবেদকের প্রশ্নের উত্তরে কাবরেরা বলেছেন, 'দলে অবশ্যই নাম্বার নাইন দরকার আছে। কিন্তু ভালো নাম্বার নাইন না থাকলে আপনি কী করবেন?' এরপর উদাহরণ টানেন মালদ্বীপ ও ভারতের, 'আলী আশফাক ও সুনীল ছেত্রী অবসর নেওয়ায় মালদ্বীপ-ভারতও এখন বিকল্প স্ট্রাইকার খুঁজছে। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় দলগুলো দেখুন কতজন স্ট্রাইকার আছে। খুব একটা নেই।'

কাবরেরার অধীনে প্রায় তিন বছরেও একজন নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার আসেনি জাতীয় দলে। এর অন্যতম কারণ, ঘরোয়া ফুটবলে স্থানীয় স্ট্রাইকাররা খেলার সুযোগ পান না। এই পজিশনে খেলেন বিদেশিরা। এ নিয়ে অনেক দিন ধরেই কথা হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য একজন স্ট্রাইকার থাকলে হয়তো মালদ্বীপের কাছে হারতে হতো না। বাংলাদেশের ফিনিশিং দুর্বলতার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের অভাবও দেখা গেছে। রক্ষণ ভুল করেছে। সম্প্রতি এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে থিম্পুতে বসুন্ধরা কিংসের হেরে আসার প্রভাবও পড়েছে। ভুটানের পারো এফসির মতো দলের কাছে হেরেছে কিংস। সেই কিংসের ৬ জনই ছিলেন পরশুর একাদশে।

মালদ্বীপের ফুটবলে অনেক দিন ধরেই টালমাটাল অবস্থা। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়েছেন ফেডারেশনের সভাপতি। দেশের ফুটবল চলছে ফিফার নিয়োগ দেওয়া প্রশাসক দিয়ে। যে কারণে এ বছর ঘরোয়া ফুটবল হয়নি। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ফিরেছে এক বছর পর। সেই দলের কাছে ঘরের মাঠে হেরে হতাশ শেখ মোরছালিন *প্রথম আলো*কে বলছিলেন, 'এটা খুবই কষ্টের যে আমরা হেরে গেছি। সামনের ম্যাচ অবশ্যই জিততে হবে।'

সেই প্রতিজ্ঞা পূরণকে এখন বড় চ্যালেঞ্জই মনে হচ্ছে।

দেশের মাটিতে মালদ্বীপের কাছে প্রথম পরাজয়ের পর হতাশায় ডুবে যাওয়া বাংলাদেশের ফুটবলারদের সান্ত্বনা দিয়েছেন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েরাও (ওপরের ছবি)। পরদিন, অর্থাৎ গতকাল সকালে বাংলাদেশ দলকে উজ্জীবিত করতে টিম হোটেলে গিয়েছিলেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল (নিচে)। ছবি : প্রথম আলো ও বাফুফে

মালদ্বীপ ফুটবলের দিনবদলের গল্প

নাইর ইকবাল, *ঢাকা*

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কফিশপে বসেই স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দিলেন মোহাম্মদ সুজাইন। মালদ্বীপ ফুটবল দলের কোচ খেলোয়াড়ি-জীবনে মোহামেডানের বিপক্ষে এশিয়ান ক্লাব কাপের একটি ম্যাচ খেলেছিলেন ইরানের আহওয়াজে। সেটি ১৯৮৯ সালের কথা। সুজাইনের দল ভিক্টরি এফসি বাংলাদেশের সে সময়ের লিগ বিজয়ীদের কাছে উড়ে গিয়েছিল ৭-২ গোলে!

সেই ম্যাচের পর সুজাইন কী করেছিলেন, সেটাও তাঁর পরিষ্কার মনে আছে, 'মোহামেডানের কায়সার হামিদ ও সাব্বিররা তখন আমাদের কাছে বড় তারকা। ম্যাচের পর তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলেছিলাম। তবে এখন সেটি দূর অতীতের গল্প।'

শেষ কথাটাতেই সুজাইন বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, জানালেন কিছু পরিকল্পনা আর সরকারি বিনিয়োগেই পাল্টে গেছে মালদ্বীপ ফুটবলের চেহারা।

শুনুন সুজাইনের মুখেই, 'আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এগিয়ে আসে, স্পনসররা এগিয়ে আসে। আমরা বিভিন্ন দ্বীপে মাঠ তৈরির উদ্যোগ নিই, কোচ তৈরির উদ্যোগ নিই। পরিকল্পনা করে এগোই। ফিফা ও এএফসির টাকায় মালদ্বীপের ১২০টি দ্বীপে কৃত্রিম মাঠ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বাচ্চারা ফুটবল খেলে, প্রতিভাবানদের সেখান থেকেই তুলে আনা হয়।'

১৯৯১ সালে কলম্বো সাফ গেমসে মালদ্বীপ রুপা জিতেছিল। সুজাইন জানালেন সাফের সেই সাফল্যই আসলে মালদ্বীপ ফুটবলের বদলে যাওয়ার শুরু, 'সাফ গেমসে রুপা জেতার পরই সরকার বুঝতে পারে, ফুটবলে মালদ্বীপের পক্ষে কিছু করা সম্ভব। ওই সময় আমাদের লিগটাকে জমজমাট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মাঠ তৈরির কাজ শুরু হয়। স্কুলে স্কুলে ফুটবল ছড়িয়ে দেওয়া হয়।'

> পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাওয়ার সুফল পেয়ে চলেছে ছোট্ট এই দেশটি। সে কারণেই বাংলাদেশের কাছে ৮ গোল হজমের কথা উঠলে এটিকে দূর অতীতের ইতিহাস বলে দিতে পারেন মালদ্বীপের কোচ।

৩৫ বছর আগে-পরের মালদ্বীপের ফুটবল এক নয়। ১৯৮৫ সালের সাফ গেমসে বাংলাদেশের কাছে ৮-০ গোলে হারা নিয়েই যেমন বলছিলেন, 'সেটি ৩৯ বছর আগের ইতিহাস।'

ভারত মহাসহাগরের বুকে ছোট ছোট অনেক দ্বীপ নিয়ে এক দেশ মালদ্বীপ। স্থলভূমির আয়তন মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা মাত্র ৫ লাখ ২১ হাজার। যেখানে বসে কথা বলছিলেন, এর আশপাশের এলাকাতেই হয়তো এর চেয়ে বেশি মানুষের বাস। একটা সময় যে দেশ ফুটবলে প্রতিপক্ষের গোল-উৎসবের উপলক্ষ ছিল, সেই দেশ থেকেই বেরিয়ে এসেছে আলী আশফাক, আলী ফাসির, মোহাম্মদ হামজাদের মতো প্রতিভাবান ফুটবলার। যে দলকে একসময় ৮ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ, তাদের বিপক্ষেই মাঝখানে টানা ১৫ বছর কোনো জয় পায়নি বাংলাদেশ। মাত্র ৫ লাখ জনসংখ্যার এই দেশ কীভাবে দুবার সাফ ফুটবলের শিরোপা জিতে ফেলল? সুজাইন

তবে সুজাইন মনে করেন কোচ তৈরি করার উদ্যোগই মালদ্বীপের ফুটবলকে বদলে দিয়েছে, 'আমরা প্রথম থেকেই কোচ তৈরিতে মন দিয়েছিলাম। এএফসির বিভিন্ন লাইসেন্সিং প্রোগ্রামে আমাদের সাবেক ফুটবলারদের পাঠানো শুরু হয়। ২০০৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি পেশাদার লাইসেন্সধারী কোচ তৈরি করে ফেলে মালদ্বীপ। ফুটবল উন্নয়নে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমি মনে করি প্রধানতম পদক্ষেপ।'

পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাওয়ার সুফল পেয়ে চলেছে ছোট্ট এই দেশটি। সে কারণেই বাংলাদেশের কাছে ৮ গোল হজমের কথা উঠলে এটিকে দূর অতীতের ইতিহাস বলে দিতে পারেন মালদ্বীপের কোচ। যা বলার সময় তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে তৃপ্তি। মালদ্বীপ ফুটবলের বদলের সাক্ষী হওয়ার তৃপ্তি।

শহীদদের স্মরণে স্টেডিয়ামের নাম

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের নামে দেশের স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সে অনুযায়ী জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে নিহত দুজন শহীদের স্মরণে দুটি মাঠের নামকরণ করা হয়েছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে গুলিতে নিহত টাঙ্গাইলের ১৪ বছরের স্কুলছাত্র মারুফ মিয়ার নামে টাঙ্গাইল জেলা সদর স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে শহীদ মারুফ স্টেডিয়াম। রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিহত রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহান ফাইয়াজের নামে জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণের মাঠের নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া জেলা সদর স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে শহীদ আবরার ফাহাদ স্টেডিয়াম। ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে বুয়েটের শেরেবাংলা হলে ছাত্রলীগের নির্যাতনে মারা যান আবরার ফাহাদ।

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা তাঁর ফেসবুক পেজে এক পোস্টে নামকরণের এই ঘোষণা দেওয়ার পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করেছে।

ছোট পর্দায় আজ

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ	*স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
স্কর্চার্স-থান্ডার	সকাল ১০-৪৫ মি.
স্টারস-রেনেগেডস	বেলা ২-১৫ মি.
টেনিস : এটিপি ফাইনালস	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
আলকারাজ-জভেরেভ	সন্ধ্যা ৭টা
৪র্থ টি-টোয়েন্টি	*স্পোর্টস ১৮-১*
দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত	রাত ৯টা
উয়েফা নেশনস লিগ	*রাত ১-৪৫ মি.*
পর্তুগাল-পোল্যান্ড	সনি স্পোর্টস টেন ২
ডেনমার্ক-স্পেন	সনি স্পোর্টস টেন ১
উত্তর আয়ারল্যান্ড-বেলারুশ	সনি স্পোর্টস টেন ৩
স্কটল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া	সনি স্পোর্টস টেন ৫
সুইজারল্যান্ড-সার্বিয়া	সনি লিভ

'টি-সেভেনে' বিপর্যস্ত পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি

খেলা ডেস্ক

টি-টোয়েন্টি, টি-টেন তো আছে। মাঝেমধ্যে দেখা যায় ৬ ওভারের 'সিক্স আ সাইড'। কাল ব্রিসবেনে ৭ ওভারের ম্যাচটিকে তাহলে কী বলা বলবেন—টি-সেভেন? যেহেতু ম্যাচটি আসলে টি-টোয়েন্টিই ছিল, তাই বললে এটাকে টি-সেভেনই বলতে হয়। পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া 'টি-সেভেন' মূলত খেলেছে বৃষ্টির কারণে। ৪২ বল যে একেবারে কমও নয়, সেটা পাকিস্তানের ব্যাটিং দেখেই বোঝা গেছে। ৭ ওভারের ম্যাচেই তো প্রায় অলআউট হয়ে গিয়েছিল দলটি। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৯৪ রানের লক্ষ্যে পাকিস্তান হারিয়েছে ৯ উইকেট, তুলেছে ৬৪ রান। হেরেছে ২৯ রানে। ইনিংসের শেষ ২ বলে আউট হয়েছেন দুজন। কে জানে, আরেকটি বল থাকলেই হয়তো অলআউটই হয়ে যেত মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল!

৯৩ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ৩ ওভারেই পাকিস্তান হারায় ৫ উইকেট, রান ওঠে মাত্র ২০। এরপর আসলে শুধু আনুষ্ঠানিকতাই বাকি ছিল। পাকিস্তানের ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। অধিনায়ক রিজওয়ান আউট হয়েছেন শূন্য রানে। পাকিস্তানের হয়ে সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি (১২৪) খেলার রেকর্ড গড়ার ম্যাচে বাবর করেছেন ৩। দলের সর্বোচ্চ রান এসেছে পেসার আব্বাস আফ্রিদির ব্যাট থেকে—১০ বলে ২০। তাঁর সঙ্গে হাসিবউল্লাহ খানের ১২ বলে ইনিংস-সর্বোচ্চ ২৩ রানের জুটিতেই ৬৪ রান পর্যন্ত যেতে পারে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২ ওভারে ৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন নাথান এলিস।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের শুরুটা ছিল পাকিস্তানের পুরো বিপরীত। শাহিন শাহ আফ্রিদির প্রথম ওভারেই ১৬ রান তোলেন দুই ওপেনার। নাসিম শাহর পরের ওভারে আরও ১৭। সেটিও প্রথম বলে জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের আউট হয়ে যাওয়ার পর। কাজটা মূলত করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ইনিংসের প্রথম বলে রিভার্স সুইপে চার মারা ম্যাক্সওয়েল সেই ওভারেই চার মারেন ৪টি। ওয়ানডে সিরিজে ব্যর্থ ম্যাক্সওয়েল ১৯ বলে খেলেছেন ৪৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস। ম্যাক্সওয়েল ছাড়া স্টয়নিসের ইনিংসও অস্ট্রেলিয়াকে ভালো সংগ্রহ দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে। নাসিমের শেষ ওভারে ২০ রান নিয়েছেন, ৭ বলে করেছেন ২১। ২ ওভারে ৩৭ রান দিয়েছেন নাসিম, শাহিন শাহ আফ্রিদি ২৫, হারিস রউফ ২১।

ম্যাচের পর পাকিস্তান অধিনায়ক রিজওয়ানকে পরাজয়ের কারণ বলতে খুব একটা ভাবতে হয়নি, '৭ ওভারের ম্যাচে সবকিছু স্বাভাবিক রাখা কঠিন। ম্যাক্সিকে কৃতিত্ব দিতে হবে। তার খেলার ধরন দারুণ কাজে দিয়েছে।' এই জয়ে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের পরের ম্যাচ আগামীকাল, সিডনিতে।

৯ ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি

ক্রীড়া প্রতিবেদক, ঢাকা

সার্চ কমিটির প্রস্তাবনার ভিত্তিতে গত রাতে ৯টি ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। অ্যাডহক কমিটি করা হয়েছে হকি, অ্যাথলেটিকস, দাবা, কাবাডি, ব্রিজ, স্কোয়াশ, টেনিস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার ও বাস্কেটবল। ঘোষিত অ্যাডহক কমিটিগুলোর সদস্যসংখ্যা ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৯ পর্যন্ত।

হকি ফেডারেশনের সভাপতি অনেক দিন ধরেই বিমানবাহিনীর প্রধান। অ্যাডহক কমিটির প্রধানও হয়েছেন এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সাবেক খেলোয়াড় ও আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসান। কাবাডির সভাপতি পদও অনেক দিন ধরে পুলিশপ্রধানের। এই কমিটিতেও ব্যতিক্রম হয়নি, কাবাডির সভাপতি করা হয়েছে আইজিপি মো. ময়নুল ইসলামকে, সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায়ী-ক্রীড়া সংগঠক এস এম নেওয়াজ সোহাগ, যিনি আগের কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

অ্যাথলেটিকসের সভাপতি হয়েছেন প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মেজর জেনারেল ড. নাঈম আশফাক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ক্রীড়া সংগঠক শাহ আলম। দাবা ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠক সৈয়দ সুজা উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম সচিব ও ফিদে মাস্টার তৈয়বুর রহমান সুমন। টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার, সাধারণ সম্পাদক একই ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ। বাস্কেটবলের সভাপতি জাতীয় বাস্কেটবল দলের প্রথম অধিনায়ক ডা. শামীম নেওয়াজ। সাধারণ সম্পাদক সাবেক খেলোয়াড়-কোচ মেজর (অব.) মোহাম্মদ আতিকুল হাফিজ।

বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকারের সভাপতি ইউএস-বাংলা গ্রুপের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সরকার মুহাম্মদ শামসুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক খেলোয়াড়-ব্যবসায়ী রিয়াসাত করিম ভূঁইয়া। স্কোয়াশের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) মো. হাসান উজ জামান, সাধারণ সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও সাবেক খেলোয়াড় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জি এম কামরুল ইসলাম। ব্রিজ ফেডারেশনের সভাপতি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায়ী নাঈমুল হাসান।

সাফজয়ী সাবিনা-ঋতুপর্ণার সঙ্গে নিগারের আড্ডা

খেলা ডেস্ক

একজন ফুটবলার টানা ৯০ মিনিট মাঠজুড়ে ছোটাছুটি করার মতো দম কোথায় পান, একজন ক্রিকেটারই-বা এত ভারী ভারী প্যাড, হেলমেট পরে থাকেন কীভাবে—এমন কৌতূহল আছে অনেকেরই। যিনি যা খেলেন না, তাঁর মনে এ ধরনের প্রশ্ন থাকা অস্বাভাবিকও নয়। যেমন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনেরও এ নিয়ে জিজ্ঞাসা আছে। আর সেই জিজ্ঞাসাটা তিনি বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানার কাছে সরাসরিই রেখেছেন।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) গিয়েছিলেন গত মাসে নেপালে সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে আসা দলের অধিনায়ক সাবিনা ও মিডফিল্ডার ঋতুপর্ণা চাকমা। একপর্যায়ে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কের সঙ্গে এক আড্ডায় বসেন তাঁরা। সেই আড্ডায় দুই ফুটবলার, এক ক্রিকেটার কথা বলেন একে অন্যের খেলা নিয়ে।

আড্ডায় নিগার ছিলেন সঞ্চালকের ভূমিকায়। সাফ জয় এবং নারী ফুটবল নিয়েই কথা হয়েছে বেশি। তবে নিগার যখন আছেন, চলে এসেছে ক্রিকেটও। অতিথি সাবিনা একপর্যায়ে নিগারের কাছ থেকে জানতে চান, ক্রিকেট মাঠে লম্বা সময় ধরে হেলমেট পরে থাকো কীভাবে?

নিগার একজন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। স্বাভাবিকভাবে অন্য ক্রিকেটারদের চেয়ে তাঁর বেশি সময় ধরে হেলমেট পরে থাকতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সাবিনার প্রশ্নের উত্তরে নিগার বলেছেন, 'তুমি আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করেছ, সাবিনা আপু। আসলে অনেক কঠিন, কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় এত বেশি (কঠিন) লাগে না। টি-টোয়েন্টিতে সময়ের একটা বিষয় থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে, নইলে জরিমানা হয়ে যায় অনেক সময়। অধিনায়ক হিসেবে আরও বেশি হয়। প্রথম ওভার থেকেই হেলমেট পরা হয়, খোলার আর সুযোগ থাকে না।'

সাবিনা ও ঋতুপর্ণাকে নিজের জার্সি উপহার দিয়েছেন নিগার সুলতানা। নিজে পেয়েছেন সাবিনার জার্সি। ছবি : বিসিবি

টি-টোয়েন্টির চেয়ে ওয়ানডেতে আরও বেশি সময় ধরে হেলমেট পরতে হয় ক্রিকেটারদের। সেই প্রসঙ্গে নিগার বলেছেন, '৫০ ওভারের খেলায় যেটা হয়, আমাদের দলে স্পিনার বেশি। সঙ্গে মেয়েদের আবার চুল, চুলের সমস্যা, আবার বাঁধো, এটা করো...এটা (হেলমেট) প্রথম থেকেই পরে থাকি। এটা খুবই কষ্টের। বলে বোঝানোর মতো না আরকি, বলি না! বলি ঠিক আছে।' শেষ দিকে হেসেও দেন নিগার।

এবারের আগে ২০২২ সালেও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে বাংলাদেশের মেয়েরা। দুটি টুর্নামেন্টই হয়েছে নেপালে। তাতে দেশে ফেরার নারী দল পেয়েছে ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা। ২০২২ সাল নাকি এবার? কোন সংবর্ধনা বেশি উপভোগ করেছেন সাবিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে সাবিনা জানিয়েছেন, ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা নিতেই চান না। কেন তিনি এ কথা বলেছেন, শুনুন তাঁর মুখে, 'আমার কাছে প্রথমবার বেশি ভালো লেগেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি জয়ের পর ছাদখোলা বাসে সংবর্ধনা চাই না। রাস্তায় সাধারণ মানুষের অনেকের কষ্ট হয়। এবারও আমার এটাতে খারাপ লেগেছে। গতবারও লেগেছিল, তবে গতবার প্রচুর মানুষ ছিল। আমার জীবনে আমি এত মানুষ দেখিনি। দ্বিতীয়বার মানুষ কম ছিল, তবে যে সম্মানটা দেশের মানুষ দেখায়, তা তো সব সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করে।'

উপস্থাপক নিগারও পাল্টা প্রশ্ন করতে ভুল করেননি। আবার চ্যাম্পিয়ন হলে? সাবিনার উত্তর—'হতেও পারে...দেশের মাটিতে (খেলা)।' নিগার জানতে চাইলেন, 'তখন কী করব, বলো', এর উত্তরে সাবিনা বললেন, 'এখনই বলতে পারব না।' পাশে থেকে ঋতুপর্ণা মনে করিয়ে দিলেন, 'এখনো দুইটা বছর বাকি।'

সাবিনা, ঋতুপর্ণার সঙ্গে নিগারের আড্ডার ভিডিওটি বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে। তবে সুনির্দিষ্ট সময় জানানো হয়নি।

মশকনিধন নভেম্বর মাসেও ডেঙ্গুর প্রকোপ কমছে না। ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস মশার উপদ্রব কমাতে ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। গতকাল বিকেলে রাজধানীর জিগাতলা এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

গুলিবিদ্ধ জহুর বললেন

মামলা নিয়া এখন ব্যবসা শুরু হইছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সুনামগঞ্জ*

জহুর আলী

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট সুনামগঞ্জ পৌর শহরে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন মো. জহুর আলী (৩০)। ঘটনার এক মাস পর তাঁর বড় ভাই হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছিলেন। এই মামলায় আসামি ধরা ও ছাড়া নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জহুর আলী। গতকাল বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক আইডি থেকে লাইভে এসে ওই মামলা নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে বাদী হাফিজ আহমদ মামলা দায়েরের ১ মাস ২০ দিন পর আদালতে হলফনামা দিয়ে বলেন, ঘটনার বিষয়ে তিনি কোনো কিছু জানেন না, কোনো আসামিকে চেনেন না। এই আপসনামা দেওয়ার পর সোমবার তিনি আদালতে এলে সেখান থেকে একদল যুবক তাঁকে তুলে নিয়ে যান। পরে তাঁকে সদর থানায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

গুলিতে আহত জহুর আলী এখন ঢাকা পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি) আছেন। লাইভে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় গত ৪ আগস্ট সুনামগঞ্জ শহরে গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ তাঁর বাঁ পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে। এর এক মাস পর সাংবাদিক মাসুম হেলাল তাঁদের মামলা করার কথা বলেন। তাঁরা তখন মাসুম হেলালকে বলেছিলেন, যেহেতু পুলিশ তাঁকে গুলি করেছে, তাই পুলিশের বিরুদ্ধে এই মামলা করবেন। পরে দেখা যায়, মামলায় ৯৯ জন আসামির নাম। নাম ছাড়া আরও আসামি ২০০ জন। মামলা দায়েরের সময় মাসুম হেলাল ৩০ হাজার টাকা দিয়ে বলেন, একজন তাঁকে চিকিৎসার জন্য দিয়েছেন।

জহুর আলীর বাড়ি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের বাধনপাড়া এলাকায়। তিনি শহরের একটি সার-বীজের দোকানে চাকরি করতেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার এরোয়াখাই গ্রামে।

মামলা দায়েরের পর বাদী হাফিজ আহমদও স্বীকার করেন, তিনি এত এত লোককে আসামি দিতে চাননি। ওই সাংবাদিকই সব করেছেন। আদালতে দেওয়া হলফনামায় তিনি লিখেছেন, ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জ থেকে অনেক দূরে। তাই তিনি ঘটনার বিষয়ে কোনো কিছু জানেন না। আসামিদেরও চেনেন না।

সাংবাদিক মাসুম হেলাল দৈনিক *বাংলাদেশ প্রতিদিন* ও বাংলাভিশনের সুনামগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি উকিল না, রাজনৈতিক কর্মীও না। আমার কথা বললে তারা কারও প্ররোচনায় বলতে পারে।'

এই মামলায় সুনামগঞ্জের বাসিন্দা সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সুনামগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিকসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এম এ মান্নান, মুহিবুর রহমানসহ বেশির ভাগই এখন জামিনে আছেন।

বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করতে চায়

সেমিনারে তারেক রহমান

বিএনপির শরিক দলের নেতা বলেছেন, সংস্কারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে না পারলে জনগণের কাছে বরখেলাপকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সেমিনারে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে। প্রথম আলো

আগামীর বাংলাদেশে আর কোনো ব্যক্তি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারবে না—এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চায় বিএনপি। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের প্রতিটি স্তরে তা নিশ্চিত করা হবে, কেউ জবাবদিহির ঊর্ধ্বে নয়, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।' তবে সেমিনারে বিএনপির একটি শরিক দলের নেতা বলেছেন, সংস্কারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে না পারলে জনগণের কাছে বরখেলাপকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের জন্য বিএনপির ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তারেক রহমান বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা জানান। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের লেকশোর হোটেলে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের ৩৮ জন কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জ্যেষ্ঠ নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ বিশিষ্ট নাগরিকেরা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে একজন আলোচক স্মরণ করিয়ে দেন, সংস্কারের প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করতে না পারলে জনগণের কাছে বরখেলাপকারী হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিএনপি দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে ইউটিউব, ফেসবুক ও অন্যান্য অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজেদের ভাবনা প্রকাশের কারণে, কিংবা প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে মন্তব্যের দায়ে কাউকে হেনস্তা করা হবে না।'

বর্তমানে দেশে আলোচিত প্রায় সব সংস্কার প্রস্তাবই বিএনপির ৩১ দফায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'আমি সংস্কারের উদ্দেশ্য বলতে সেটিই বুঝি যে সংস্কারের মাধ্যমে সংবিধানের কয়েকটি বাক্য নয়; বরং মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ একজন মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা হবে, তার ও পরিবারের আর্থসামাজিক নিরাপত্তা ও সঞ্চয় নিশ্চিত হবে।'

সেমিনারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সভাপতিত্ব করেন। তিনি সেমিনারে সূচনা বক্তব্য দেন। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি দাঁড় করাতে না পারার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'আমাদের নাতি বা পৌত্রিরা যখন জিজ্ঞেস করে, এখনো তোমাদের মধ্যে এত ঝগড়া কেন, এখনো সরকার পরিবর্তনের জন্য তোমাদের এত লড়াই করতে হয় কেন, এত যুদ্ধ করতে হয় কেন। এখনো কথা বলার স্বাধীনতার জন্য, লেখার স্বাধীনতার জন্য এত রক্তপাত কেন হয়। তখন কিন্তু আমাদের কাছে খুব কম উত্তর থাকে।'

বিএনপির উদ্দেশে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দল নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যেটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না।' প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।

এবি পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, 'আমরা দলের নিজস্ব গণতন্ত্রচর্চায় অনেক পিছিয়ে আছি। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের মতো রাজনৈতিক দলের ভেতরেও অনেক ৭০ অনুচ্ছেদ আছে। সেগুলো সরানো দরকার।' গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা সাইফুল হক বলেন, 'আমরা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টাতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলো মিলে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব করেছি। ক্ষমতায় গিয়ে সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন না করলে আমরা জনগণের কাছে বরখেলাপকারী হিসেবে চিহ্নিত হব।'

অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে নেওয়া সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করে অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে এমন কোনো সংস্কার হতে পারে না। সেমিনারে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাবের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন সাবেক সচিব ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাঈল জবিউল্লাহ। আর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদি আমিন ও মওদুদ হোসেন। আরও বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান, লেবার পার্টির মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন ও আইনজীবী এলিনা খান।

এ সময় মঞ্চে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, সালাহ উদ্দিন আহমদ ও হাফিজ উদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

শুধু দক্ষিণ এশিয়ার চাহিদাই প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *আজারবাইজান, বাকু থেকে*

পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে কার্বন নিঃসরণ ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য শুধু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর চাহিদা প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন বা ৫ লাখ কোটি ডলার। জাতিসংঘের অর্থসংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

বুধবার এ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যাচ্ছে, জলবায়ু রক্ষার স্বার্থে এশিয়ার ২০টি দেশের মোট ৩৭৪টি অবশ্য প্রয়োজনের জন্য খরচ ধার্য হয়েছে ৩ দশমিক ৩ থেকে ৪ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার। এ অর্থের মধ্যে উষ্ণায়ন প্রশমন বা মিটিগেশনের জন্য প্রয়োজন ২ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার এবং অভিযোজন বা অ্যাডাপটেশনের জন্য দরকার ৩২৫ থেকে ৪৩১ বিলিয়ন ডলার।

এ অর্থ দাবির মধ্যে সিংহভাগ ভারতের। বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ১২ বিলিয়ন ডলারও এর মধ্যে ধরা হয়েছে। এ চাহিদায় ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। এ রিপোর্ট এশিয়া-সংক্রান্ত হলেও এর মধ্যে চীনের চাহিদার কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কার্বন প্রশমন ও অভিযোজনে রাষ্ট্রীয় নির্ধারিত অবদানের (এনডিসি) নিরিখে সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রয়োজন এশিয়ার। তারপর আফ্রিকার। চাহিদার ভিত্তিতে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও পাকিস্তান। আয়তন, জনসংখ্যা ও দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের নিরিখে বাংলাদেশও রয়েছে প্রথম দিকে।

এ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের ১৪২টি দেশের মোট ৫ হাজার ৭৬০টি প্রয়োজনের মধ্যে ২ হাজার ৭৫৩টির খরচ হিসাব করা হয়েছে। এটি মোট প্রয়োজনের ৪৮ শতাংশ। এর জন্য খরচের দাবি মোটামুটিভাবে ৫ থেকে সাড়ে ৮ ট্রিলিয়ন ডলার। দূষণমুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হলে ২০৩০ সালের এই অর্থ উন্নত বিশ্বকে খরচ করতে হবে। সেই অর্থ উন্নত বিশ্ব দেবে কি না, দিলেও কতটুকু, বাকুতে কপ২৯-এর আসরে সেটাই মূল আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের অনুপস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদয় অর্থায়ন ঘিরে সংশয় তীব্র করে তুলেছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে এ-সংক্রান্ত ঘোষণা বুঝিয়ে দেবে, বাকু সম্মেলনের সাফল্য-ব্যর্থতার মাত্রা কতখানি।

» দরিদ্র দেশগুলোকে এক লাখ কোটি ডলার দেওয়ার আহ্বান পৃষ্ঠা ৭

বেতন বকেয়া রেখে কারখানা বন্ধের নোটিশ, সড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, *শ্রীপুর, গাজীপুর*

গাজীপুরের শ্রীপুরে শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রেখে একটি পোশাক কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে পাঁচ ঘণ্টার মতো সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় জৈনাবাজার-কাওরাইদ সড়কে এ ঘটনা ঘটে। সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এ অবরোধ চলে। সড়কটি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় সেখানেও যানজটের প্রভাব পড়েছিল।

পোশাক কারখানাটির নাম এইচডিএফ অ্যাপারেলস। গতকাল মূল ফটকের সামনে কারখানাটি বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লেখা ছিল, 'গত ১২ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকেরা অযৌক্তিক দাবি আদায়ের জন্য সব ধরনের কাজ বন্ধ রেখেছে। এ ছাড়া তারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলো।'

শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের বেতন ও হাজিরা বোনাস পরিশোধ করেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। দুই দিন ধরে বকেয়া বেতনের দাবি করে আসছিলেন শ্রমিকেরা। গতকাল সকালে এসে তাঁরা কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখতে পান।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জয়নাল আবেদীন বলেন, মালিকপক্ষ চলতি মাসের ২৫ তারিখে বকেয়া বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই আশ্বাসে বেলা দুইটায় শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান। তিনি আরও জানান, ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পাখি

লালবুক চুটকি। ঢাকার গুলশানের সাহাবুদ্দীন পার্ক থেকে ছবি তুলেছেন ব্রিটিশ পাখিবিজ্ঞানী গ্যারি অলপোর্ট

সাহাবুদ্দীন পার্কে বিরল চুটকি

সীমান্ত দীপু, *বন্য প্রাণী-গবেষক*

দুই সপ্তাহ ধরে ফেসবুকে একটি পাখির ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিটিকে এখন টক অব দ্য টাউন বলা চলে। দেশের শতাধিক পাখিদেখিয়ে ও আলোকচিত্রী এরই মধ্যে ভিড় করেছেন ঢাকার গুলশানের বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পার্কে। কেউ অবশ্য খালি হাতে ফেরেননি। প্রায় সবাই পাখিটির ছবি তুলেছেন এবং মনভরে এর দেখা পেয়েছেন। পাখিটির নাম লালবুক চুটকি। অসাধারণ রঙের পরিযায়ী ছোট্ট এক পাখি। এ দেশে পাখিটি খুবই বিরল। এর আগে দেখা মিলেছে মাত্র পাঁচ-ছয়বার। তবে সে সময় লাল রংটা চোখে পড়েনি। দেখা গিয়েছিল স্ত্রী লালবুক চুটকির অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির। ঢাকা শহরে এবারই প্রথম এ জাতের লাল রঙের পাখির দেখা মিলল।

লালবুক চুটকির দেখা ঢাকায় প্রথম পান আমার পাখিদেখিয়ে বন্ধু ব্রিটিশ পাখিবিজ্ঞানী গ্যারি অলপোর্ট। সেটি ছিল নভেম্বর মাসের প্রথম দিন। সকালে সাহাবুদ্দীন পার্কে পাখি দেখতে গিয়ে এর উপস্থিতি আবিষ্কার করেন তিনি। তারপর পাখিটির ছবি আমাকে পাঠিয়ে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। পাখিটির ছবি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। দ্রুতই যাব বলে তাঁকে জানালাম। এরই মধ্যে গ্যারি পাখির ছবিটি ফেসবুকে পোস্ট করলে পাখিদেখিয়েরা ভিড় জমালেন ওই পার্কে।

গত রোববার আমি আর গ্যারি পার্কে হাজির হলাম সকাল-সকাল। পার্কের কর্মীরাও পাখিটির ব্যাপারে এখন বেশ সজাগ। গত কদিনে এত মানুষের ভিড় একটি পাখিকে ঘিরে হবে, তা তাঁরা ভাবতেও পারেননি। মাত্র দুই মিনিটের ভেতর পাখিটির দেখা পেলাম একটি রেইনট্রিগাছে। একসঙ্গে দুটি পাখির (পুরুষ ও নারী) দেখা পেলাম। বেশ খানিকক্ষণ তার ছবি তুললাম আর বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম। একবার হঠাৎ চোখে পড়ল, আরেকটি পাখি এই পাখিকে তাড়া করছে। সেটি ছিল ভিন্ন প্রজাতির আরেকটি চুটকি। নাম তার তাইগা চুটকি।

গ্যারি গত বছরও পাঁচ-ছয়টি তাইগা চুটকি দেখেছিলেন এই পার্কে। মূলত শীতের শুরুতে এ চুটকিটিকে দেখা যায়। ডিসেম্বরের পর এই পাখি অন্য জায়গায় চলে যায়। প্রতিটি চুটকি যে গাছে থাকে তার আশপাশে অন্য চুটকিকে ভিড়তে দেয় না। তারা তাদের এলাকা দখলে রাখতে চায়। অন্য কোনো পাখি ওই গাছে এলে তাড়া করে। এ

ঢাকা শহরে এবারই প্রথম এ জাতের লাল রঙের পাখির দেখা মিলল।
ছবি : গ্যারি অলপোর্ট

পার্কে ছয়টি গাছে নিজ নিজ এলাকায় তাইগা চুটকিরা রাজত্ব করছিল। কিন্তু এ বছর হঠাৎ এ পার্কে এসেছে অন্য বিরল প্রজাতির চারটি লালবুক চুটকি। তাইগা চুটকির গাছে যখন এই লালবুক চুটকি আশ্রয় নিচ্ছে, তখনই তাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। লালবুক চুটকি তাই রেইনট্রিগাছের মগডালে থেকে খাবার খুঁজছে।

পনেরো বছর আগে লালবুক চুটকি আর লালগলা চুটকি একই প্রজাতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে লালগলা চুটকি আলাদা প্রজাতি হয়ে তাইগা চুটকি নাম ধারণ হয়েছে। লালবুক চুটকির ইংরেজি নাম রেড ব্রেসটেড ফ্লাইক্যাচার। এই প্রজাতি উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ায় প্রজননকাল সম্পন্ন করে। হয়তো কয়েক সপ্তাহ আগেও এই পাখি তাদের প্রজননভূমিতে ছিল। সেই পাখিই এখন সাহাবুদ্দীন পার্কে। শীতে এগুলোকে দেখা যায় বাংলাদেশসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে।

সাহাবুদ্দীন পার্কে লালবুক চুটকি এখনো আছে। আপনার সন্তানকে নিয়ে বিরল এই পাখি দেখে আসতে পারেন যেকোনো এক সকালে অথবা বিকেলে। এ সময় পাখিটি দেখার ভালো সময়। পাখিটি হয়তো এই পার্কে আরও কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে। তার লাল রঙের বুকখানি আর চটপটে স্বভাব দেখলে সত্যিই আনন্দ পাবেন। পাখিটি দেখতে গিয়ে কেউ তাকে বিরক্ত না করলে হয়তো প্রতিবছরই তার দেখা মিলতে পারে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কর অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১০ বছরের কর অব্যাহতি দিতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে আমদানি করা সামগ্রীর ওপর ৫ শতাংশ অগ্রিম ভ্যাট মওকুফ করা হবে। শিগগিরই এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে বলে নিশ্চিত করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র।

গতকাল বৃহস্পতিবার অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সচিবদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। 'ট্যারিফ রেশনালাইজেশন অব সোলার প্যানেল' শীর্ষক এ সভা অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নবায়নযোগ্য শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র বলছে, আয়কর আইন ২০২৩-এর ধারা ৭৬-এর উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যেসব কোম্পানির বাণিজ্যিক উৎপাদন ২০২৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০৩০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে আরম্ভ হবে, তারা এ সুবিধা পাবে। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পর পরবর্তী ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর শতভাগ কর অব্যাহতির সুবিধা পাবে তারা। পরবর্তী ৩ বছরে ৫০ শতাংশ ও তার পরের ২ বছরে ২৫ শতাংশ হারে কর দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনার পরামর্শ

সংবিধান সংস্কার কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনা, নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ নানা পরামর্শ দিয়েছেন অংশীজনেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সংবিধানবিশেষজ্ঞ ও কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সংবিধান সংস্কার কমিশন। সেখানে এসব পরামর্শ উঠে আসে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ১০টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ ৬টি কমিশন কাজ শুরু করেছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৬টি কমিশনের সরকারের কাছে তাদের সংস্কার প্রস্তাব জমা দেওয়ার কথা।

অধ্যাপক আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন গত সোমবার অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে গতকাল সকালে কয়েকটি পেশাজীবী সংগঠন এবং বিকেলে সংবিধান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তারা।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দুই পর্বের এই মতবিনিময় সভায় আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম, অধ্যাপক কে শামসুদ্দীন মাহমুদ, আইন কমিশনের উপদেষ্টা এ কে মোহাম্মদ হোসেন, পেশাজীবী সংগঠনের মধ্যে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সাংগঠনিক সম্পাদক সায়ীদ মেহবুব উল কাদির, ডক্টরস প্ল্যাটফর্ম ফর পিপলস হেলথের (ডিপিপিএইচ) সহসভাপতি ফয়জুল হাকিম ও সদস্য মো. হারুন-রশীদ মতবিনিময়ে অংশ নেন।

মতবিনিময় শেষে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনার কথা বলেছেন। নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারপতিদের না রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যমান সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল অথবা সংশোধন করতে বলেছেন। সংশোধনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব হলো, এই অনুচ্ছেদটি এভাবে সংশোধন করা যায়, অর্থবিল এবং আস্থাভোটের বিষয় ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যরা ইচ্ছা করলে নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারবেন। এ ছাড়া বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনা এবং বিদ্যমান সংবিধানের যেসব বিধান নিয়ে আপত্তি নেই, সেগুলো বহাল রাখা যায় বলে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলো শর্তমুক্ত করা এবং জেলায় জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। যেসব আইন মৌলিক অধিকার পরিপন্থী, সেগুলো বাতিল করতে বিদ্যমান সংবিধানের ১৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা, রাষ্ট্র ও সরকারের আলাদা সংজ্ঞায়ন, অপরাধের তদন্ত ও জেল পুলিশের বদলে আদালতের অধীনে আনার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ছাড়া সংসদকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন করার কথা বলেছেন। এটি করা গেলে বিচার বিভাগের জবাবদিহি সংসদ করতে পারে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মতবিনিময় সভায় সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, ফিরোজ আহমেদ ও মুসতাইন বিল্লাহ অংশ নেন।

রাজধানীতে প্রাচীর ধসে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর রামপুরায় রিকশার গ্যারেজের সীমানাপ্রাচীর ধসে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুটির নাম জিসান ভূঁইয়া (৫)। তার বাবা মিরাজ ভূঁইয়া পেশায় ভ্যানচালক। জিসান মা-বাবার সঙ্গে রামপুরার কুঞ্জবন এলাকায় থাকত।

জিসানের মামা নয়ন রাজ *প্রথম আলোকে* বলেন, সকালে বাসার পাশের একটি চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন জিসানের মা ঝুমুর বেগম। সঙ্গে জিসানও ছিল। ফেরার সময় সড়কের পাশের একটি রিকশার গ্যারেজের সীমানাপ্রাচীরের কিছু অংশ ধসে পড়লে জিসান তাতে চাপা পড়ে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে শিশু জিসানকে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কেএনএর আস্তানা থেকে অস্ত্র উদ্ধার

প্রতিনিধি, *বান্দরবান*

বান্দরবানের রুমা উপজেলা শহরতলির মুনলাইপাড়া এলাকায় কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মির (কেএনএ) গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে সেনাবাহিনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ওই অভিযানে ১টি এসএমজি (ম্যাগাজিনসহ), ২টি বন্দুক (১৫৯ রাউন্ড গুলি ও ১টি গুলিভর্তি বেল্ট), ১টি বাইনোকুলার, ২টি ওয়াকিটকি, ৩ জোড়া পোশাক, ১ জোড়া বুট, ১টি হ্যান্ডকাফ, আইইডি তৈরিতে ব্যবহৃত স্প্লিন্টার ও ৫টি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১৪ নভেম্বর, ২০২৪
২৯ কার্তিক, ১৪৩১
১১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস কবে পালিত হয়?

  উত্তর: ১৪ নভেম্বর।

- 'বুকার পুরস্কার-২৪' জিতেছেন কে?

  উত্তর: ব্রিটিশ লেখক সামান্তা হার্ভে। (উপন্যাস: অরবিটাল)

- বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা কত?

  উত্তর: ১ কোটি ৩০ লাখ। (সূত্র: আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন)

- মার্কিন রাজনীতিতে 'গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি' নামে পরিচিত কোন দল?

  উত্তর: রিপাবলিকান পার্টি।

- সম্প্রতি কোন দেশ চট্টগ্রামের মিরসরাই ইকোনমিক জোনে স্যাটেলাইট সিটি নির্মানের পরিকল্পনা করেছে?

  উত্তর: কোরিয়া।

- 'জি-জিরো' কী?

  উত্তর: কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভুটানের নেতৃত্বে নতুন ফোরাম।

- ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন কত শতাংশ কমিয়ে আনার কথা রয়েছে?

  উত্তর: ৪৩ শতাংশ। (কপ-২৯ সম্মেলনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী)

- নেপাল কী পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম?

  উত্তর: ৪০ হাজার মেগাওয়াট।

১৪ নভেম্বর, ২০২৪

- ড.ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্বটি হলো- জিরো কার্বন,জিরো দারিদ্র্য ও জিরো বেকারত্ব।
- বিশ্বের পাঁচটি প্রধান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ স্বল্পোন্নত দেশ- বাংলাদেশ, নেপাল,মালাবি,গাম্বিয়া ও লাইবেরিয়া।
- কপ-২৯ সম্মেলনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কয়লা তেল কিংবা গ্যাসের মতো জীবাশ্ম
- জ্বালানির কারণে পৃথিবীকে উত্তপ্তকারী কার্বনের নিঃসরণ গত বছরের চেয়ে বেড়েছে- ০.৮%।
- ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার লক্ষ্য- ৪৩%।
- ২০২৪ সালের বুকার পুরস্কার জিতেছেন- ব্রিটিশ লেখিকা সামান্থা হার্ভে।
- সামান্থা হার্ভে বুকার পুরস্কার জিতেছেন- আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ছয় নভোচারীর কাটানো একটি দিন নিয়ে লেখা 'অরবিটাল' গ্রন্থের জন্য।

তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৪
রোজ: বৃহস্পতিবার

জাতীয় সংবাদ:

✍ 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন- ২০১০' কী নামে পরিচিত?

উত্তর: কুইক রেন্টাল আইন।

[গত ২ সেপ্টেম্বর কুইক রেন্টাল-সংক্রান্ত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর ৯ ধারায় দায়মুক্তি কেন অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। '৯ ধারায় দায়মুক্তি অবৈধ ও অসাংবিধানিক'- এই মর্মে হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় দেন। এর ফলে ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রহিত করা হলো।] সূত্র- ঢাকা পোস্ট।

Image Ref.
prothom alo

✍সম্প্রতি, কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের প্রথম নৌপথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন হয়েছে?

উত্তর: পাকিস্তান।

[সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান সমুদ্রবন্দর করাচি থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে পানামার পতাকাবাহী জাহাজ "উয়ান জিয়াং ফা ঝান"। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো দুই দেশের মধ্যে নৌপথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন হলো। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়।] সূত্র- ঢাকা ট্রিবিউন।

Image Ref.
dhakapost

✍ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল নির্মাণকাজ চলছে কোন রুটে?

উত্তর: বিমানবন্দর-কমলাপুর।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনায় দেশে প্রথমবারের মতো বিমানবন্দর-কমলাপুর রুটে ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ চলছে। এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পের বিবরণ অনুযায়ী, ১৯.৮৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ বিমানবন্দর রুটে ১২টি স্টেশন এবং ১১.৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড পূর্বাচল রুটে ১টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনসহ ৯টি স্টেশন থাকবে। ২০২৮ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার লক্ষ্য রয়েছে।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
BSS

✍ সম্প্রতি, কোন স্থলবন্দরে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল চালু হচ্ছে?

উত্তর: বেনাপোল স্থলবন্দরে।

[যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে নির্মিত কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল চালু হচ্ছে। স্থলবন্দর সূত্র জানায়, বেনাপোল স্থলবন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে ৩২৯ কোটি ২৮ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪১ দশমিক ৩৯ একর জমিতে কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ করেছে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে চলতি বছরের ৩০ জুন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। টার্মিনালটি দেড় হাজার ট্রাকের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image ref.
banglanews24

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৪

রোজ: বৃহস্পতিবার

✍ কার্বন নিঃসরণ কমাতে COP-29 সম্মেলনে গঠিত নতুন ফোরামের নাম কী?

উত্তর: জি-জিরো (G-Zero)।

[COP-29 সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণ কমাতে ভুটানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন ফোরাম 'জি-জিরো (G-Zero)' ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ গঠিত হয়। সদস্য দেশ হচ্ছে ৪টি (ভুটান, পানামা, সুরিনাম, মাদাগাস্কার)। ৪টি দেশই কার্বন নিরপেক্ষ দেশ। এই ফোরাম গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।]
সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
প্রথম আলো

✍ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস কবে?

উত্তর: ১৪ নভেম্বর।

[১৪ নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'ডায়াবেটিস: সুস্বাস্থ্যই হোক আমাদের অঙ্গীকার।' ডায়াবেটিস হলো রক্তের শর্করার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপাকীয় রোগ। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে ৮০ কোটির বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আগের হিসাবের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণ।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
prothom alo

✍ 'স্কারবোরো শোল' কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: দক্ষিণ চীন সাগরে।

[দক্ষিণ চীন সাগরের একটি বিরোধপূর্ণ স্থান হচ্ছে 'স্কারবোরো শোল'। দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি অঞ্চলের মালিকানা দাবি করে চীন এবং শোল বা ডুবোচরটি ফিলিপাইনের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হলেও ২০১২ সালে চীন ওই শোলটি দখল করে। ফিলিপাইন ও চীনের মধ্যে এখনো এই স্থান নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজমান। সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
bangla tribune

✍ বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলন 'ওয়েব সামিট- ২০২৪' কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

উত্তর: পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে।

[১১ নভেম্বর পর্তুগালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলন ওয়েব সামিট-২০২৪ শুরু হয়েছে। চার দিনব্যাপী বিশ্বের সবচেয়ে বড় তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনে ১৫৩টি দেশেরও বেশি নাগরিক এবং দেশগুলোর স্টার্ট-আপ অংশগ্রহণ করেছে। এই আসরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। সম্মেলনে বাংলাদেশি কোনো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করার খবর পাওয়া যায়নি।] সূত্র- ঢাকা পোস্ট।

Image Ref.
dhakapost

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. 'তিন শূন্য তত্ত্ব' (Three Zero Theory) ধারণার প্রবক্তা কে?

ক. হেনরি ফেওল খ. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম
গ. কার্ল মার্ক্স ঘ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস

২. ড. মুহাম্মদ ইউনূসের লেখা 'A World of Three Zeros' গ্রন্থটি কখন প্রকাশিত হয়?

ক. ২০০৬ সালে খ. ২০১৪ সালে
গ. ২০১৭ সালে ঘ. ২০২০ সালে

৩. জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম আরব-আফ্রিকান মহাসচিব কে?

ক. কফি আনান খ. বুট্রোস-বুট্রোস ঘালি
গ. উ থান্ট ঘ. ট্রিগভে লি

৪. নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয়?

ক. কয়লা খ. প্রাকৃতিক গ্যাস
গ. খনিজ তেল ঘ. বায়োগ্যাস

৫. ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান-

ক. পঞ্চম খ. ষষ্ঠ
গ. অষ্টম ঘ. দশম

৬. 'পাঞ্জশির' কোন দেশের প্রদেশ?

ক. আফগানিস্তান খ. ইরান
গ. পাকিস্তান ঘ. সিরিয়া

৭. 'Moby-Dick; or, The Whale' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

ক. জেমস জয়েস খ. হারমান মেলভিল
গ. ভার্জিনিয়া উলফ ঘ. আর্নেস্ট হেমিংও

৮. বার্ড (BARD) কোন কোম্পানির তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা?

ক. অ্যাপল খ. মেটা
গ. গুগল ঘ. হুয়াওয়ে

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. গ	৬. ক	৭. খ	৮. গ		